চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 54 Monday, 23 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৫৪ সংখ্যা ❋ ৮ মাঘ, ১৪২৯, সোমবার, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজ ১২৬তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী।

নির্বাচনী প্রচারে ত্রিপুরা সফরে তৃণমূল সুপ্রিমো
৩১ জানুয়ারি মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পালে হাওয়া তুলতে দুদিনের সফরসূচি নিয়ে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রবিবার দলের রাজ্যস্তরের জনৈক নেতা এই খবর দিয়ে জানান, গত শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দলের কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকের পর গতকাল শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় নির্বাচনী প্রচারের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়। সে অনুযায়ী আগামী ৬ জানুয়ারি বিকেলে দুদিনের সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ওইদিন তিনি আগরতলায় রাত্রিযাপন করবেন, জানান নেতাটি। তিনি জানান, আগরতলা থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে উদযপুরে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে যাবেন দলের নেত্রী মমতা। ত্রিপুরাসুন্দরীর

পূজা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগরতলায় দলের প্রচারে রোড শো করবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নির্বাচন কমিটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসূচি নির্ধারণ কতে আজ রবিবার একটি বৈঠক হবে। অন্যদিকে বিশষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, আগামী ৩১ জানুয়ারি মালদা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন জেলার সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, এখন মালদার গাজোল কলেজ মাঠে হবে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রশাসনিক বৈঠক তিনি জেলায় নিয়ে গিয়েছেন। জেলাগুলির প্রশাসনিক বৈঠক সেই জেলায় করেন তিনি। তাছাড়া বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত যান। সেরকমই আগামী ৩১ জানুয়ারি মালদা জেলা সফরে যাচ্ছেন তিনি। ওই দিন জেলার সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন । নবান্ন সূত্রে খবর, এখন মালদার গাজোল কলেজ মাঠে হবে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান কর্মসূচি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদায় একগুচ্ছ কর্মসূচী রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। ৩১ জানুয়ারি কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে করে মালদায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন তাঁর বীরভূম জেলা সফর রয়েছে । মালদা থেকে হেলিকপ্টারে করেই বীরভূমে যাবেন তিনি। বীরভূম থেকে তিনি দেউচা পচামি প্রকল্পের জমিদাতাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিতে পারেন সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র।

'বিজেপি আসলে ভ্রষ্ট জুমলা পার্টি'
মোদির বিরুদ্ধে দু'পাতার চার্জশিট পেশ হাত শিবিরের

২২ জানুয়ারি ঃ ভারত জোড়ো যাত্রা শেষ হওয়ার আগেই কংগ্রেসের তরফে যাত্রার নির্যাস বের করল। জানা গিয়েছে কংগ্রেস মোদির বিরুদ্ধে চার্জশিট আকারে প্রকাশ করল। এর পাশাপশি কংগ্রেস শিবির দাবি করছে, বিজেপির ভ্রান্ত নীতির জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ সমস্যায়। তাঁদের সমস্যার কথাই তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের এই দু'পাতার চার্জশিটে। হাত শিবির বলছে, বিজেপি আসলে ভ্রষ্ট জনতা পার্টি। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের কথা বলেন, সেটা আসলে, 'কুছ কা সাথ, খুদ কা বিশ্বাস, সবকে সাথ বিশ্বাসঘাত'। অর্থাৎ কিছু মানুষের সঙ্গ, নিজের বিশ্বাস এবং সবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। দু'পাতার চার্জশিটে বেকার সমস্যা, নোট বাতিল, জিএসটি থেকে শুরু করে মোদির আদানি-আম্বানি প্রীতি সবটাই তুলে ধরা হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন যে লাখ লাখ মানুষ রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য নিয়েই এই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। এই চার্জশিট প্রকাশ করে দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্তরে এআইসিসি এই চার্জশিট পেশ করল। আগামী দিনে যেসব রাজ্যে বিরোধীরা সরকারের আছে, সেই সব রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এই ধরনের চার্জশিট পেশ করা হবে। একই সঙ্গে শনিবার নতুন 'হাত সে হাত জোড়ো' অভিযানেরও সূচনা করেছে হাত শিবির। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, 'ভারত জোড়ো'র মতো কেন্দ্রীয় স্তরে নয়। হাত জোড়ো যাত্রা হবে একেবারে ব্লকস্তরে। দলের ব্লকস্তরের কর্মীরা ছোট ছোট মিছিল করবেন। প্রতিটি ব্লকে পাঠানো হবে রাহুল গান্ধীর সই করা চিঠি। এবং বিজেপির মোদি সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট। সরকারের ব্যর্থতাকে একেবারে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য কংগ্রেসের। সব মিলিয়ে দেশের প্রায় ৬ লক্ষ গ্রামে যাওয়ার টার্গেট নিয়েছে হাত শিবির। মোট আড়াই লক্ষ্য পঞ্চায়েত এলাকা এবং ১০ লক্ষ বুথে যাবেন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা।

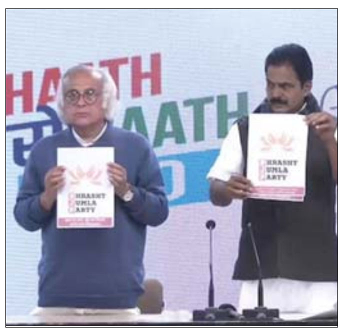

তৃণমূল শান্তিতে বিশ্বাসী, দাঙ্গায় বিশ্বাস করে না ঃ মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কংগ্রেস শান্তিতে বিশ্বাস করে, দাঙ্গায় বিশ্বাস করে না। বললেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে শনিবার উত্তাল হয় কলকাতার ধর্মতলা চত্বর। আইএসএফ-এর অভিযোগ হামলায় অভিযুক্ত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে মদন মিত্র বলেছেন, পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে, কারা শুরু করেছে তা শিগগিরই প্রমাণিত হবে। তৃণমূল শান্তি চায়, দাঙ্গায় বিশ্বাস করে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''আমরা পরিবর্তন চাই, প্রতিশোধ নয়।

'নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই', ইডি'র কাছে দাবি কুন্তলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি তার যোগ নেই। তবে কোনও একজনের কাছ থেকে ১০ শতাংশ কমিশন পেয়েছিলেন। জেরায় এমনই দাবি জানিয়েছেন ইডি'র জালে ধৃত তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষ। কে এই তৃতীয় ব্যক্তি, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।চিনার পার্কের দু'টি ফ্ল্যাটে একটানা ২৬ ঘণ্টা তল্লাশির পর গ্রেপ্তার হন কুন্তল ঘোষ। তল্লাশি চলাকালীন দফায় দফায় ইডি আধিকারিকরা কুন্তলকে জেরা করেন। বারবারই জানতে চাওয়া হয় চাকরি দেওয়ার নামে সত্যিই কি টাকা নিয়েছে? ইডি সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, চাকরি দেওয়ার নামে টাকা যে তোলা হয়েছিল তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যুব তৃণমূল নেতা। তবে তাঁর দাবি, কোনও চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেননি। তৃতীয় ব্যক্তি চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলেছেন। তার কাছ থেকে কুন্তল ১০ শতাংশ কমিশন নিয়েছে। ইডি সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কুন্তল ঘোষের জোড়া ফ্ল্যাট থেকে একটি ছাই রঙের ডায়েরি ও একটি বড় মাপের নোটের খাতা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দু'টিতে মোট ৪৯ কোটি ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকার লেনদেনের হিসাব। ইডি'র আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি আবেদনে জানান, প্রথমে মনে করা হয়েছিল দুর্নীতির ভারত মহাসাগর, কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে, এটি দুর্নীতির প্রশান্ত মহাসাগর। ছাই রঙের ডায়েরিতে তাপস মণ্ডল যে কুন্তল ঘোষকে ১৯ কোটি ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দিয়েছেন, তার প্রমাণ মিলেছে। ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আপার প্রাইমারি শিক্ষক, ৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা টেট ২০১৪ প্রার্থী নিয়োগের জন্য, যার মধ্যে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ প্রার্থীদের পাশ করানোর জন্য নেওয়া হয়। অন্য খাতায় প্রাথমিক শিক্ষক, আপার প্রাইমারি, গ্রুপ সি ও ডি নিয়োগে কুন্তল ও তাঁর সঙ্গীরা ৩০ কোটি টাকা যে তুলেছেন, তার হিসাব রয়েছে। তবে বিপুল পরিমাণ টাকা কীভাবে লেনদেন হত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কুন্তলের মুখে উঠে আসা তৃতীয় ব্যক্তিটিই বা কে, তা জানা যায়নি। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তির কথা বললেও তার নাম জানায়নি কুন্তল। ধৃতকে জেরা করে এই সম্পর্কে আরও নানা তথ্য পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

মিলল না জামিন, পুলিসি হেফাজতে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি সহ ১৮ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ ধর্মতলায় অশান্তি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিল ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। কলকাতা শহরের বুকে গুন্ডামি চলেছে'। পুলিসি হেফাজতে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি সহ ১৮ জন। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক। তাঁকে পাঠানো হল জুভেনাইল হোমে। একদিকে পুলিস, আর অন্যদিকে আইএসএফ কর্মী-সমর্থক। নেতৃত্বে ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। গতকাল শনিবার বিকেলে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল ধর্মতলা। প্রতিষ্ঠাদিবসে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ইস্যুরে রাজ্যের বিরুদ্ধে ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা। এরপর যখন পুলিস তাঁদের অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নিয়ে বলে, তখন দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। দফায় দফা চলে সংঘর্ষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি চালায় পুলিস। এমনকী, ছোড় হয় কাঁদানে গ্যাস। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক যান চলাচল বন্ধ ছিল ধর্মতলায়। এই ঘটনায় নওশাদ সিদ্দিকি সহ ১৯ জনকে গ্রেফতার

করে পুলিস। খুনের চেষ্টা, অশান্তি পাকানো-সহ মামলা রুজু করা হয়েছে জামিন অযোগ্য ধারায়। এদিন নওশাদ-সহ ১৮ জনকেই পেশ করা হয় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। আদালতে সরকারি আইনজীবী বলেন, 'বাংলা শান্তির জায়গা, যা ঘটেছে লজ্জাজনক। শহরের বুকে গুন্ডামি চলেছে। পুলিসকর্মীরা আহত হয়েছেন। অবস্থান তুলতে বলতে লাঠি-ইট দিয়ে হামলা। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে'। নওশাদের আইনজীবীর পাল্টা সওয়াল, 'পঞ্চায়েত দখল করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। পুলিস মাথায় মেরেছে, সেটা খুনের চেষ্টা নয়'? শেষপর্যন্ত অবশ্য ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারক।

এদিকে সকাল থেকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে জমায়েক করেছিলেন আইএসএফ সমর্থকরা। দাবি, 'বিধায়ককে মুক্তি চাই, আমাদের ভাইদের মুক্তি চাই'। বিক্ষোভকারীরা দাবি করছেন, 'মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে একজন জনপ্রতিনিধিকে আটকানোর চেষ্টা করছে পুলিস'। আদালতে ঢোকার মুখে নওশাদ সিদ্দিকি হুঁশিয়ারি দেন, 'লড়াই চলবে'। ধর্মতলায় অশান্তিতে আহত ১১ জন পুলিসকর্মী। সকলেই ভর্তি এসএসকেএম। হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন কলকাতার পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েল।

মিঠুনকে বেনজির কটাক্ষ সৌগতর

দুরন্ত বার্তা, খড়দহ, ২২ জানুয়ারি ঃ এবার তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের নিশানায় মিঠুন চক্রবর্তী। সভায় দাঁড়িয়ে মহাগুরুকে 'বুড়ো' বলে কটাক্ষ করলেন সাংসদ। বললেন, বম্বেতে কাজ পান না তাই বাংলায় আসছেন। সাংসদের এই মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক। পালটা দিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্য জুড়ে প্রচার শুরু করেছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। চলছে প্রচার, অন্যপক্ষকে আক্রমণ। রাজ্যজুড়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি চালু করেছে তৃণমূল। শনিবার সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে খড়দহে গিয়েছিলেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়। সেখান থেকেই নজিরবিহীনভাবে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে। সৌগত বলেন, মিঠুন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। বম্বেতে কোনও কাজ পান না তাই বাংলায় এসেছেন। এরপরই আবাস যোজনা ঘর প্রসঙ্গ তুলেও আক্রমণ করেন মিঠুনকে। বলেন, দু'দিন আগেও নেত্রীর পা ধরতেন। মিঠুনের বাবার ক্ষমতা নেই ঘর তৈরি করে দেওয়ার। ও জানে ঘর তৈরিতে কত টাকা লাগে? সৌগত রায়ের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোটের আগে ময়দানে নেমে বারবার কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী। এর আগে তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। পালটা তাঁকে এলিতেলি গঙ্গারাম বলে তোপ দাগেন মিঠুন। এবার ফের কটাক্ষের শিকার সৌগত।

কংগ্রেস নেতার উদ্দেশে প্রশ্ন আপনার কী হয়েছে! রাজনাথ

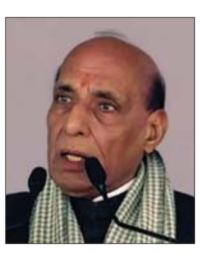

সিংরাউলি, ২২ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাহুলের উদ্দেশে রবিবার রাজনাথ সিং বলেছেন, রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করুন যিনি দেশে ভারত জোড়ো যাত্রা করছেন এবং বলছেন দেশে ঘৃণা রয়েছে, আমি জানতে চাই কে দেশে ঘৃণার জন্ম দিচ্ছে? দেশে বিদ্বেষ আছে বলে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। রাহুল জি আপনার কি হয়েছে? মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন আরও বলেছেন, আগে আমরা যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ অন্যান্য দেশ থেকে প্রতিরক্ষা সেক্টরের জন্য সবকিছু আমদানি করতাম কিন্তু এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভারতেই সবকিছু তৈরি করব এবং রপ্তানি করে অন্য দেশগুলিকেও ফিরিয়ে দেব।

রাহুল গান্ধীর সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়, জানালেন জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ জানালেন, রাহুল গান্ধীর সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়। জয়রাম রমেশ বলেছেন, আমরা আশা করি জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি দেখবে, আমাদের আশ্বস্তও করা হয়েছে। আমরা রাহুল গান্ধীর নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করতে পারি না। জম্মুর নারওয়ালে জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনায় জয়রাম রমেশ আরও বলেছেন, ভারত জোড়ো যাত্রা থামাতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত নয়, শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংস্থাই সে বিষয়ে তথ্য দিতে পারে। আমি নিশ্চিত করতে পারি যে ভারত জোড়ো যাত্রা থামাতে পারবে না।

নয়া সংলাপ 'মহাগুরু'র

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জানুয়ারি ঃ তিনিকখনও সিনেমার সংলাপ বলছেন, কখন বা কাঠখোট্টা রাজনীতির কথা। এভাবেই নিজস্ব স্টাইল এনে বঙ্গ বিজেপির সংগঠনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেনতিনি। রবিবার হুগলির মশাটে জনসভা করতে গিয়ে নতুন করে সংলাপ তৈরি করলেন তিনি। মহাগুরুর মুখে শোনা গেল 'মোদি ম্যাজিকে'র কথা। বললেন, ভারতে এই মুহূর্তে মোদি ছাড়া কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। মোদি ম্যাজিক যতদিন, ভারতে বিজেপির শাসনও ততদিন। তাঁর এহেন মন্তব্যের পরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, মোদি স্তূতি করতে গিয়ে বিজেপির শাসন যে স্রেফ মোদি নির্ভর, সেই ইঙ্গিতই দিলেন কি মিঠুন চক্রবর্তী, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত ৫ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২২ জানুয়ারি ঃ রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। রাজ্য জুড়ে সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৭২৫। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ২১,৫৩২। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,১৩৯। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৯৮ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১,৯৯২। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৭,০১২,২৮৭। এদিক চিনে করোনার ভয়াবহতা অস্বীকার করেছে চিন সরকার। কলকাতার চিনা দূতাবাস কর্তা দাবি করছেন, সব পাশ্চাত্যের রটনা। বহাল তবিয়তেই আছে চিন। কোভিড নিয়ে সে দেশে কোনও আতঙ্ক একেবারেই নেই। নতুন বছর উপলক্ষে গত বুধবার কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে চিনা কনসাল জেনারেল ঝা লিইউ জানান, গত বছরই চিন যথেষ্ট ভাল ভাবে করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করেছে। শুধু পাশ্চাত্য দেশগুলিই কোভিড নিয়ে চিনের বিরূপ সমালোচনা ও রটনা করে চলেছে। চিনের বাসিন্দারা বুলেট ট্রেনে করেও যাতায়াত করছেন। তাঁরা কোনও সমস্যার মধ্যে নেই। মানুষের জীবনই প্রথম, এই পলিসিতে বিশ্বাস করে চিন। যদিও সম্প্রতি সে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছিল, হাসপাতালে ভর্তি করোনা রোগীদের মধ্যে একমাসে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৬০ হাজার। তা সত্ত্বেও চিনের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলেই দাবি করা হয়েছে। দূতাবাস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছর ২২ জানুয়ারি চিনের নববর্ষ। এই উপলক্ষে বাইরের দেশে কর্মরতরা চিনে ফেরেন। চিনের কনসাল জেনারেল গত বুধবার রাতেই পরিবার-সহ রওনা দেন চিনের পথে। তার আগে ঝা লিইউ জানান, চিন ও ভারতের সীমান্ত কেন্দ্রিক সমস্যা মেটাতে দুই দেশই এগিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত, গত বছর ভারত ও চিনের মধ্যে ১৩৫.৯৮ ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর চিন। আঞ্চলিকভাবে ভারতের জন্য কাজ করতে উৎসাহী লাল ফৌজের দেশ। গত বছর পর্যন্ত সমস্যা ছিল। এই বছর চিন বিশ্বের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। জি২০ নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছে চিন সরকার।

'ছোট ছোট রাজ্য গড়লেই উন্নতি সম্ভব', কেন্দ্রের সুরেই সুর মেলালেন অর্থনীতিবিদরা

আমেদাবাদ, ২২ জানুয়ারি ঃ দেশের আমজনতার উন্নতির জন্য নতুন রাজ্য গড়ার পরামর্শ বাতলে দিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া। গুজরাটের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি জানান, মানুষের বাসযোগ্য শহর গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের অধিকাংশ মানুষ কাজের জন্য শহরতলিতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই নতুন করে শহর গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যই ছোট ছোট রাজ্য গঠন করা প্রয়োজন। যেন সেই রাজ্যের রাজধানীগুলিতে শহর গড়ে তোলা যায়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও একাধিকবার রাজ্য ভাগের কথা শোনা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা। আহমেদাবাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্টেক সিং বলেন, শহর পরিকল্পনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জীবিকা-সহ একাধিক কারণে মানুষ শহরে এসেই বসবাস শুরু করেন। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শহরতলি এলাকায় থাকতে বাধ্য হন তাঁরা। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা দরকার। দেশের নানা প্রান্তে নতুন করে শহর গড়ে তুলতে হবে। সেখানেই রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলুওয়ালিয়ার বক্তব্য, শহর বলতে দেশের মানুষ শুধু রাজ্যের রাজধানীগুলিকেই বোঝেন। তাই ছোট ছোট রাজ্য গঠন হলে সেখানে নয়া রাজধানীতে শহর গড়ে তোলা যাবে। তিনি বলেছেন, উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি উত্তরপ্রদেশের কথা দেখি। দেশের বৃহত্তম রাজ্যের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টগুলির কাছাকাছি। তাই এই রাজ্য ভেঙে যদি ছোট ছোট পাঁচ-ছ'টি রাজ্য গড়ে তোলা হয়, সেখানে শহর গড়ে তোলা যাবে। সবমিলিয়ে উন্নতি হবে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার বাংলা ভাগের কথা শোনা গিয়েছে বিজেপি নেতাদের মুখে। উত্তরবঙ্গের একঝাঁক বিজেপি নেতা-মন্ত্রী পৃথক উত্তরবঙ্গের দাবিতে সুর চড়ান। আবার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর গলায় শোনা যায় পৃথক জঙ্গলমহলের দাবি। অন্যদিকে কে এল ও প্রধান জীবন সিং দাবি করেছিলেন, পৃথক কামতাপুর নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। খুব শীঘ্রই সেই দাবি পূরণ হবে বলেই জানিয়েছিলেন তিনি। কেন্দ্র সরকারের রাজ্য ভাঙার 'পরিকল্পনা'র মাঝেই জল্পনা বাড়াল মন্টেক সিংয়ের মন্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে।

খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাড়িতে এফবিআই হানা

২২ জানুয়ারি ঃ এর আগে ট্রাম্পের বাড়িতে হানা দিয়েছিল, এবার জো বাইডেনের বাড়িতে এফবিআই হানা। শনিবার ১৫ ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি। ততেই উদ্ধার হয় বেশ কিছু পুরানো ফাইল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের উইলমিংটনের বাসভবন থেকে এই গোপনীয় নথি উদ্ধার হয়েছে। তা ইতিমধ্যে আমেরিকায় বিচারবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী নির্বাচনের আগে এই তল্লাশি নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের কড়া আক্রমণের মুখে পড়তে হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বাইডেনের আইনজীবীর সাফাই, গোপনীয় নথিগুলি অনেক পুরনো। সেগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্যই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ই নিজেই এফবিআইকে তল্লাশি চালাতে বলেছিলেন। সবমিলিয়ে এফবিআইয়ের নজিরবিহীন তল্লাশি ঘিরে তোলপাড় মার্কিন মুলুক। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনেটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন উইলমিংটনের বাসভবন থেকে কাজকর্ম করতেন জো বাইডেন। সেই সময়কার ৬টি নথি, যার উপরে 'ক্লাসিফায়েড' লেখা, লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার করেছে এফবিআই। এই তল্লাশির জন্য এফবিআইয়ের কাছে নাকি কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট ছিল না বলেই জানতে পারা গিয়েছে। তবে তাতেও এই তল্লাশি অভিযানের গুরুত্ব কম হবে না বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। রাজনৈতিক ফায়দা হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার, তল্লাশিকে হাতিয়ার করে ডেমোক্র্যাটদের

বাড়ি থেকে অনেক কাজ করতেন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাই এই নথি রয়ে গিয়েছে। বাইডেনের প্রতিক্রিয়া, আমার আইনজীবী আমাকে যা পরামর্শ দিয়েছেন তাই মেনে চলছি।

বিরুদ্ধে প্রচারে ঝড় তুলবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল। মিড টার্ম নির্বাচনে ধাক্কা খেয়েছিল ডেমোক্র্যাটরা। এমন পরিস্থিতিতে রিপাবলিকানদের এই আক্রমণের ঝড় সামাল দেওয়া কঠিন হবে। তল্লাশি প্রসঙ্গে জো বাইডেনের আইনজীবী বব বাওয়ার বিবৃতি দিয়ে জানান, তল্লাশি চলাকালীন অনুপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক বাইডেন। তিনি সেনেটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকার সময়কার নথি উদ্ধার হয়েছে। ডেলাওয়ারের সেনেটর ছিলেন বাইডেন। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। এই সময়কালের নথি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এ নিয়ে বাইডেনের আইনজীবীর বলেন, বাড়ি থেকে অনেক কাজ করতেন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাই এই নথি রয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাইডেনের প্রতিক্রিয়া, আমার আইনজীবী আমাকে যা পরামর্শ দিয়েছেন তাই মেনে চলছি। তবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি কেন তিনি নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন, তা নিয়ে তাঁকে জবাব দিতেই হবে।

দিল্লি আপাতত দূষণের কবলে, ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় জনজীবন স্তব্ধ রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে দূষণের পরিমান কমছেই না। রবিবার সকালে বায়ুদূষণের কবলে ছিল রাজধানী দিল্লি। এদিন সকালে দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান ছিল ২৪৫, যা খারাপ পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। ঠান্ডার মধ্যে আবারও খারাপ হল দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি। বায়ুদূষণের ফলে এদিনও নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়েছে বহু মানুষের। এদিকে, দূষণের পাশাপাশি ঘন কুয়াশার দাপটে এদিনও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে দিল্লিতে। ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়। ভোরের দিকে খুব কাছের জিনিস স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। লোধি রোড থেকে ইন্ডিয়া গেট সর্বত্রই একই অবস্থা ছিল। দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণে ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন।

রাইপুরের বাজারে আগুনে পুড়ল তিনটি দোকান

রাইপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ের রাজধানী রাইপুরে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল তিনটি দোকান, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে একটি গোডাউন। রবিবার সকালে রাইপুরের মার্কেট এলাকায় আগুন লাগে। বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তিনটি দোকান ও একটি গোডাউন। মৌধাপুরা থানার স্টেশন হাউস অফিসার নীতেশ ঠাকুর বলেছেন, ফুল চক এলাকার কাছে বাজারে রবিবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। এই অগ্নিকান্ডে তিনটি দোকান ও গোডাউন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিকে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতে চাই ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ দিল্লির সরকারি স্কুলগুলিকে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতে চাই। দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রবিবার বলেছেন, তিনি চান শহরের সরকারি স্কুলগুলি বিশ্বের সেরা হওয়া উচিত যাতে বিদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষার জন্য আসে। প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে যাওয়া শিক্ষকদের সম্বোধন করে কেজরিওয়াল তাদের বলেছেন, তিনি তাদের বিদেশে পাঠাতে থাকবেন এবং তাদের দিল্লি ও দেশের জনগণের সমর্থন রয়েছে। কিছু লোক এটিকে ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করে, তবে এটি বিনিয়োগ। আমি মনে করি আপনারা চারটি সেতু কম এবং চারটি রাস্তা কম নির্মাণ করতে পারেন, তবে আমাদের শিক্ষকদের সেরা এক্সপোজার এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। তারা এমন ছাত্র তৈরি করবে যারা ভবিষ্যতে রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করবে।

মাল শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

মালবাজার, ২২ জানুয়ারি ঃ মাল শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল পাঁচটি দোকান। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে মাল শহরের সুভাষ মোড়ের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। খবর পেয়ে মালবাজারের দমকল বাহিনীর দু''টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিযন্ত্রণে আনে। মাল পুরসভার জলের ট্যাংকও আনা হয়। পুলিশ, পুরসভা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরবেলায় কিছু দোকানে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। দোকানগুলি কাঠের তৈরি ছিল। ফলে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবীন থাপা বলেন, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল। এখনও পর্যন্ত কোনও ক্লু দমকল বা পুলিস পায় নি বলেই জানা গিয়েছে।

শিলচরে কুখ্যাত গাড়ি চোরকে পুলিশের গুলি, অভিযুক্তের ছুরিকাঘাতে আহত পুলিশকর্মী

শিলচর (অসম), ২২ জানুয়ারি ঃ রবিবারের শান্ত শহর শিলচরে চললো পুলিশের গুলি। পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত মোস্ট ওয়াঃটেড কুখ্যাত গাড়ি চোর। অপরাধীর ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন জনৈক পুলিশ কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রবিবার কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরের ব্যস্ততম এলাকা গোপালগঞ্জে। পুলিশের গুলিতে আহত কাছাড় জেলার দুর্গানগর এলাকার বাসিন্দা বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত কুখ্যাত গাড়ি চোর আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁ ওরফে লালকে সংকটজনক অবস্থায় ভরতি করা হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অন্যদিকে আফজলের ছুরি ঘায়ে আহত পুলিশকর্মী আনোয়ার হুসেনকেও চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, গাড়ি চুরি সহ নানা অপরাধে অভিযুক্ত আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁর নামে জেলার একাধিক থানায় মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে সে পলাতক ছিল। তার বিরুদ্ধে মোস্টওয়ান্টেড নোটিশ জারি করা হয়েছিল। আফজলকে হাতেনাতে পাকড়াও করতে পুলিশ একাধিকবার জাল বিছিয়ে রাখলেও তা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তিনি জানান, শহরের গোপালগঞ্জ এলাকায় কুখ্যাত অপরাধী আফজল আত্মগোপন করে আছে, এই খবর গতকাল রাতে তাঁদের কাছে আসে। ওই খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে সদর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অভিযানে নামে। এর পর

সকাল আটটা নাগাদ গোপালগঞ্জ এলাকায় তাকে ধরতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। কোনও রকমে তাকে পাকড়াও করে ভ্যানে ওঠানোর সময় নিজের প্যান্টের খোপ থেকে ছুরি বের করে তা দিয়ে আনোয়ার হুসেন নামের এক পুলিশকর্মীকে আঘাত করে বড় মসজিদের দিকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ গুলি করে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় বহু অভিযোগে অভিযুক্ত গাড়ি চোর আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁ। পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো আরও জানান, চোরের সদাগর বলে পরিচিত ছিল আফজল হুসেন বড়ভুইয়াঁ। শিলচর শহর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়ি চুরি করে ভিন রাজ্যে সেগুলি চালান করত ধৃত আফজল। এদিকে হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। এবাকার মেয়েছেলেদের ঘরে বন্দি করে মানুষ উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘটনার খোঁজখবর নিতে থাকেন। গোলাগুলির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে শহর জুড়ে। হাসপাতালের এক সূত্রে জানা গেছে, গাড়ি চোর আফজলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সনোগ্রাফি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তার পেটের নিচে গুলি লেগে তা নাভি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, জানিয়েছে সূত্রটি।

সোমবার আন্দামান ও নিকোবরের ২১টি দ্বীপের নামকরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল পরাক্রম দিবসে 'পরমবীর চক্র' প্রাপকদের নামে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২১টি দ্বীপের নামকরণ করবেন। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সকাল ১১টায় তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দ্বীপে নির্মিত জাতীয় স্মৃতি সৌধের মডেলের উদ্বোধন করবেন তিনি। ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনটিকে সরকার পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সেই উপলক্ষ্যে 'পরমবীর চক্র' প্রাপকদের নামে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২১টি দ্বীপের নামকরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চতুর্থ অর্থনীতি ও সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে ভারত ঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে ভারত। বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ রাজ্য বিজেপির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেন। নিজের বক্তব্যে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা ও সুশাসনের মডেলের কারণে, বিশ্বের সমস্ত বড় বিনিযোগকারীরা এখন উত্তর প্রদেশে বিনিযোগ করতে চাইছে এবং এ কারণে ৫ বছরে ১.৬১ কোটি টাকার চাকরি তৈরি হয়েছে।

যোগী বলেছেন, জর্জরিত রাজ্য থেকে উত্তর প্রদেশ ব্রতমান্ড রফতানিকারক রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত হবে। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, ভারত জি২০ সভাপতিত্ব পেয়েছে এবং এখন ভারত বিশ্বের কাছে নিজস্ব ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পাবে। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে উত্তরপ্রদেশের মত একটি রাজ্যও জি২০ সম্মেলনে অংশ হওয়ার সুযোগ পাবে।

১১টি শিশুকে সোমবার রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে পুরস্কৃত দেবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ সোমবার ১১টি শিশুকে রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে

পুরস্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পরবর্তী দিন মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে পুরস্কৃত শিশুদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৩ জানয়ারি বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ১১টি শিশুকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয. বাল পুরস্কার প্রদান করবেন। ২৪ জানুয়ারি পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

কাশ্মীর ও লাদাখের সর্বত্রই চড়ল তাপমাত্রার পারদ

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি ঃ শীতের দাপট কিছুটা কমল কাশ্মীর ও লাদাখে, যদিও এখনও দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোথাও কোথাও হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা। রবিবার কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘঃটা মূলত মেঘলা থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশ। এই সময়ে সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীর এই মুহূর্তে চিল্লাই-কালানের অধীনে রয়েছে, ৪০ দিনের এই চিল্লাই কালান শুরু হয়েছিল ২১ ডিসেম্বর। রবিবার কাশ্মীরে পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ-তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে মাইনাস ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতে কাঁপছে জম্মুও, সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভারতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০ প্রাণ হারালেন ৩ জন, ফের বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘঃটায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪০ জন, বিগত ২৪ ঘঃটায় মেঘালয়ে একজন ও গুজরাটে দু''জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘঃটায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪০ জন, ৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭৩৩ জনের। দেশে সক্রিয় করোনারোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৯৬০তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনারোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৯,২২৮ জন করোনারোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে

৪,৪৬,৮১,৯২১-এ পৌঁছেছে। এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘঃটায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ২০৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.২৮ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,২৮,০৫,৩১৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৩৪,৭৩৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

উৎসাহে খামতি নেই! কাঠুয়া থেকে শুরু ভারত জোড়ো যাত্রা

কাঠুয়া, ২২ জানুয়ারি ঃ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় খামতি নেই একটুও! প্রথম দিনের মতোই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর মোড় থেকে শুরু হয়েছে কংরেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় হাঁটেন অসংখ্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা এগিয়ে চলেছে শ্রীনগরের দিকে। এদিন সকালে শীতের দাপট বেশ ভালোই ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায়, সেই শীতের মধ্যেই পদযাত্রায় অংশ নেন বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও পদযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতেই সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী।

আগামী মার্চের মধ্যেই শেষ হবে সড়ক নির্মাণের কাজ

হাফলং (অসম), ২২ জানুয়ারি ঃ শিলচর সৌরাষ্ট্র ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের ৩১ কিলোমিটার চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ আগামী মার্চের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এনএইচআইডিসিল এর অধীনে ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজের দায়িত্বে রয়েছে সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড। ওই অংশের কাজ চলছে তীব্র গতিতে। বড়াইল অভয়ারণ্য হওয়ার দরুন দীর্ঘদিন থেকে বনবিভাগের ছাড়পত্র না মেলায় বন্ধ ছিল বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ৩১ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ। অবশেষে বনবিভাগের ছাড়পত্র মেলার পর বর্তমানে তীব্র গতিতে চলছে সড়ক নির্মাণের কাজ। সুচি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের এক সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে যে গতিতে কাজ চলছে তাতে আগামী মার্চের মধ্যে ওই ৩১ কিলোমিটার অংশের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে নৃরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা এবং জাটিঙ্গা পয়েন্ট থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের ৪৯ কিলোমিটার চারলেন সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছে গুজরাটের দীনেশ চন্দ্র আগরওয়ালা ইনফ্রা লিমিটেড নামের নির্মাণ সংস্থা। ইতিমধ্যে ওই নির্মাণ সংস্থা ছোট ওয়াপু ও মিয়াংক্রোতে দুটি ক্যাম্প স্থাপন করেছে। নির্মাণস্থলে সামগ্রীও নিয়ে আসা শুরু হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই ওই নির্মাণ সংস্থা কাজ শুরু করবে বলে জানা গিয়েছে।

মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়

দেহরাদূন, ২২ জানুয়ারি ঃ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলা। রবিবার সকাল ৮.৫৮ মিনিট নাগাদ পিথোরাগড় জেলায় হালকা কম্পাঙ্কের ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.৮। ন্যাশনাল সেঃটার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রবিবার সকাল ৮.৫৮ মিনিট নাগাদ পিথোরাগড় জেলায় ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পিথোরাগড় জেলা থেকে ২৩ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ২৯.৭৮ অক্ষাংশ ও ৮০.১৩ দ্রাঘিমাংশ।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় নেতাজির মূর্তি সংস্থাপনের প্রস্তুতি

বাজারিছড়া (অসম), ২২ জানুয়ারি ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন বাজারিছড়ায় স্থাপন করা হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মর্মর মূর্তি। নেতাজির মূর্তি সংস্থাপনকে কেন্দ্র করে গত কয়েমকদিন ধরে জোরদার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় নেতাজি সংঘের কর্মকর্তারা।

করিমগঞ্জ জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাজারিছড়ার কালাছড়া নেতাজি সংঘের ব্যবস্থাপনায় আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে ঘোড়ায় উপবিষ্ট দিল্লি চলো ডাকের আদলে ভারতমাতার বীর সেনানীর ফাইবারে আট ফুট উঁচু নির্মিত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে। এ ব্যাপারে নেতাজি সংঘের প্রাক্তন সভাপতি তথা উপদেষ্টা মণিভূষণ পাল জানান, তাঁদের সংগঠনের সদস্যরা জন্মলগ্ন থেকে বাজারিছড়ায় নেতাজির একটি মূর্তি স্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর পর নেতাজি সংঘের প্রাক্তন সভাপতি ও সংস্থার সক্রিয় সদস্য অমিতাভ দে তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল খরচ করে সংঘের কর্মীদের এই

কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করে দেন। অমিতাভের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আট ফুট উঁচু নেতাজির মূর্তিটি বাজারিছড়ায় এসে পৌঁছে গেছে। নির্ধারিত দিন ২৩ জানুয়ারি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যঁমে বাজারিছড়া অটোস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে মূর্তিটি স্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর হাত ধরে নেতাজির মূর্তির শুভ উন্মোচন হবে। তিনি জানান, অনুষ্ঠানে সকাল নয়টায় নেতাজি সংঘের কার্যালয়ের সম্মুখবর্তী স্থান থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। এতে এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, নেতাজী সংঘের অধীন বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সদস্যরা ও এলাকার অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করবেন। শোভাযাত্রায় মহিলারা লালপেড়ে সাদা শাড়ি এবং পুরুষরা ধুতি কুর্তা পরিধান করে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানান আযোজকরা। সকাল ১১টায় পতাকা উত্তোলন ও দুপুর ১২টায় নেতাজির মূর্তি উন্মোচন করা হবে। পরে অনুষ্ঠিত হবে এক আলোচনা সভা। পাশাপাশি থাকবে ভোজনের ব্যবস্থাও। গোটা অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে পালনের জন্যও সকলের প্রতি আহ্বান জানান নেতাজি সংঘের কর্মকর্তারা।

জোশীমঠে বাড়ছে আতঙ্ক!

জোশীমঠ, ২২ জানুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠের পরিস্থিতি ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে। একের পর এক বিল্ডিং ও ভবনে ফাটল দেখা দিচ্ছে, রবিবার সকাল পর্যন্ত জোশীমঠের ৮৬৩টি বিল্ডিংয়ে ফাটল ধরা পড়েছে, এর মধ্যে ১৮১টি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায়। রবিবার সকালে এমনটাই জানিয়েছেন সেখানকার জেলাশাসক হিমাংশু খুরানা। জেলাশাসক হিমাংশু খুরানা জোশীমঠের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে পুনর্বাসন করার বিষয়ে. ঢাকা গ্রামে চিহ্নিত জমির একটি ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেছেন।

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত ঘুরে দেখলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সচিব

চ্যাংরাবান্ধা, ২২ জানুয়ারি ঃ রবিবার কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত ঘুরে দেখলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সচিব সুনীল বার্থোয়াল। চ্যাংরাবান্ধা স্থল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে খোঁজ নিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সচিব। রবিবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত ঘুরে এবিষয়ে বৈঠকও করেন তিনি। রবিবার বেলা একটা নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আসেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সচিব সুনীল বার্থোয়াল। সেখান থেকে স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে একটি বৈঠক করেছেন। বৈঠকে উপস্থিত বিএসএফ ও শুল্ক দফতরের কর্তাদের কাছ থেকে চ্যাংরাবান্ধা স্থল বন্দরের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন বলে খবর। কেমনভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য চলছে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মানের ল্যান্ডপোর্ট গড়ার কাজ শুরু করতে গেলে দ্রুত কি কি কাজ করা জরুরি। সে বিষয়েও আলোচনা হয়। এদিন বাণিজ্য সচিবের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত ঘুরে দেখার সময় তার সঙ্গে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অরুণ কুমার সামন্ত, বিএসএফের ৯১ ব্যাটালিয়নের কমানড্যাঃট দীপক কুমাওত, শুল্ক দফতরের সুপারিনটেন্ডেঃট তপন মন্ডল, পঙ্কজ কুমার প্রমুখ ছিলেন। যদিও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিবের স্থল বন্দর পরিদর্শন নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা কেউই কোনও মন্তব্য করেননি।

৭২ ঘন্টার মধ্যে সাফল্য পুলিশের, মথার নেতা প্রণজিৎ হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার ৬ অভিযুক্ত

আমবাসা (ত্রিপুরা), ২২ জানুয়ারি ঃ ৪৬ সুরমা কেন্দ্রের মথার নেতা প্রণজিৎ নমশূদ্রের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৬ জন অভিযুক্তের সবাইকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করল পুলিশ। এদের সবাইকে রিমান্ড এ এনে হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলেই দাবি করছে পুলিশ। গত ১৮ জানুয়ারি রাতে বাড়ি ফেরার সময় নৃশংস ভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তিপ্রা মথার ৪৬ সুরমা কেন্দ্রের নেতা প্রণজিৎ নমশূদ্রকে। পরিবারের অভিযোগ মুলে তদন্তে নেমে জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এবং কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শঙ্কর চন্দ্র দাসের তৎপরতায় ৭২ ঘঃটার মধ্যে সকলকে জালে তুলেছে পুলিশ। এবার তাদের রিমান্ডে আনা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে তিপ্রা মথার ডাকা ২৩ জানুয়ারির ১২ ঘন্টার বনধের কোনও যৌক্তিকতা রইল না বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ মূলত আসামি গ্রেফতারের দাবিতেই ১২ ঘন্টার বনধ আহবান করেছিল দল। প্রাথমিক তদন্তে এটাও বেরিয়ে এসেছে যে চড়া সুদে অভিযুক্তদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল প্রণজিৎ। সেই ধার শোধের বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই হত্যাকান্ড। তবে পুলিশ রিমান্ডে হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রী কে তা বেরিয়ে আসবে বলেই মনে করছেন সকলে। এখন ২৩ জানুয়ারির বনধ কে কেন্দ্র করে তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বা নতুন কোনও বার্তা আসে কি না সেটাই দেখার।

পঞ্জিকা

পূর্ণাঙ্গ বাংলা পঞ্জিকা

৭ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ২২ জানুয়ারী ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৩, সৌর ৮ মাঘ, চান্দ্র ১ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ৮ মাঘ ১৪২৯, ভারতীয় সিভিল ২ মাঘ ১৯৪৪, মৈতৈ ১ ফাইরেন, আসাম ৭ মাঘ, মুসলিম ২৯-জমাদিউস সানি-১৪৪৪ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৬২০৫৫ এবং অস্ত বিকাল ০৫১৪৫২। চন্দ্র উদয় সকাল ০৬৪৭১৩(২২) এবং অস্ত বিকাল ০৫৫১৫৭(২২)। শুক্ল পক্ষ ।তিথি প্রতিপদ (নন্দা) রাত্রি ১২৪৫৪৫ দং ৪৬২১৫ পর্যন্ত নক্ষত্র শ্রবণা শেষ রাত্রি ঘ ০৬১১১১ দং ৫৯৩৫৫০ পর্যন্ত পরে ধনিষ্ঠা করণ কিন্তুঘ্ন দুপুর ঘ ০৬৫৭৫১ দং ১৯০ পর্যন্ত পরে বব রাত্রি ১২৪৫৪৫ দং ৪৬২১৫ পর্যন্ত পরে বালব যোগ বজ্র সকাল ঘ ১১৫৮১৪ দং ১৪৩২.৫ পর্যন্ত পরে সিদ্ধি অমৃতযোগ দিন ০৭০৪৩৭ থেকে-০৯৫৯০০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৫৯৪৬ থেকে - ০৮৩৪৩৫ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬২১০১ থেকে-৭০৪৩৭ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৩২৩ থেকে - ০১৩৬৫৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬০৭২২ থেকে-০৬৫৯৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২১৪১২ থেকে - ০৩৪৩৪৮ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৩৪৭৪৬ থেকে-০৪৩১২২ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৪৩৪৮ থেকে - ০৪৩৬১৩ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০২৬১৫ থেকে - ১১৪৮০০ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৪৮০০ থেকে - ০১০৯৪৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০১২৬১৫ থেকে - ০৩০৪৩০ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯৮১৬৪৪ (২১) ৪ পদ, চন্দ্র ৯২২৪১৬ (২২) ৪ পদ, মঙ্গল ১১৩৬২৭ (৪) ১ পদ, বুধ ৮১৩৩৪১ (১৯) ৪ পদ, বৃহস্পতি ১১১০৪৭৫৪ (২৬) ৩ পদ, শুক্র ১০০৩৬২৮ (২৩) ৩ পদ, শনি ৯২৭৩৩২৮ (২৩) ২ পদ, রাহু ০১৭৮৬০ (২) ২ পদ, কেতু ৬১৭৮৬০ (১৫) ৪ পদ।

আবহাওয়া

পূর্বাভাস মূলত আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ১৭.৪১ ও (৩) আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ এবং বৃষ্টিপাত নেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ৮ টা ৩৪ মিনিট। ভাটা বেলা ১ টা ৩৬ মিনিট এবং রাত ১ টা২২ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ২৮ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪৯মিনিট।

রাশিফল

১ মেষ রাশিঃ বহুদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সন্তানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জাতিকাদের আর্থিক উন্নতি সম্ভব।

২ বৃষ রাশি ঃ বড় ধরনের কোনও অঘটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ।

৩ মিথুন রাশি ঃ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়টি শুভ। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।

৪ কর্কট রাশি ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে।

৫ সিংহ রাশিঃ বেহিসাবি খরচের জেরে ঋণশোধের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

৬ কন্যা রাশি ঃ পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ।

৮ বৃশ্চিক রাশি ঃ সপ্তাহের শেষান্তে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তি

৯ ধনু রাশি ঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।

১০ মকর রাশি ঃ দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিনের কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে।

১১কুম্ভ ঃ প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

১২ মীন রাশি ঃ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সপ্তাহের শেষান্তে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করুন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তীকে সামনে রেখে নামখানায় অনুষ্ঠিত হল যোগ ও শিশু স্বাস্থ্য উৎসব

তাপস পাল, নামখানা, ২৩ জানয়ারি ঃ ভারতের বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৪ তম জন্ম জয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখে আজ নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো যোগ ও শিশু স্বাস্থ্য উৎসব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যোগ ওয়েলফেয়ার এন্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলের মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে.এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড যোগ সোসাইটির সম্পাদক দীপন সুন্দর দাস, ছিলেন রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর পাত্র, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যোগ ওয়েলফেয়ার এন্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা রঞ্জিত বালা, এছাড়া ছিলেন অশোক কুমার দাস, বিশ্বজিৎ সাহু, সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, বলাই চাঁদ সাঁতরা সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রায় ছয় শতাধিক পড়ুয়াদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ৮ টি মঞ্চে শিশুদের যোগ প্রাণায়াম প্রদর্শিত হয়। এই প্রসঙ্গে এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা রঞ্জিত বালা বলেন, আমাদের ১৫ তম বর্ষে এই যোগ ও শিশু স্বাস্থ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যাদের বয়স তিন থেকে পাঁচ বছর তারা এই যোগ প্রাণায়ামে অংশগ্রহণ করেছে। এই বয়সের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সুস্থ দেহ তৈরি করতে চাই।

রোগ হলে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। রোগ যাতে না হয়. সেই জন্য এখানে ছোট ছোট শিশুদের অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সুস্থতার আলোয় দাঁড় করাতে পারি। তিনি আরো বলেন, আমরা ওয়ার্ড যোগ সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। আমরা রোগ ভরা এই দুনিয়ায় বাস করছি। তাই আমাদের খাদ্য মরণব্যাধি তৈরি করে। খাদ্য আমাদের ক্যান্সার তৈরি করে। এই সব থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো যোগ ও প্রাণায়াম। আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিন নিয়ম করে যোগ ও প্রাণায়াম করা। এই যোগা উৎসবে নামখানা ব্লক শুধু নয় সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা থেকেও ছোট্ট ছোট্ট পড়ুয়ারা এসেছেন এই যোগ প্রদর্শনীতে তাদের যোগ প্রাণাযামের কারুকার্য উপস্থাপন করতে। এই প্রসঙ্গে নামখানা ব্লকের ১০৩ বছরের প্রবীণ ব্যক্তি ভুবন ওঝা বলেন, যোগ ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। আমি প্রতিনিয়ত নিয়ম করে যোগ ও প্রাণায়াম করি। এবং সকালে এবং বিকেলে দেড় কিলোমিটার করে প্রতিদিন হাঁটি।যোগা হল সব রোগের ওষুধ, সব রোগের মূল মন্ত্র। যার ফলে বহুকাল বছর আগে মানুষের শারীরিক কর্ম ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নিরোগ থেকেছেন। যার ফলে পৃথিবীতে তাঁদের স্থায়িত্ব ছিলেন বেশি দিন। এখন শুধু নয়, আগামী দিনে আমরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারবো না। আমাদের উচিত যোগ ব্যায়মের মাধ্যমে নিরোগ থাকা।

ইন্ডিয়া থাই চেম্বার অফ কমার্সের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ ইন্ডিয়া থাই চেম্বার অফ কমার্সের অলাভজনক মর্যাদা রয়েছে এবং এটি থাই ও ভারতীয় উভয় সরকারই স্বীকৃত। আইটিসিসি তার সদস্যদের পরামর্শ দেয় যখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা থাইল্যান্ডে ব্যবসা বা বাণিজ্য বিনিয়োগ করবে কিনা। এটি ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উদ্বেগকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অনুসারে, ভারতথাই চেম্বার অফ কমার্স কলকাতার হোটেলে থাইল্যান্ড বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্টের সহযোগিতায় থাইল্যান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ্যযুক্ত শিল্পে ভারতীয় উদ্যোগের জন্য ব্যবসার সুযোগ, থাইল্যান্ডে ব্যবসায়িক সুবিধা এবং সরকারী সহায়তা কর্মসূচি এবং প্রণোদনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষিত করা। সেখানে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। ইভেন্টের বিশিষ্ট অতিথিরা ছিলেন ভারতে থাইল্যান্ড বোর্ড অফ ইনভেস্টমেঃ ট অফিসের ডিরেক্টর ও কনসাল মিঃ নান্থাপোল সুদবানথাদ, পশ্চিমবঙ্গের ইন্দো থাই চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট রাজীব গোয়েঙ্কা এবং জিআইটিও-র মুখ্য সচিব জনাব রোহিত সুরানা। এবং এমসিসিআই এর কার্যনির্বাহী

সদস্য। তারা থাইল্যান্ডে ব্যবসা করার ফলে লোকেরা যে সুবিধাগুলি পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করে এবং তারপরে এক রাউন্ড প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়।অধিবেশন চলাকালীন মিঃ নান্থাপোল সুদবান্থাদ বলেন, কেন থাইল্যান্ড ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসারিত করার জন্য সঠিক গন্তব্য, ব্যবসার সুযোগ এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য ট্যাক্স এবং অট্যাক্স প্রণোদনা কী। তিনি বলেন, ভারত ও থাইল্যান্ড কেবল ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীই নয়, ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাদৃশ্যে সমৃদ্ধ। থাইল্যান্ড শুধুমাত্র একটি অবসর ছুটির গন্তব্য নয় বরং বিভিন্ন সেক্টরে প্রচুর ব্যবসার সুযোগ অফার করে। থাইল্যান্ড এশিয়ান বাজার এবং এর বাইরে অন্বেষণ করতে এবং পা রাখতে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানায়। এছাড়াও রাজীব গোয়েঙ্কা বলেছেন থাইল্যান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে ভারতথাই চেম্বার অফ কমার্স, পশ্চিমবঙ্গ অধ্যায় এটি প্রথম সেমিনার। এই চেম্বারের মূল উদ্দেশ্য হল দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্বেষণ ও প্রচার করা। থাইল্যান্ড তাদের আতিথেয়তা এবং পর্যটনের জন্য পরিচিত, এছাড়াও ইভেন্ট এবং বিবাহের জন্য জনপ্রিয় গন্তব্য। অনেক ভারতীয় কোম্পানি ইতিমধ্যেই থাইল্যান্ডে তাদের কারখানা ও অফিস স্থাপন করেছে এবং আরও অনেকে তা করার পরিকল্পনা করছে। সেমিনারটি সফল হয়েছিল কারণ অংশগ্রহণকারীদের বুঝতে সাহায্য করেছিল যে থাইল্যান্ডের আগ্রহের ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসাগুলি কী অফার করতে হবে এবং কেন এটি এই সেক্টরগুলিতে বৃদ্ধির জন্য অবস্থান করছে।

আরাবুলের বাড়ির অদূরে মিলল প্রচুর বোমা, ভাঙড়ে নতুন করে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২২ জানুয়ারি ঃ গত কয়েক দিন ধরেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। এই আবহে রবিবার সকালে ভাঙড়ের উত্তর গাজিপুর এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু বোমা। যেখান থেকে বোমা উদ্ধার করা হয়েছে তার কাছে বাড়ি তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের। রবিবার উত্তর গাজিপুর এলাকার চাষজমিতে ব্যাগের ভিতরে বেশ কয়েকটি বোমা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা খবর দেন পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই এলাকা ঘিরে ফেলে কাশীপুর থানার পুলিশ। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। ওই ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির মন্তব্য নিয়ে এবার মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ। সেই সঙ্গে এবার নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির নাম জড়ালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি। তাঁর দাবি, জেলাপরিষদে নিয়োগের নাম করে বহু লোকের থেকে টাকা নিয়েছেন অজিত মাইতি। গত কয়েকদিন ধরেই বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতির একটি ছবি ভাইরাল হয়। এরপরেই রাজ্য রাজনীতিতে ক্রমশ আলোড়ন পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে অজিত মাইতি বলেন,'' হিরণের মতো বহু মানুষ তৃণমূলে আসার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তিনি দলে যোগ দেবেন কিনা সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন''। রবিবার সকালে পশ্চিম

মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় চা চক্রে অংশ নেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখানে তারকা বিধায়কের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনের জল্পনার কথা উল্লেখ করে দিলীপের হুঁশিয়ারি, দেখুন তাঁর (অজিত মাইতি) বাড়িতে কে আসে। তার আগে হয়তো তিনিই (অজিত মাইতি) গায়েব হয়ে গেলেন। তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, জেলা পরিষদে চাকরি দেওয়ার নামে বহু লোকের থেকে টাকা নিয়েছেন অজিত মাইতি। তাঁর সাবধানবাণী, ও বড় বড় কথা যেন না বলে। সব তথ্য আমার কাছে আছে। একদিন বেরবে।

উত্তর পূর্ব রেল উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ

গোরখপুর, ২২ জানুয়ারীঃ যাত্রী সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায়, ২০২২ সালে, উত্তরপূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্মগুলিতে ৬৫টি ডিজিটাল ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে।যাত্রীদের সুবিধার জন্য ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গোরখপুর জংশন। ০৩, ডোমিনগড়, মতিগঞ্জ, ঝিলাহি, নেপালগঞ্জ রোড, ইতিয়াথোক, পাচপেদওয়া, গনিজাহওয়ান, গোন্ডা, মানকাপুর, নানপাড়া, সোহরতগড়, সিদ্ধার্থনগর, কাদিপুর এবং রাজওয়াড়ি স্টেশনে ০১-০১ ডিজিটাল ঘড়ি সহ মোট ১৭টি ডিজিটাল ঘড়ি ইনস্টল করা হয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে, কায়মগঞ্জ, কমলগঞ্জ, দরিয়াভগঞ্জ, রুদযন, কাম্পিলরোড, শামসাবাদ, জাসোদা, আরাউল মাকানপুর, মান্ধনা এবং কল্যাণপুর স্টেশনে ০১টি ডিজিটাল ঘড়ি সহ মোট ১০টি ডিজিটাল ঘড়ি ইনস্টল করা হযেছিল। একইভাবে, ২০২২ সালের অক্টোবরে, বরাজপুর, উত্তরপুরা, চৌবেপুর, খুদাগঞ্জ, সারনাথ এবং আইশবাগ স্টেশনে ০১-০১টি ডিজিটাল ঘড়ি সহ মোট ০৬টি ডিজিটাল ঘড়ি ইনস্টল করা হয়েছে।২০২২ সালের মে মাসে, প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনে ০২টি ডিজিটাল ঘড়ি সহ মোট ০৫টি ডিজিটাল ঘড়ি, মুহাম্মাদবাদ, রাসদা এবং সারাইমির স্টেশনে ০১-০১টি ডিজিটাল ঘড়ি ইনস্টল করা হয়েছে।২০২২ সালের এপ্রিল মাসে, মথুরা জংশনে ০৪টি ডিজিটাল ঘড়ি সহ মোট ০৮টি ডিজিটাল ঘড়ি ইনস্টল করা হয়েছে, ০২টি সোরনশুকার এবং হাতরাস সিটি স্টেশনে।২০২২ সালের মার্চ মাসে পুরানপুর, দুধিয়া খুর্দ, শেহরামাউ এবং শাহগড় স্টেশনে ০১টি ডিজিটাল ঘড়ি সহ মোট ০৪টি ডিজিটাল ঘড়ি ইনস্টল করা হয়েছে।

পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী শীতের আমেজও উধাও তিলোত্তমায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে তিলোত্তমায়, শনিবারের পর রবিবারও ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ। পারদ ঊর্ধ্বমুখী হতেই শীতের আমেজও প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে তিলোত্তমা থেকে। তবে, কলকাতায় সেভাবে শীত মালুম না হলেও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এখনও রয়েছে শীতের পরশ। গ্রাম বাংলার মানুষ উপভোগ করছেন ঠান্ডা। সামান্য বাড়ার পর রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদিন সকালেও শীত মালুম হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত বাড়বে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রার পারদ। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার হেরফের হতে পারে।

নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে চলবে অতিরিক্ত মেট্রো,সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃনেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে মেট্রো রেল অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার, ২৩ জানুয়ারি নর্থ সাউথ করিডরে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর এর মধ্যে আপ এবং ডাউনে মোট ২৩৪টি এবং ইস্ট ওয়েস্ট করিডরে শিয়ালদহ ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এর মধ্যে মোট ৯০টি ট্রেন চলবে বলে মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে। ওই দিন কবি সুভাষ থেকে সকাল ৬.৫০ মিনিটে প্রথম এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে রাত ৯.২৮ মিনিটে শেষ ট্রেন ছাড়বে। অন্যদিকে, ইস্ট ওয়েস্ট করিডরে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে প্রথম এবং রাত ৯.৪০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শেষ ট্রেন ছাড়বে বলে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

উলুবেড়িয়ায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু দুষ্কৃতীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক দুষ্কৃতীর। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার ১ নং ব্লকের হাটগাছা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাইপুর পশ্চিম পাড়ায়। মৃত দুষ্কৃতীর পরিচয় জানা যায়নি। সেই ঘটনায় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ জনকে আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে গদাইপুর পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা শেখ মোরসেলিমের বাড়িতে চুরির জন্য হানা দেয় তিন দুষ্কৃতী। বাড়ির লোকেরা চিৎকার করলে দুই দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ে যায়। তাকে বেঁধে গণপিটুনি দেওয়া হয়। যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই দুষ্কৃতীর। পরে খবর পেয়ে রবিবার সকালে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সরস্বতী পূজা নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ আর মাত্র কয়েকদিন পরেই সরস্বতী পুজো। কিন্তু এবার সরস্বতী পুজোর দাবি তুলে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। রবিবার ছুটির সকালে উত্তপ্ত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। অভিযোগ উঠেছে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে প্রথমবার সরস্বতী পুজো। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরস্বতী পুজো করতে চেয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দিয়েছিল তারা। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। যা দেখে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনকে সুবিধা করে দিতে ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুজোর অনুমতি দিচ্ছে না। এই ঘটনায় চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। সরস্বতী পুজো করতে চেয়ে জোর কদমে রবিবার বিক্ষোভ চলছে এলাকায়।

বাসন্তীতে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ২২ জানুয়ারি ঃ বাসন্তীতে তৃণমূলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের। রবিবার দলীয় সভার কাজে যাওয়ার সময় বাসন্তীর কলতলাতে তাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মন্ডল রবিবার সভার ডাক দিয়েছেন বাসন্তীতে, সেই সভায় তৃণমূলের বেশ কিছু শাখা সংগঠনকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। বিশেষ করে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরকে এই সভায় ডাকা হয়নি আর সেই কারণে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীসহ অন্যান্য শাখা সংগঠনের কর্মীরা মন্ত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিয়ে কোনমতে মন্ত্রীর গাড়িকে সেখান থেকে বের করে দেন। প্রায় মিনিট দশেক মন্ত্রীকে আটকে থাকতে হয় রাস্তায়, কর্মীদের বিক্ষোভের জেরে। এরপর তিনি সভাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা বাসন্তীর দিকে।

বিধানসভাকে লক্ষ্য রেখে বাইক মিছিল

আমবাসা,(ত্রিপুরা), ২২ জানুয়ারি ঃ শান্তি, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ২০২৩ এ ক্ষমতা দখল নিশ্চিত করতে কমলপুর মহকুমা জুড়ে বাইক মিছিল সম্পন্ন হল রবিবার। বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে বামপন্থীদের এই বাইক মিছিল। এদিন সিপিএম কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৪৫ কমলপুর, ৪৬ সুরমা এবং ৪৭ আমবাসা বিধানসভার অংশ নিয়ে সকাল ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মহকুমা জুড়ে বাইক মিছিল করে বামপন্থী ছাত্র যুবরা । এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সিপিএম কমলপুর মহকুমা সম্পাদক অঞ্জন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে অঞ্জনবাবু বলেন, আজকের মিছিলে বর্তমান সরকারের দুঃশাসনের চিত্র পুরো পরিস্কার হয়েছে বেহাল সড়কগুলোর মধ্য দিয়ে।

জাপান শিতো-রিও কোশিকাই ক্যারাটের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২২ জানুয়ারি ঃ বাজারপাড়া বুলেট ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হলো জাপান শিতো-রিও কোশিকাই ক্যারাটের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বাজারপাড়া বুলেট ক্লাবের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় স্তরে চারটি স্বর্ণপদক, দুটি রৌপ পদক ও একটিক ব্রোজ পদক জয় লাভ করে। এই প্রতিযোগিতা দিল্লিতে ১১ই ডিসেম্বর ২০২২ এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং রাজ্য স্তরে কাতা ও কুমিতে মিলিয়ে এই দুটো ইভেন্টে মোট ৫৩টা স্বর্ণপদক, ৪২ টা রৌপ পদক ও ৫৮ টা ব্রোঞ্জ পদক জয় লাভ করে।
সবথেকে আকর্ষণীয় খবর হলো ভারতবর্ষে এই প্রথম কোশিকায় ক্যারাটে স্টাইল থেকে ৫৬ বছর বয়সের ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী শ্রী তাপস বসু মল্লিক ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন। এছাড়া ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন ও রিম্পা খাতুন। ২০২১ সালের এই ক্লাবের ক্যারাটে থেকে কন্যাশ্রী প্রাপক অহনা ভট্টাচারিয়া । প্রশিক্ষক শিয়ান জানে আলম খান জানালেন ,তাপস বাবুর ধৈর্য ও আদম্য ইচ্ছা উনাকে ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করতে সাহায্য করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজারপাড়া বুলেট ক্লাবের সভাপতি শেখ আনারুল হক, সহসভাপতি শেখ ফিরোজ আলী, সম্পাদক- শেখ শাহাবুদ্দিন, ক্রীড়া সম্পাদক শেখ সাইফুদ্দিন,সেখ ফারুক আলী,সেখ রেজাবুল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিহান ঝুমা দাস, সেনসি সুকন্যা দাস,সেনসি সৌমি কযাল, সেনসাই মুরসালিম আলী মোল্লা ও প্রশিক্ষক শিয়ান জানে আলম খান ।।

বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

দুন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে হাওড়ায় প্রয়াত চিত্রকর নিখিলেশ দাসের স্মরণে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রয়াত বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নিখিলেশ দাসের স্মরণে রবিবার সকালে শিশু কিশোরদের নিয়ে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। হাওড়ার ব্যারাক অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রাঙ্গনের মাঠে ওই প্রতিযোগিতায় প্রায় দুই শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয় বলে জানা গেছে। ডিওয়াইএফআই এর পক্ষ থেকে যুব নেতা সোমনাথ গৌতম বলেন, প্রয়াত বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী নিখিলেশ দাসের স্মরণে রবিবার সকালে হাওড়ার ব্যারাক অ্যাথেলেটিক ক্লাব সংঘ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় শিশু কিশোরদের আঁকার আসর। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পশ্চিম হাওড়া আঞ্চলিক কমিটির ২৩ নম্বর ইউনিট ও নিখিলেশ দাসের অনুরাগীবৃন্দের উদ্যোগে এদিন এই আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের সহযোগিতায় ছিল ২৩ নম্বর ওয়ার্ড রেড ভলান্টিয়ার্স।

'টাকা খুঁজে বের করতে পারছেন না, তাই এসব বলছেন', অজিত মাইতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির নাম জড়িয়ে রবিবারই বিস্ফোরক দাবি করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের । তাঁর দাবি, জেলাপরিষদে নিয়োগের নাম করে বহু লোকের থেকে টাকা নিয়েছেন অজিত মাইতি। পালটা জবাব দিলেন তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি । তিনি বলেন, আমাদের টাকা খুঁজে বের করতে পারছেন না। তাই এসব বলছেন। রবিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় চা চক্রে অংশ নেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি করে দিলীপ বলেন, জেলা পরিষদে চাকরি দেওয়ার নামে বহু লোকের থেকে টাকা নিয়েছেন অজিত মাইতি। তাঁর সাবধানবাণী, ও বড় বড় কথা যেন না বলে। সব তথ্য আমার কাছে আছে। একদিন বেরবে। দিলীপ ঘোষের বিস্ফোরক অভিযোগে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি। পালটা বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, আমাদের টাকা খুঁজে বের করতে পারছেন না। তাই এসব বলছেন। এখানে সবাই জানে দিলীপ ঘোষ পাগলের প্রলাপ বলছেন। দিলীপ ঘোষ কোনও নিয়ম জানেন না। কোনওরকমে সাংসদ হয়ে গিয়েছেন। জেলা পরিষদে চাকরি দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই। যার নাম একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। সে আবার এত কথা বলছে? আমি বিজেপির মতো নই। তাই বলব না, সিআইডি দিয়ে ধরে নেবো। সাধারণ মানুষ জবাব দেবে।

আয়ুষ ভিসা প্রচার মূলত ভারতীয় পর্যটন প্রচারের উপায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ আয়ুষ ভিসা প্রচার মূলত ভারতীয়. পর্যটন প্রচারের একটি অতিরিক্ত উপায়.বলেছেন ডঃ রায়।ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের সহযোগিতায়. ট্রাভেল ইন্ডিয়া.২০২৩, ভ্রমণ এবং পর্যটন বিষয়ক দুই দিনের সম্মেলন আয়োজন করেছে।সেমিনারে, ডঃ সুদীপ্ত নারায়ণ রায, চেয়ারম্যান, জাতীয়. আয়ুষ টাস্ক ফোর্স, অ্যাসোচেম আয়ুষ পর্যটন নিয়ে. বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আয়ুশ ওয়েলনেসের বাজার ২০২৫ সালের মধ্যে ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।এই মুহূর্তে, ভারত সরকার হিল ইন ইন্ডিয়া. থিম নিয়ে.দেশে আয়ুষ চিকিৎসা পর্যটনকে এগিয়ে. নেওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং আয়ুষ ভিসা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।ভারতে আয়ুর্বেদের স্বতন্ত্রতা আমাদের সুস্থতার পর্যটন বাজারের নেতৃত্ব দেওয়ার একটি ন্যায্য সুযোগ দেয, যা সারা বিশ্ব থেকে বয়স্ক এবং স্বাস্থ্যসমর্থক জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করছে। সরকার স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা এবং কলেজগুলির এনএবিএইচ সার্টিফিকেশন সহ এই ক্ষেত্রে অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা অত্যন্ত মূল্যবান আত্মবিশ্বাস যোগ করে। আয়ুষ ভিসা চালু করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা রোগীদের তাদের আয়ুষ থেরাপির জন্য দ্রুত এবং দীর্ঘ ভিসা পেতে সক্ষম করবে।আয়ুষ ভিসার মূল উদ্দেশ্য হল সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এই থেরাপিগুলি পেতে সহজ করা এবং অপ্রচলিত চিকিৎসা এবং নিরাময. পদ্ধতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা ফলস্বরূপ, ভারতের চিকিৎসা পর্যটন খাতের একটি প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যত রযেছে।অন্য কোণ থেকে, এই ভিসা প্রচার মূলত ভারতীয়.পর্যটন প্রচারের একটি অতিরিক্ত উপায়। ভারত ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে আসা দর্শনার্থীদের জন্য একটি ভাল পছন্দের অবকাশ যাপনের স্থান, এবং চিকিৎসা পর্যটন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়ুষ ভিসার মাধ্যমে এই চাহিদা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে, একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতির উন্নযনে সহাযতা করবে।এই প্রোগ্রামগুলির একত্রিত ফলাফল হিসাবে চিকিৎসা পর্যটন ব্যবসার বৃদ্ধি ২০২৬ সালের মধ্যে ১৩ বিলিযন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডাঃ রায.বলেন, আমাদের যা দরকার তা হল চিকিৎসা মূল্যের ভ্রমণের জন্য ভারতকে শীর্ষ গন্তব্যে পরিণত করার জন্য প্রযোজনীয. পরিকাঠামোর মৌলিক উন্নযনের দিকে মনোনিবেশ করা, আয়ুশ এবং সমসাময়িক ওষুধের অনুশীলনকারীদের মসৃণ ও সম্মানজনক সহযোগিতা, এবং আমরা যেটা করতে পারি তার সর্বোত্তম পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। অফার।

মেট্রোর মহিলা খেলোয়াড়রা জাতীয় র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী হয়েছেন

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ের মহিলা টেবিল টেনিস খেলোযাড়রা ১৫ থেকে ২০ জানুযারী ২০২৩ পর্যন্ত গুজরাটের ভাদোদরায. অনুষ্ঠিত জাতীয.র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস চ্যাম্পিযনশিপ, ২০২২-এ ১ম এবং ৩য. স্থান অর্জন করেছে।রেলওযে.স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের (আরএসপিবি) প্রতিনিধিত্বকারী শ্রীমতি মৌমিতা দত্ত ফাইনালে পেট্রোলিযাম স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের (পিএসপিবি) মিসেস অর্চনা কামাথকে পরাজিত করে ব্যক্তিগত ইভেঃ ট ১ম স্থান অর্জন করেন। এই চ্যাম্পিযনশিপের স্বতন্ত্র ইভেঃটে শ্রীমতি পৈমন্তী বৈশ্য তৃতীয.স্থান অর্জন করেন। মৌমিতা দত্ত এবং পযমন্তী বৈশ্য দুজনেই মেট্রো রেলের কর্মী। ফাইনালে মৌমিতা দত্ত প্রাক্তন জাতীয.চ্যাম্পিযন অর্চনা কামাথকে ১১-০৮,১০-১২,১১-৮,১১-৭,১১-৬এ পরাজিত করেন।বিভিন্ন রাজ্য এবং ক্রীড়া প্রচার বোর্ডের খেলোযাড়রা এই চ্যাম্পিযনশিপে অংশ নিযেছিল।শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওযে.এই কৃতিত্বের জন্য সুশ্রী মৌমিতা দত্ত এবং সুশ্রী পৈমন্তী বৈশ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১২৫ বছর সম্পূর্ণ করল শিলচর কোচিং মেন্টানেন্স ডিপো

মালিগাঁও, ২২ জানুয়ারি ঃ ১৮৯৮ সালে শুরু হওয়া শিলচর কোচিং মেন্টানেন্স ডিপো ১২৫ বছর সম্পূর্ণ করল। এই ডিপোটি ব্রিটিশের যুগে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ট্রেনের পরিষেবা আরম্ভ হওয়ার সাথে সংযুক্ত। কারণ অসম বেঙ্গল রেলওয়ে রুট যা ভারত বিভাজনের পূর্বে সিলেট জেলা থেকে তখনকার কাছার জেলার করিমগঞ্জ হয়ে বদরপুর পৌঁছেছিল এবং ১৮৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর গাড়ি চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের ইতিহাসে সত্যিকারের মাইলস্টোন। এটিই প্রথম ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি অংশের প্রত্যক্ষ রেল সংযোগ হয়ে উঠেছিল। পরে এই রুটটি হাফলং হয়ে লামডিং পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়, যা বদরপুর লামডিং হিল সেকশন হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলে কোচিং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার জন্য একটি কোচিং ডিপো স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮৯৮ সালে স্থাপিত এই কোচিং ডিপোটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম কোচিং ডিপো। সুতরাং, ১৮৯৮ সাল থেকে শিলচরের কোচিং ডিপোটি দেশ বিভাজনের পূর্বে ও পরে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাথমিকভাবে এটি মিটার গজ কোচিং ডিপো হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। পরে ২০১৫ সালে এটিকে ব্রড গজ কোচিং ডিপোতে রূপান্তর করা হয়। অসম বেঙ্গল রেলওয়ের অধীনে নির্মাণ হওয়া এই ডিপোটি ভারতের অন্যতম পুরোনো একটি কোচিং মেন্টানেন্স ডিপো। বর্তমানে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত তিনটি কোচিং মেন্টানেন্স ডিপোর মধ্যে এই ডিপোটি একটি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫৪ সংখ্যা, সোমবার, ৮ মাঘ, ১৪২৯

কারাবন্দি বিপ্লবী নেতাজি

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে নেতাজি বন্দি হয়ে ছিলেন। আজকে যেটা বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল সেটাই ছিল বহরমপুর সেন্ট্রাল কারাগার। আজও সেখানে নেতাজি এবং নজরুলের কারাগার কক্ষ দুটি অযত্নে পড়ে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মহাফেজখানায় বহু তথ্য আজও বর্তমান রয়েছে। সেগুলো প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়নি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই চায়ের দোকানে গোপন আড্ডা বসতো। ফেবারিট কেবিনের চায়ের দোকান। প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল, বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত এই চায়ের দোকানে বসে সাহিত্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আলোচনা চলতো। নতুন চন্দ্র বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র মৃদুল বড়ুয়া বলেছেন, যিনি ১৯১৪ সালে চা ঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নূতন বড়ুয়া এবং তাঁর বড় ভাই স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের দিকে ঘরে বিপ্লবীরা সবা করতেন। বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোনচা করতেন নজরুল মুজফফর আহমেদকে ভিতরের ঘরে বসে কথা বলতে। নূতন বড়ুয়া পুলিশ আসছে কিনা তার ওপরে নজর রাখতেন। সতর্ক বার্তা দিলে বিপ্লবীরা পিছনর দরজা দিয়ে প্রস্তান করতো। এখানে মাঝে মধ্যে নজরুল চা খেতে খেতে গান গেয়ে শোনাতেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে। তখন তিনি নেতাজী হননি। সুভাষ বোস নামেই খ্যাতি ছিল। স্বাধীন হিন্দু হোটেলেও নেতাজি এবং নজরুলকে মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত। নেতাজি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে এখানে মাঝে মধ্যে ফেতে আসতেন। তখন এটি নিহউদ হোটেল নামেই পরিচিত ছিল। কাজী নজরুল ইসলামে প্রেম দোহ আর বিপ্লবের কবি। দেশপ্রেম ও সৃষ্টি সাহিত্যেকর্মের কারণে নজরুলের জীব্বদশায় পেয়ে গেছেন বহু সম্মান, যার একটি বাংলাদেশের জাতীয় কবির সম্মান। দুখু মিয়ার বিপ্লবী চেতনায় ছুঁয়ে যায় বিপ্লবী নেতাজির সুভাষ চন্দ্র বোসকেও, তার তাই কবি নজরুলের জাতীয় কবি হবার বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন নেতাজি। বিশিষজ নজরুল গবেষক মহম্দ আব্দুল হান্নানের এক বক্তৃতায় এই সব কথা বলা হয়েছ। মহম্মদ আব্দুল হান্নান বছেন, ‘ ১৯২৯ সালে কলকাতার আলবার্ট হলে নজরুলের যখন ২৯ বছর বয়স সে সময়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বলেছেলেন, আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি কিন্তু দুর্গম কান্তার মেরুর মতো কোনও গান আমি খুঁজে পাইনি। এবং তিনি ঘোষণা দেন, সেদিন দেশ স্বাধীন হবে, ভারতবর্ষ সেদিন স্বাধীন হবে, বাঙালির জাতীয় কবি হবেন কাজীন নজরুল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেই বাংলাদেশ সফরে শ্রীমতি গান্ধিকে অনুরোধ করে নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন শেখ মুজুবির রহামান। তাকে ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে। ১৯২৯ সালের নেতাজির সুভাষ চন্দ্র বোসের কথা স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হলো শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলার বিদ্রোহী-আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন- ঐতিহাসিক- সত্তার রূপকার। বাঙলার শেষ রাতের ঘনান্ধকারে নিশিথ-নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিপ্লবের রক্ত-লীলার মধ্যে বাঙলার তরুণরা শুনেছে রুদ্র-বিধাতার অট্টহাসি, কাল ভৈরবের ভয়াল-গর্জন-নজরুলের জীবনে, কাব্যে, সঙ্গীতে ও তাঁর কন্ঠে। প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো, লেলিহান অগ্নিশিখার মতো, পরাধীন জাতির তিমির ঘন-অন্ধকারের বিশ্ববিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্দ্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরায় ধূলায়।’ বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক এবং আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার কিংবদন্তি নায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে ভালোবাসার মাশুল দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। তিনি আরও বলেন, নেতাজির সঙ্গে নজরুলের গভীর আদর্শগত ভালোবাসা ছিল সেটা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নে তাজি এবং নজরুল দুইজনেই ছিলেন স্বাধীন ভারতের সৈনিক। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুও ছিলেন আজীবন সৈনিক। নেতাজি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন নজরুলও সেই পথকে বেশি করে পচ্ছন্দ করতেন। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুও তাঁদের পথকেই অনুসরণ করেছিলেন। নেতাজির অনুরোধে ‘‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’’ কবিতাটি লিখেছিলেন নজরুল। নেতাজি এবং নজরুলের আন্তরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি এবং নেতাজি গবেষক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, নজরুল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী থাকলেও তিনি ছিলেন একেবারে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদ কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী। এখানে নজরুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধু মুজফরের চিন্তার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নজরুলের প্রতিটি গান এবং কবিতার স্বদেশিয়ানা ফুটে উঠেছে। কিন্তু মুজফফর আহমেদ রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল সামাব্যদে বিশ্বাসী থাকলেও তাঁর কবিতা কমিউনিস্ট চিন্তাকে অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের দর্শন বেশি করে প্রকটিত হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নজরুলের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নজরুলের ‘চল চল উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল’ সেনাদের মার্চিং সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া ‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’ গানটিও আদাজ হিন্দ ফৌজের অন্যতম ব্যাণ্ড সঙ্গীত ছিল। নজরুলর আরও বেশ কয়েকটি গান আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্যাণ্ড সঙ্গীত ছিল। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস জেলে থাকার সময়ে তিনি স্বদেশি কয়েদিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাণ্ডারি হুঁশিয়ার গানটি গাইতেন। বর্মার মন্দালয়ে জেলে থাকার সময়ে সেখানে জেলের বন্দিদের নিয়ে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেই দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন ধরে স্বদেশি গানের আসর বসত কারাগারের মধ্যে। সেখানেও নজরুলের স্বদেশি গান গাওয়া হতো। নজরুলের সাহস নেতাজিকে মুক্ত করেছিল। নেতাজির প্রতি এম এন রায়ের আকর্ষন ছিল। মুজফফর আহমেদ বেশ কয়েকবার নেতাজির সঙ্গে দেখা করেছেন এম এন রায়ের চিঠি নিয়ে। রাশিয়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এম এন রায় নেতাজিকে। কিন্তু নেতাজি মুজফফর আহমেদকে বলেছিলেন এমন এন রায় স্বয়ং তাকে এ ব্যাপারে চিঠি কেন দিচ্ছেন না। রাশিয়ার বিপ্লব আন্দোলন আর ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নয়। দুই আন্দোলনের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের কালী মন্দির বন্ধ থাকলেও কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় হতে শুরু করে দিয়েছে। সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থান হচ্ছে তারাপীঠ। বামাক্ষ্যাপা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে।

নেতাজি সংগ্রহশালা কলকাতা পুলিশ মিউজিয়াম ও পুরসভাতে

তিনি জীবিত না মৃত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে

রবীন্দ্রকুমার শীল্

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সব মিলিয়ে ১৬৪টি নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ করেছে তা রয়েছে কলকাতার মানিকতলা পুলিশ মিউজিয়ামে। তবে এই ফাইলের মধ্যে নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে কোনও আলোচনা বা তথ্য নেই। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ১৯০৮সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রদর্শনীর সব ফাইল আলিপুর মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়ার। নেতাজির পরিবারের ওপরে পুলিশের নজরদারি তথ্যও রয়েছে এই সব ফাইলের মধ্যে। স্বাধীন ভারতেও নেতাজির ভাইপো অমিয় নাথ বসুর চিঠি খুলে পড়া হতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। অমিয় নাথ বসুর ওপরে নজরদারি সংক্রান্ত তিনটি ফাইল গোপন ফাইল রয়েছে এই মিউজিয়ামে। ১৯৪১ সালে নেতাজি অন্তর্ধান হলে ব্রিটিশ সরকার তা কিছুতেই মানতে পারেনি। ১৯২২ সালের একটি ফাইল রয়েছে। ফাইলে ১২ হাজার ৭৪৪ পাতা রয়েছে। ফাইলের বহু স্থানে ছেঁড়া-ফাটা রয়েছে। তবে নথিগুলি ডিজিটাল করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১০০টি গোপন ফাইল প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিল। সেই ফাইল থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে নেতাজির কন্যা অনিতাকে জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে বছরে ছয় হাজার টাকা পেনশন দিতে শুরু করে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৬৫ সালে অনিতার বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। কেন্দ্র রাজ্য মিলিয়ে ১৬৪টি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছিল। তার মধ্যে নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে কোনও কথার উল্লেখ নেই। ১৯৪০ সালে ৩ জুলাই রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে সত্যাগ্রহ করার আগে ২ জুলাই ঢাকা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নেতাজিকে গ্রেফতার করা হয় তখন চিরতরে ভারত থেকে চলে যাওয়ার কোনও তথ্য পুলিশের কাছে থাকবে না সেটা কিন্তু কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে খনাতল্লাসি এবং জিজ্ঞাসাবাদের রিপোর্ট পড়ে রয়েছে গোপন ফাইলে। কিন্তু অন্তর্ধান রহস্য তার থেকে উন্মোচিত হয়নি। দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিষয়ক সংগ্রহশালা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানি কলকাতা পুরসভা থেকে শুরু করে উড়িশার কটক (জন্মস্থান), দিল্লিতে অবস্থিত মিউজিয়াম এবং মণিপুরেও নেতাজির আইএনএ সংগ্রহশালা রয়েছে। সারা দেশ

জুড়ে নেতাজির জন্ম ১২৫ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। নেতাজি সম্পর্কে গবেষণা এখনও শেষ হয়নি। তাঁর শেষ জীবন রহস্যে ঘেরা। তিনি জীবিত না মৃত তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। দেশনায়ক নেতাজি যেসব স্থানে ছিলেন সেই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা গড়ে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল কলকাতা পুরসভার সুভাষ বোসের মেয়র চেয়ার। তিনি ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার মেয়র হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি যে চেয়ারটিতে বসে পুরসভার কাজকর্ম দেখভাল করতেন তা সযত্নে রাখা রয়েছে। এর আগে তিনি কলকাতা করপোরেশনের সিইও ছিলেন। তিনি কলকাতার মেয়র পদে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই পুরসভার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন- ‘‘কেরানী হোন বা অফিসার হোন আপনারা জনগণের সেবক। যতক্ষণ আপনারা আত্মমর্যাদা নিয়ে কাজ করবেন ততক্ষণ আপনাদের গর্ব। প্রত্যেক কর্মচারীর উচিৎ জনগণের সেবক হিসাবে আদর্শ আচার ব্যবহার করা। আপনারা জানেন, অনেকগুলি বিভাগ আছে- যেখানে কর্মচারীরাজনগণের সেবকের মত আচরণ করেন না। তারা জনগণের প্রভুর মত আচরণ করেন, সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সেইজন্য পুরসভার মত জায়গায় আপনাদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে তা জনগণের সেবক হিসাবে আদর্শ হয়ে ওঠে। বিভিন্নভাবে আপনাদের সঙ্গে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের পরিচয় হয়, আপনারা তাঁদের সঙ্গে ভদ্র ও আত্মমর্যাদাস্পন্ন মানুষের মত ব্যবহার করুন’’ (৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রদত্ত ভাষণের অংশ)। এই বিশেষ বক্তৃতাটি শ্বেত পাথরে খোদাই করে কলকাতা পুরসভার প্রবেশ দ্বারে সমস্ত দর্শকদের জন্য উৎকীর্ণ করা আছে। তিনি নিজেকে একজন দেশ সেবক হিসাবে মনে করতেন। সারা জীবন সেই আদর্শের পথ ধরে জীবনকে অতিবাহিত করেছেন। এই কলকাতা পুরসভার থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি বলা যেতে পারে। কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু। মণিপুরে আইএনএ মিউজিয়াম আছে। নেতাজিকে বিশদে জানতে গেলে এই সব সংগ্রহশালাকে পরিদর্শন করা অবশ্যই উচিত। নাহলে নেতাজির কর্মদক্ষতা এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অজানা থেকে যাবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আজাদ বাহিনীর অধিকাংশ নথিকে নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে ব্রিটিশ শাসকেরা। তারা নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোনও চিহ্নকে অটুট রাখতে দেয়নি। তারা মনে করতো আইএনএ ফৌজ ব্রিটিশ শক্তিকে এশিয়া থেকে বিতারিত করার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই কারণে আইএনএ’র কোনও চিহ্নকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। ব্রিটিশদের চোখে যুদ্ধাপরাধী নেতাজির বিষয়ক প্রদর্শন করাও অপরাধ ছিল।

মণিপুরে নেতাজির আইএনএ ফৌজ জাদুঘর

আইএনএ ফৌজ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য সম্পর্কে জানতে পারা যায় যদি কেউ মণিপুরে মইরাং বিষ্ণুপুর জেলায় স্থাপিত আইএনএ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনী কতখানি প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। এই মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। যুজাদুঘর নামে পরিচিত। সেখানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দুর্লভ ছবি, আইএনএ মানচিত্র, চিহ্ন, কারেন্সি নোট, নেতাজির চিঠি, আইএনএ ব্যাজ এবং জাপানি তাবিজ সংরক্ষিত রয়েছে। এক হাজারটির বেশি ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় সম্পর্কিত নথি দেখতে পাওয়া যায়। মইরাং মাটিতেই প্রথম নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই স্থানে আইএনএ জাদুঘর বা আইএনএ শহিদ স্মৃতি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়। এটি স্থাপিত করে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল। আইএনএ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি থেকে শুরু করে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্ব এবং ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শন করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে অস্ত্র, বেয়নেট, হেলমেট সহ বিভিন্ন বস্তু। যারা এখনও এই স্থানটি পরিদর্শন করেননি তাঁদের উচিত হচ্ছে এই স্থানটি দেখা। জাপানি সাম্রাজ্যের পতন এবং আইএনএ বিলুপ্তির সাথে বোস কোষাগারে ১৯৪৫ সালে আনুমানিক ৮০ কেজি সোনা এবং এক কোটি রুপি একটি বাক্সে প্যাক করে তিনি ভিয়েতনামের সায়গন থেকে মাঞ্চুরিয়াতে উড়ে গিয়েছিলেন একটি বিমানে করে। ৯ অক্টোবর ১৯৭৮ এ, জনপথের জাতীয় জাদুঘরে একদল সরকারি আধিকারিক ভারতীয় ইতিহাস থেকে একটি টাইম ক্যাপসুল খোলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দেখেছিলেন যে জাদুঘরের আধিকারিকেরা এমইএ-এর একটি সিল করা ক্যানভাস ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ খুলেছেন। ভেতরে একটি স্টিলের অ্যাটাচি কেস খুলে সেখান থেকে ১৪টি পাকেজ বের করে। এর ভিতরে সোনার গহনা ছিল যা মহিলারা পরে থাকে। কানের দুল, নাকের স্ট্যাড, সোনার তার, নেকলেসসহ আরও সোনাদানা ছিল। এগুলি আইএনএ কোষাগারের গহনা। ১৯৫২ সালে জাপান থেকে ভারতে এসেছিল এই গহনাগুলি। ইতিহাসবিদ হগ টয় বলেছেন, নেতাজি চেয়েছিলেন জাপানের আর্থিক সহায়তার ওপরে না দাঁড়িয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে আজাদ হিন্দ সরকার চলবে। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বহু ব্যক্তিরা আর্থিক সহায়তা এবং মহিলারা তাদের শরীরের গহনা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিল। ভারতীয় মহিলাদের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক সহায়তা এবং গায়ের গহনা দান করেছিল। ১৯৪৪ সালে ২১ আগস্ট আইএনএ তহবিল তৈরি করার জন্য একটি সভা ডাকা হয়। সংবাদপত্র মারফৎ খবর পেয়ে একজন ধনী মহিলা হীরাবেন বেতানি তেরোটি সোনার নেকলেস দিয়েছিলেন যার মূল্য ছিল ১.৫ কোটি টাকা। জাপান আত্মসমর্পন করলে আইএনএ এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছেদ হয়। তখন নেতাজি ৮০ কেজি সোনার গহনা যার মূল্য এক কোটি টাকার ওপরে তা নিয়ে সায়গন থেকে বিমানে উঠে মাঞ্চুরিয়ার দিকে রওনা হয়েছিলেন। শানওয়াজ কমিটি বলেছিল এই সব গহনা ছিল আইএনএ কোষাগারে সম্পদ। ১৯৫৩ সালে ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তা দেখেছিলেন। যদিও এই পোড়া গহনা নিয়ে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার কথাকে ব্যক্ত করা হয়। তবুও বলা যেতে পারে যে এগুলি ভারতীয় জনগণের দেখা উচিত। কারণ কীভাবে আইএনএ সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারকে সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহিলারা আত্মত্যাগ স্বীকার করেছিল এগুলি হচ্ছে তার উজ্জ্বল নিদর্শন। নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু আইএনএ মহিলাদের সোনাগুলি সবার দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এর মধ্যে একটি দেশ নেতাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে রয়েছে বেশ কিছু মামলার নথি। সেই সব নথি থেকে নেতাজি সুভাষ বোসের মামলা সম্পর্কে এবং পুলিশ রিপোর্ট সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। নেতাজিকে নিয়ে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। নেতাজি সম্পর্কে আর বেশি জানার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। দিল্লিতে লালকেল্লায় নেতাজির আইএনএ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির বিচার মামলা শুরু হয়েছিল। নেতাজির ১২৩ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হয়। আইএনএ সেনাদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল শুরু হয়েছিল ৫ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে। এই কোর্ট মার্শাল চলেছিল ৩ জানুয়ারি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। চারটি ব্যারাক নিয়ে তৈরি করা হয়েছে মিউজিয়াম। আইএনএ সেনাদের উদ্দেশ্যে এই মিউজিয়ামটি তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, জালিয়ানওয়ালা বাগ নিয়ে সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনাতে আরও বেশি জাগরিত করে এগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বহু স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে সংগ্রহশালা নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতার আলিপুর মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। সেখানে নেতাজি যে ঘরে বন্দি অবস্থায় থেকে ছিলেন সেখানে একটি সেল চিহ্নিত করে নামকরণ করা হয়েছে নেতাজি কক্ষ। আলিপুর জেলখানায় নেতাজি বন্দি হয়েছিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। আইন অমান্য আন্দোলন করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৩০ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন। আলিপুর জেলে তাঁর সঙ্গে বন্দি হয়েছিলেন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সি, কিরণ শঙ্কর রায় এবং অন্যান্যরা। সেই সময়ে সুপারিটেন্ডেন্ট ছিলেন মেজর সোম দত্ত। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং সেনাকর্তা। সেই সময়ে তিনি কারাবন্দিদের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছিলেন জেলের ভিতরে। সুভাষ বোস তখন সেই মারে একেবারে অচৈতন্য হয়ে যান। প্রায় এক ঘন্টা ধরে সুভাষ বোস জ্ঞানহারা ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই নির্মম কাণ্ডের জন্য কোনও রকম তদন্ত কমিটি তৈরি করেনি। পুরিতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের পিতা জানকীনাথ বোস একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। সেই বাড়িতে নেতাজি বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। সেই বাড়িটিকে এখন নেতাজি সংগ্রহশালা হিসাবে নির্মাণ করেছে উড়িশা সরকার। বাড়িটি সারদা দেবী রোডে অবস্থিত। পুরীতে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ বেড়াতে যান। তাদের উচিত হচ্ছে এই বাড়িটিকে একবার দর্শন করা।

স্পষ্ট নয়, কোথায় নেতাজি! প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে

কৌশিক দাস

১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট তাইপেইতে একটি বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাজি নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর থেকেই নেতাজির মৃত্যু ও নিখোঁজ নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে। এই ঘটনায় তিনটি তদন্ত কমিশন বসেছিল, যার মধ্যে দুটি তদন্ত কমিশন দাবি করেছিল যে দুর্ঘটনার পর নেতাজি মারা গিয়েছিলেন। বিচারপতি এম কে মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃতীয় তদন্ত কমিশন দাবি করেছিল যে ঘটনার পর নেতাজি জীবিত ছিলেন। নেতাজির এই মৃত্যু বিরোধ বসু পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও বিভাজন এনেছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সম্পর্কিত ১০০টি গোপন ফাইলের একটি ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলি দিল্লির জাতীয় আর্কাইভে রয়েছে এবং তা সকলেই গিয়ে দেখতে পারেন।

১৯২০ সালে নেতাজি ইংল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করেন কিন্তু ভারতীয় স্বতন্ত্রতা সংঘর্ষে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দেওয়ার পরে দেশকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নেতাজিকে অত্যন্ত বিচলিত মর্মাহত করে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের সেই মহান স্বতন্ত্র সেনাদের মধ্যে একজন, যাঁদের থেকে আজকের যুব সমাজ প্রেরণা নেয়। কেন্দ্র সরকার নেতাজির জন্মদিন পরাক্রম দিবস হিসাবে পালন করার ঘোষণা করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পরাক্রম দিবস হিসাবে পালন করা হবে। ’তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব...! জয় হিন্দ!’-এর মতো স্লোগান স্বাধীনতার লড়াইতে নতুন শক্তি জুগিয়েছিল যে নেতা সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজ ১২৬তম জন্মজয়ন্তী। যদিও আজও এই মহান নেতার মৃত্যু নিয়ে রয়েছে ঘোর রহস্য।

কংগ্রেসে সেই মহাত্মা গান্ধী উদার দলের নেতৃত্বে ছিলেন, অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আবেগপ্রবণ বিপ্লবী দলের প্রিয় মানুষ। আর এই কারণের জন্য নেতাজি ও গান্ধীর আদর্শবিচার এক ছিল না। নেতাজি গান্ধীজির আদর্শের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। যদিও এই দুই নেতা লক্ষ্য একই ছিল যে ভারতকে স্বাধীনতা এনে দিতে হবে। নেতাজি মনে করতেন যে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াতে হলে শক্তিশালী বিপ্লবের প্রয়োজন, অন্যদিকে গান্ধী অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন।১৯৩৮ সালে নেতাজিকে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করা হয়, এরপর নেতাজি রাষ্ট্রীয় যোজনা আয়োগ গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজির সমর্থনে দাঁড়ানো পট্টাভী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে জয়ী হন। এর ফলে গান্ধী ও বসুর মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়, যার পরে নেতাজি নিজেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ভারতকে ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত করতে নেতাজি ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর ’আজাদ হিন্দ সরকার’-এর প্রতিষ্ঠা করার সময়ই ’আজাদ হিন্দ সেনা’ গঠন করেন। এরপর সুভাষচন্দ্র বসু নিজের সেনা নিয়ে ১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই বর্মা (এখন মায়ানমার) পৌঁছান। এখানে নেতাজি তাঁর বিখ্যাত স্লোগান ’তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব’ বলেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন বাংলায় উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সুভাষচন্দ্র তার পুরো জীবনই ব্রিটিশ বিরোধি বিপ্লবে অতিবাহিত করেছেন। তিনি ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ নামক একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের পূর্ণ ও সত্বর স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে এগারো বার কারারুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেও তার বিপ্লবী মতাদর্শের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং এই যুদ্ধকে ব্রিটিশদের দুর্বলতার সুবিধা আদায়ের একটি সুযোগ হিসেবে দেখেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে ভারতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করার জন্য সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি লুকিয়ে ভারত ত্যাগ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও জাপান ভ্রমণ করেন। জাপানিদের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং ব্রিটিশ মালয়, সিঙ্গাপুরসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত মজুর ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ পুনর্গঠন করেন। এ ফৌজের নেতৃত্বদান করে ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সুভাষচন্দ্র পরপর দুইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত এবং কংগ্রেসের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিণ নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে হয়। সরকারি নথি অনুযায়ী, নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর মৃত্যুর তারিখ আর কারণ নিয়ে রহস্যে ইতি টেনেছে গুগল! গুগলে সুভাসচন্দ্র বসু টাইপ করে ‘এন্টার’-এ চাপ দিলেই নেতাজি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য ভেসে উঠছে চোখের সামনে। এই তথ্য বলছে, ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ সালে কটকে জন্ম হয় সুভাসচন্দ্র বসুর। আর ১৯৪৫ সালের ১৮ অগস্ট, অর্থাৎ আজকের দিনে তাইওয়ানের তাইপেইতে মৃত্যু হয় তাঁর। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন তথ্যের ভিত্তিতে গুগলে নেতাজির মৃত্যুর তারিখ ও কারণ এত নিশ্চিত ভাবে জানিয়ে দেওয়া হল? অন্যদিকে শাহনওয়াজ কমিশনে (বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ বসুর মৃত্যু হয়েছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে ভারতের গঠিত প্রথম সরকারি কমিটি) দেওয়া সাক্ষ্যে কর্নেল হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, বিমান তখনও বেশি উপরে ওঠে নি। বিমানঘাঁটির চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল। সেই সময়েই বিমানের সামনের দিকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। পরে জেনেছিলাম বিমানের একটা প্রোপেলার ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেছে। বিমানটা নীচে পড়ে যেতেই সামনের দিকে আর পেছনের দিকে আগুন লেগে গিয়েছিল।

বিমান ভেঙ্গে পড়তেই নেতাজী আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, সামনের দিক দিয়ে বের হওয়ার জন্য। পেছনের দিকে যাওয়ার জায়গা নেই। সামনের দিকেও আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে দিয়েই তিনি বাইরে বেরিয়ে যান। কিন্তু তিনি যেখানে বসেছিলেন, তার সামনে রাখা পেট্রল ভর্তি জেরিক্যান থেকে তেল বেরিয়ে তার কোট পুরো ভিজে গিয়েছিল, শাহনওয়াজ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কর্নেল হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেছিলেন, আমি বাইরে এসেই দেখি নেতাজী ১০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। ততক্ষণে তার পোশাকে আগুন লেগে গেছে। আমি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে অনেক চেষ্টার পরে তার ’বুশর্ট বেল্ট’টা খুলতে পারলাম। তারপরে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিই আমি। তার মাথার বাঁদিকে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা একটা গভীর ক্ষত।

একটা রুমাল দিয়ে ওই ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। তখনই নেতাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ’তোমার বেশি চোট লাগে নি তো?’ বলেছিলাম যে আমি ঠিক আছি, জানিয়েছিলেন কর্নেল রহমান।

উনি বলেছিলেন মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আমি ভরসা দিয়েছিলাম, ’আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে’। তিনি বলেছিলেন, ’আমার মনে হচ্ছে না। দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে জানিও যে আমি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিলাম। তারা যেন এই লড়াই জারি রাখে। ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে, এভাবেই সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি। দশ মিনিটের মধ্যেই উদ্ধারকারী দল বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনও অ্যাম্বুলেন্স ছিল না। তাই সুভাষচন্দ্র আর বাকি আহতদের সেনাবাহিনীর একটা ট্রাকে করেই তাইহোকু সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুভাষ বসুকে প্রথম যে চিকিৎসক পরীক্ষা করেছিলেন, তার নাম ছিল ডাক্তার তানইয়াশি ইয়োশিমি।

শতাব্দীকে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জানুয়ারি ঃ জল চাই জল দিন। ফের বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল সাংসদ 'দিদির দূত' শতাব্দী রায়। বীরভূমের মহম্মদবাজারের ফুল্লইপুর এলাকায় তৃণমূল সাংসদের গাড়ি থামিয়ে জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীদের কয়েক জন। রবিবার সকাল সকাল 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে বেরিয়ে ছিলেন। এই কর্মসূচিতে বেরিয়ে 'দিদির দূত' শতাব্দী রায় ফের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। 'দিদির দূত' হয়ে মহম্মদবাজার সফরে গিয়েছিলেন শতাব্দী। কিন্তু ফুল্লইপুর এলাকায় তার গাড়ি আটকে দেন ওই গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ। সাংসদের গাড়ি থামতেই তাঁরা উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে থাকেন। পানীয় জল, সেচের জলের দাবি জানান তাঁরা। আমরা জল, স্বাস্থ্য এবং চাষের সুবিধা চাই। জানালেন এক বিক্ষোভকারী। এরপর ফুল্লইপুরের বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেন সাংসদ। গ্রামবাসীদের দাবি মেটানোর চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এর পর শতাব্দী পৌঁছন মহম্মদবাজারেরই চড়িচা পঞ্চায়েতের বিরুপুর গ্রামে। ওই গ্রামের বাসিন্দারাও জলসেচ এবং স্থানীয় শিবমন্দির সংস্কারের দাবি তোলেন। তা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন শতাব্দী। তবে এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিত করেন তিনি। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, দেখছেন না বিজেপির পতাকা উড়ছে? বিজেপির শিখিয়ে দেওয়া বুলি আউড়াচ্ছিলেন অনেকে। আমরা মানুষের অভিযোগ শুনে তার সমাধানের চেষ্টা করব। পাল্টা শতাব্দীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি বীরভূমের বিজেপি নেতারা। বীরভূমের গেরুয়া শিবিরের জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, মানুষের ক্ষোভ দেখলেই এখন তৃণমূল বিজেপির ভূত দেখতে পাচ্ছে। এতে আর কী করা যাবে। এই সমস্ত কিছুর উত্তর সাধারণ মানুষই দেবেন।

স্থগিত জয় রাইড

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ আবহওয়া খারাপের জন্য দার্জিলিংয়ে টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখল প্রশাসন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে আগামী এক মাসের জন্য রেল পরিষেবা বন্দ্ধ থাকাবে। শীত পর্যটকদের ভিড় রয়েছে দার্জিলিংয়ে, এই পরিস্থিতিতে টয় ট্রেন বন্ধে হতাশ পর্যটকরা। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের থেকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দৃশ্যমানতা কার্যত তলানিতে ঠেকেছে। গোটা এলাকা কুয়াশা ঢেকে যাচ্ছে। ১০ মিনিটের পথ পেরোতে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগছে। সে কারণে ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (৫২৫৯৪) বাষ্পচালিত জয় রাইড, দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (৫২৫৪৪) বাষ্পচালিত জয় রাইড এবং দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং (৫২৫৯০) ডিজেল জয় রাইড ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এবং দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি টয় ট্রেন পরিষেবা চালু থাকবে। কিন্তু পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হল টয় ট্রেনের জয় রাইড। টয় ট্রেনের সব চেয়ে বেশি আয় হয় এই 'জয় রাইড' থেকে। এই শীতের মরশুমে ঠাসা থাকে ট্রেনের কামরা। কিন্তু আবহওয়া খারাপ হওয়ার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রাখতে। এতে পর্যটনের মরশুমে আয় কমবে রেলের।

দিদির দূত কর্মসূচীতে বিড়ম্বনায় তৃণমূল

বিধায়কের সামনে এলাকায় ধ্বস্তাধস্তিতে তৃণমূল নেতারা

তনুজ জৈন, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল বিধায়ক। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে বিধায়কের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ এলাকাবাসীর। ঘরের নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ। এলাকাবাসীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি এবং হাতাহাতিতে জড়িয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা। পরবর্তীতে নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে কোন রকমে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। অন্যদিকে কিছু জায়গায় আবার মহিলাদের দাবি তারা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবার। বিক্ষোভের ঘটনায় তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। সাফাই তৃণমূলের। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। রবিবার চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত কুশিদা অঞ্চলে দিদির দূত কর্মসূচিতে যান চাঁচল বিধানসভার বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানিক দাস, যুব তৃণমূলের সভাপতি শেখর সাহা, কুশিদা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতিনুর আজম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। গড়রা এলাকায় বিধায়ক যেতেই বিক্ষোভ শুরু করে স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ হয়েছে। কাটমানির বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে ঘর। এমনকি অনেকে কাটমানি দিয়েও ঘর পাননি। কিন্তু যাদের পাকা বাড়ি তারা ঘর পেয়ে গেছে। তালিকায় অনেকের নাম আসার পরেও নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ। স্থানীয় পিছিয়ে পড়া চর্মকার সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত বিক্ষোভ দেখান। তারা বলেন জুতো সেলাই করে আমাদের কোন রকমে সংসার চলে। ভাঙাচুরা বাড়ি। কিন্তু তারপরও কেউ আমাদের দিকে দেখছে না। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষা শোভা দাসের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা সুধীর দাসের বিরুদ্ধে ঘর দেওয়ার নাম করে প্রচুর টাকা তোলার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এলাকাবাসীর। বিক্ষোভের ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি এমনকি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। উপস্থিত স্থানীয় নেতৃত্বরা কোন রকমে পরিস্থিতির সামাল দেন। যদিও বিধায়ক নীহার রঞ্জন ঘোষ বিক্ষোভের ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ। তার পাল্টা অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার টাকা দিচ্ছে না বলে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্প ঠিকঠাক ভাবে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ পাচ্ছে। কুশিদা অঞ্চল সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নুর আজম বলেন, টাকা নেওয়ার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। সমগ্র ঘটনায় তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। বিজেপির দাবি বিক্ষোভের সবে শুরু। এরপর তৃণমূল নেতারা গ্রামে ঢুকতে পারবে না। সমগ্র ঘটনা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বিক্ষোভকারী বাসিন্দা রতন রবি দাস বলেন, আমরা মুচি, জুতা সেলাই করে সংসার চলে। কিন্তু আমরা ঘর পাইনি। ঘরের জন্য টাকা দিয়েছি তারপরও ঘর পাইনি। বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা তহিদ আলম বলেন, যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তারা ঘর পেয়ে গেছে। আমরা কাটমানি দিতে না পারায় ঘর পাইনি। দুর্নীতি হয়েছে আবাস যোজনায়। স্থানীয় বাসিন্দা গুনীয়া দেবী বলেন, আমরা গরীব। আমাদের মাটির বাড়ি। কিন্তু আমরা ঘর পাচ্ছি না। যারা টাকা দিচ্ছে তারা পাচ্ছে। বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ বলেন, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। তাই কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। রাজ্যের প্রকল্প মানুষ পাচ্ছে। আর মানুষের অভিযোগ শুনে কাজ করাই তো জন প্রতিনিধিদের কর্তব্য। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, তৃণমূল নেতারা এতো কাটমানি নিয়ে রেখেছে এখন বিধায়ককে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। দূত হয়ে যাচ্ছে, ভুত হয়ে আসছে। পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ এদের জবাব দেবে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে দিদির দূত কর্মসূচির লক্ষ্যই হলো জনসংযোগ বাড়ানো। কিন্তু বারবার দেখা যাচ্ছে মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূল নেতা বা জন-প্রতিনিধিদের। দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে বিরোধীরা চাপ বাড়াচ্ছে শাসকদলের উপর। ফলে রীতিমতো অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলের।

ভাগবত ও গীতা পাঠ অনুষ্ঠান

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ ব্লকের বাবলারি শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতা মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে গত বছর ২২ জানুয়ারি মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ দেব এবং শ্রীশ্রী তুলসী মাতাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উক্ত মন্দিরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এদিন মন্দির প্রাঙ্গনে এক মহতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রীশ্রী অখন্ড গীতা পাঠ ও সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশিষ্ট পাঠক ও গুণীজনেরা ভাগবত ও গীতা পাঠ করে উপস্থিত ভবৃন্দকে ঈশ্বরের প্রতি আরও বেশি বেশি করে আকৃষ্ট করেন। মন্দির তরফে জানা গেছে, এদিন দুপুরে মহাপ্রভুর রেখে যাওয়া চরণ পাদুকা নবদ্বীপ শহরে মহাপ্রভু পাড়ায় অবস্থিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত শ্রী শ্রীধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির থেকে সিদ্ধেশ্বরীমাতার মন্দিরে আনা হয়, যাহা এতদাঞ্চলের সমস্ত মানুষের দর্শন ও তার কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে। মন্দির কমিটির অন্যতম সদস্য অসীত দে জানান, এদিন দুপুরে খোল-করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গনে আসে। বিশিষ্ট পাঠকের মুখ থেকে ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠিত হয় এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরনের মধ্য দিয়ে এদিনের এই মহতি অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেইসময় যখন বিদ্যানগরে পড়তে যেতেন তখন তিনি সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে বসে বিশ্রাম নিতেন। এই কারনে আমরা তার সেই স্মৃতিকে ধরে রাখতে এই মন্দিরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করি। এদিন এই অনুষ্ঠানে ওই সিদ্ধেশ্বরীমাতা মন্দির প্রাঙ্গনে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বহু ভক্তপ্রাণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরিবারের মঙ্গল কামনায় সূর্যের পুজো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ পরিবারের মঙ্গল কামনায় সূর্য পূজায় মাতলেন মালদার মহিলারা। রবিবার দুপুরে মালদা শহরের দক্ষিণ কৃষ্ণপল্লী সিংপাড়া এলাকায় মাটির সূর্য প্রতিমা তৈরি করে পুজো দিলেন মহিলারা। এছাড়াও এই দিন মালদা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সূর্য পূজায় মেতে উঠলেন সকল মহিলারা। প্রথা মেনে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য ঘিরে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ জানুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে খোঁজ নিতে বৈঠক হল। কেমনভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য চলছে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা স্থল বন্দর দিয়ে। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মানের ল্যান্ডপোর্ট গড়ার কাজ শুরু করতে গেলে দ্রুত কি কি কাজ করা জরুরি। রবিবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত ঘুরে এইসব বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের সচিব সুনীল বার্থোয়াল। এদিন বেলা একটা নাগাদ তিনি চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আসেন। সেখান থেকে স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত বিএসএফ ও শুল্ক দপ্তরের কর্তাদের কাছ থেকে চ্যাংরাবান্ধা স্থল বন্দরের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন বলে খবর। এদিন বাণিজ্য সচিবের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত ঘুরে দেখার সময় তার সঙ্গে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও অরুণ কুমার সামন্ত, বিএসএফের ৯১ ব্যাটালিয়নের কমানড্যান্ট দীপক কুমাওত, শুল্ক সুপারিনটেন্ডেন্ট তপন মন্ডল, পঙ্কজ কুমার প্রমুখ ছিলেন। যদিও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিবের স্থল বন্দর পরিদর্শন নিয়ে প্রশাসনের কর্তারা কেউই কোনও মন্তব্য করেননি।

আগুনে ছাই দোকান

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২২ জানুয়ারি ঃ ভোররাতে মাল শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল পাঁচটি দোকান। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে মাল শহরের সুভাষ মোড়ের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। খবর পেয়ে মালবাজারের দমকল বাহিনীর দু''টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মাল পুরসভার জলের ট্যাংকও আনা হয়। পুলিশ, পুরসভা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরবেলায় কিছু দোকানে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। দোকানগুলি কাঠের তৈরি ছিল। ফলে আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবীন থাপা বলেন, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল।

ধর্ষণের অভিযোগ করায় নির্যাতিতার বাড়িতে ইটবৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২২ জানুয়ারি ঃ কাঁথির তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা শুভদীপ গিরির বিরুদ্ধে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করার নালিশ জানিয়ে ছিলেন থানায়। মামলাও চলছে হাইকোর্টে। ইতিমধ্যেই আদালত কাঁথি থানায় আত্মসমর্পণ করার নির্দেশে দিয়েছে অভিযুক্তকে। এবার অভিযোগকারিণীর বাড়িতে ইটবৃষ্টি ও তার পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, শনিবার রাতে কয়েকজন দুস্কৃতী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। তাঁর আরও দাবি, এই ঘটনার পিছনে অভিযুক্ত শুভদীপ গিরির হাত রয়েছে। এমনকী পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তিনি তাঁর হাতাশার কথা জানিয়েছেন। ঘটনার সময় তিনি কাঁথি থানার ওসিকে ফোন করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ১৮ বার ফোন করার পরেও ওসি তাঁদের ফোন তোলেননি। পরে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ওসি তাঁকে ফোন করেন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। প্রাণ বাঁচাতে শেষমেশ তাঁদের বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলেই দাবি করেছেন নাবালিকার বাবার। রবিবার সকালে অভিযোগকারীর আইনজীবীও তাঁদের বাড়ি এসেছিলেন। তিনি বলেন, নাবালিকার পরিবার খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। তাঁরা বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। উল্লেখ্য চলতি বছরে তৃণমূল ছাত্র নেতা শুভদীপ গিরির বিরুদ্ধে এক কলেজ ছাত্রীকে দিঘার হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ পুলিশে জানিয়ে কোনও কাজ না হওয়ায় হাইকোর্টের দারস্ত হয়েছিলেন নাবালিকার বাবা। তারপরই হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা অভিযুক্তকে শীঘ্রই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। এমনকী নাবালিকা সহ তাঁর পরিবারকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও বলেন। প্রয়োজনে পুলিশ পিকেট বসানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি। অভিযোগ সেই নির্দেশের ৪৮ ঘণ্টা পরেও আত্মসমর্পণ করেননি শুভদীপ গিরি। পুলিশি নিরাপত্তাও পাননি নাবালিকার পরিবার। আর সেই সুযোগে শনিবার গভীর রাতে নাবালিকার বাড়ি ইট মারে কেউ বা কারা। সঙ্গে হুমকি দিয়ে তারা বলে, কী করতে পারিস দেখে নেব। নির্যাতিতার বাবার দাবি, নিরাপত্তার নামে আইন বাঁচাতে ১ জন কনস্টেবল বাড়ির সামনে নিয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন তিনি। তাই বাড়ি ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

যুব সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২২ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুরে রামকৃষ্ণ মিশন শাখায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১তম বর্ষের শুভ জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে ১২ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ১৪০ জন যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে যুব সম্মেলন। এদিনের এই যুব সম্মেলনে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ থেকে আগত স্বামী পরদেবতানন্দজী, স্বনামধন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিবেকানন্দ গবেষক শ্রী তরুণ গোস্বামী এবং রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার সভাপতি ডঃ শিহরণ চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দজী। এদিনের যুব সম্মেলনে মূল বিষয় ছিল, যুবকদের নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও তাদের সম্ভাবনা। এই সম্মেলনে উপস্থিত যুবক-যুবতীরাও পরিবেশন করেন গান, বক্তব্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা, এছাড়াও ছিল বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই ধরনের সম্মেলন থেকে সমাজকে ও যুবক-যুবতীদের পুনরুজ্জীবিত করে তোলে ও মানবিকতার পথ প্রশস্ত করে, বললেন রামকৃষ্ণ মঠ নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দজী। স্বামী বিবেকানন্দর ভাবধারায় যুব সমাজকে আরও প্রগতিশীল করে তুলতে নানা ধরণের কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে।

আদিবাসী পরিবারে মধ্যাহ্নভোজ মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে আদিবাসী জেলাগুলিতে 'জয় জোহার' মেলার আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। তবে তার আগেই রবিবার দুপুরে দেখা গেল, পাণ্ডবেশ্বরে এক আদিবাসী কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক সঙ্গে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এখন রাজ্যজুড়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি নিয়ে দিদির দূতরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। রবিবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের গৌরবাজার পঞ্চায়েত এলাকায় সেই কর্মসূচিই পালন করা হল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক,পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, লাউদোহা ব্লকের সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়, অঞ্চল সভাপতি উৎপল দত্ত-সহ দিদির নির্বাচিত দূতরা। রবিবার মাধাইগঞ্জ গ্রামের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে এই আদিবাসী কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মন্ত্রী মলয় ঘটক, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং দলের ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ শোনেন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসীদের (ওবিসি) বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে। তার জন্য পাল্টা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন মেধাশ্রী প্রকল্প। এই সব নিয়ে আদিবাসীদের দুয়ারে হাজির হয়েছেন মন্ত্রী-সহ জনপ্রতিনিধিরা। স্থানীয়দের কথা সবই লিপিবদ্ধ করা হয় কর্মসূচির নিয়ম মেনে। আর আশ্বাস দেন দ্রুত তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আদিবাসী কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে এলাকায় জনসংযোগে বেরিয়ে পড়েন। এদিন গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর আদিবাসীদের বাড়িতে যান। সেখান থেকে বেরিয়ে মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মানুষের স্বার্থে কোন ভাল কাজ করছে না। কাজ করার জন্যই দেশের মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। মানুষের চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বরং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ চলছে রাজ্যজুড়ে। কমবেশি প্রত্যেক রাজ্যবাসী কোন না প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন। মানুষের স্বার্থে প্রকল্পগুলি চালু করেছে রাজ্য সরকার। আর মানুষের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। এদিন একটি আইসিডিএস সেন্টার পরিদর্শন করেন তাঁরা। পড়ুয়া-অভিভাবকদের কাছে জানতে চান সেন্টারে ঠিকমতো পড়াশুনো ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় কিনা। মন্ত্রী-সহ দিদির দূতরা মধ্যাহ্নভোজন সারেন মাধাইগঞ্জ গ্রামের স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সোমনাথ মান্ডির বাড়িতে। আদিবাসী নিয়ম রীতি মেনে তাদের বরণ করেন আদিবাসী মায়েরা। রাতে গৌরবাজারের বাসিন্দা মহেশ্বর বাগদির বাড়িতে নিশিযাপন কর্মসূচি রয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলটি-৩০০-অনুসি-১৯-২০২২-২৩ তারিখ ১১.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএলটি-৩০০-অনুসি-১৯-২০২২-২৩। কাজের নাম: [illegible] www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। SDAH-268/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২২-০০৬ তারিখ ১৯.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/এসডিএএইচ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২২-০০৬। কাজের নাম: [illegible] www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। SDAH-270/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলটি-৩০০-অনুসি-১০-২০২২-২৩ তারিখ ০৯.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএলটি-৩০০-অনুসি-১০-২০২২-২৩, কাজের নাম: [illegible] www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। SDAH-269/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible] SDAH-267/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

Office Of The Pradhan
GHATBERA- KEROWA GRAM PANCHAYAT
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting **e- Tender No-09/2022-23 /G.K.G.P. Date:-20/01/2023** Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 5(Five) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID:- 2023_ZPHD_452723_1.** 1. Date of Publishing of NIT Documents (Online) **20/01/2023.** 2. Starting Date of Downloading of Documents (Online) **20/01/2023 10.00 A.M.** 3. Last Date of Downloading of Documents (Online) **31/01/2023 04:00 A.M.** 4. Starting Date of Submission of Bid (Online) **20/01/2023 11:00 A.M.** 5. Last Date of Submission of Bid (Online) **31/01/2023 04.00 P.M.** 6. Opening Date of Technical Bid (Online) **03/02/2023 11:00 A.M.**

Sd/- Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office of the Dubra Gram Panchayat
Under Para Development Block
PO-Dubra, PS-Para, Dist.-Purulia (W/B) Pin-723155
NOTICE INVITING E-TENDER No:- WBPUR/PARA/PRADHAN DUBRA GRAM PANCHAYAT/(15th FC)/NIT(e)-03/2022-23

The separate tenders are invited by the undersigned for 10(Ten)Nos. different works. Work completion period: 15 Days. I) Date of Sale of tender document: **21/01/2023 6.00pm to 31/01/2023 at 4.00pm.** Last date of submission of e-tender with documents: On or before **31/01/2023 up to 4.00 pm.** Date of opening of technical bid: **on 03/02/2023 at 12.00 pm.** For further details please contact with the Office of the Dubra Gram Panchayat & through the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dubra Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/VII/63/45/22-23/D

Name of the work: **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. at A.J.C. Bose Road (In front of Nandan) in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,73,607.68.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **02.02.2023 up to 12.00 Noon.** Tender will be opened on: **04.02.2023 at 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2023 at 18.55 Hrs** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : EE(C)/BX/99/25/2022-23/D

Name of the work: **Maintenance of passage by cement concrete near premises no. 3/193, 2/116, Vidyasagar, 1/122 Sree Colony etc. in Ward No.-99, BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,88,272.20.** Earnest money: ₹ **9,770.00.** Period of completion: **105 days.** Last date and time of submission of bid: **07.02.2023 - 12.00 Noon.** Date and time of opening of bid: **09.02.2023 - 12.00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2023 (5.00 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites tender/quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/117/56/22-23/PS (1st Call)

Name of the work: **Periodical maintenance of fountains in different Parks in Ward No.-117.** Estimated cost: ₹ **2,53,116.1.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/FLOWER_SHOW/22-23 (1st Call)

Name of the work: **Arrangement for 03 (three) days flower show (w.e.f. 13.02.2023 to 15.02.2023) with a stage (24 ft X 18ft), pandel for flowers, 300 nos. of chairs including VIP chairs, sound system, lighting and other arrangements for inaugural program in Borough-XIII.** Work Value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **03 days.** Last date of submission of bid: **01.02.2023 (Up to 11.00 AM) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **03.02.2023 (11.00 AM) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2023 (From 5.00 PM) (For Sl. No. 1)** and **24.01.2023 (From 5.00 PM) (For Sl. No. 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (C), Parks & Squares, KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DYCE/PS/II/20/04/22-23/R (2nd Call)

Name of the work: **Beautification work with depiction of picture on different position/walls including supply of shurbs and other ancillary work in Ward No.-20.** Estimated cost: ₹ **2,49,944.24.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **01.02.2023 - 1.00 PM.** The bid forms and other details shall be available on and from **21.01.2023 (10.00 AM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The CME (SWM), KMC invites tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : SWM-II/Dist-IV/64/22-23

Name of the work: **Thorough repairing of 11 (eleven) nos. damaged metal Container (4.5 cubic meter) with full painting and lettering under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **4,36,417.** Earnest money: ₹ **9,000.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of bid submission: **31.01.2023 up to 1.00 PM.** The bid forms and other details are available on and from **02.02.2023 (5.00 PM).**

(2) NIT No. : SWM-II/HQ/21/2022-23

Name of the work: **Contractual engagement of man power for operation of 01 no. Portable Compactor & 01 nos Hook Loader in 01 station under Dist-IV Garage of SWM Department for 04 months.** Estimated amount: ₹ **4,92,320.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **4 months.**

(3) NIT No. : SWM-II/SRC/45/2022-23

Name of the work: **Repairing and maintenance of Cesspool Emptiers (Big) (4000 ltr. capacity) Bearing Nos. WB02AL-0382, WB02AL-0352 (TATA 709) under SRC Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,94,056.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(4) NIT No. : SWM-II/SRC/47/2022-23

Name of the work: **Supply and fitting fixing of auxiliary parts for water sprinkler vide no. WB03D-5659, WB03D-5631, WB03D-5637 under SRC Garage/SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,18,182.00.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **12 days.** Last date and time of bid submission: **30.01.2023 up to 1.00 PM (For Sl. No. 2)** and **01.02.2023 up to 1.00 PM (For Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2023 (3.00 PM) (For Sl. No. 2 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/199 (1st Call)

Name of the work: **Construction of sanitary latrine at 43 R. N. Das Road Bustee and different Bustee in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,91,216.43.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/203 (1st Call)

Name of the work: **Development of IPS passage at Russa Road Bustee and its surrounding area in Ward No.-89, BR-X.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,82,269.89.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/204 (1st Call)

Name of the work: **Renovation of sanitary latrine at 56/1, 56 T. G. Road, 4, D.P.S. Road Bustee and other Bustee in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,93,439.64.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/205 (1st Call)

Name of the work: **Renovation of sanitary latrine at 24, 30 T. C. Road, 2B Chetla Road Bustee and other Bustee in Ward No.-81, BR-X.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,93,425.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/206 (1st Call)

Name of the work: **Development of C.C passage at 5/2, 5/8 Jadavgarh and different places in Ward No.-105, Borough-XII.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,89,086.26.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **13.02.2023 up to 11.00 Hrs. (For Sl. No. 1 to 5).** Bid opening date and time for technical proposals: **16.02.2023 at 11.00 Hrs. (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **03.02.2023 (17.00 Hrs.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website **https://wbtenders.gov.in** or **https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

CORRIGENDUM

Tender Notice published in this Newspaper on 14.01.2023 (Key No. 977/22-23) of Engineering (C), Br-VII Department Sl. No. 9. NIT No. will be read as **VII/058/58/2022-2023/D (1st Call)** instead of VII/058/58/2022-2023/Bustee (1st Cal). Other terms and condition will remain unchanged. (1009/22-23)

Office of the Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE: JANGALPARA, P.O.:SINGTI SHIBPUR, P.S:UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH, Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tenders 8 (Eight) nos works within Kurchi Shibpur GP. Details of which will be available at **https://wbtenders.gov.in . Tenders Ids:- 2023_ZPHD_449316_1, 2023_ZPHD_449375_1, 2023_ZPHD_449419_1, 2023_ZPHD_449457_1, 2023_ZPHD_449575_1, 2023_ZPHD_449617_1, 2023_ZPHD_449673_1 & 2023_ZPHD_449719_1.** Bid submission closing date:**31/01//2023 at 5.00 pm.**

Sd/- Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

Office the Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet
Asanda , Dibhursut, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tenders 6 (Six) no works within RDA GP. Details of which will be available at **https://wbtenders.gov.in . Tenders Ids:- 2022_ZPHD_450138_1, 2022_ZPHD_450158_1, 2022_ZPHD_450184_1, 2022_ZPHD_450199_1, 2022_ZPHD_450216_1 & 2022_ZPHD_451322_1.** Bid submission closing date:-**30/01/2023 & 17/02/2023 at 5.00 pm**

Sd/ Pradhan
Rampur Dehibhursut Asanda G P

Office Of The Pradhan
GHATBERA- KEROWA GRAM PANCHAYAT
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting **e- Tender No-08/2022-23 /G.K.G.P. Date:-20/01/2023** Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 16(Sixteen) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID:- 2023_ZPHD_452438_1.** 1. Date of Publishing of NIT Documents (Online) **20/01/2023.** 2. Starting Date of Downloading of Documents (Online) **20/01/2023 10.00 A.M.** 3. Last Date of Downloading of Documents (Online) **31/01/2023 04:00 A.M.** 4. Starting Date of Submission of Bid (Online) **20/01/2023 11:00 A.M.** 5. Last Date of Submission of Bid (Online) **31/01/2023 04.00 P.M.** 6. Opening Date of Technical Bid (Online) **03/02/2023 11:00 A.M.**

Sd/- Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

Office Of The Pradhan
GHATBERA- KEROWA GRAM PANCHAYAT
At:-Kumardih, P.O.:- Ghatbera P.S- Balarampur, Dist-Purulia,Pin-723153
Email- pradhanghatbera@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting **e- Tender No-07/2022-23 /G.K.G.P. Date:-20/01/2023** Of The Office Of The Pradhan Ghatbera Kerowa Gram Panchayat, Po:-Ghatbera,Dist:- Purulia invities e-Tender For 4(four) Nos. Scheme Under 15th F.C in protal **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID:-2023_ZPHD_451814_1.** 1. Date of Publishing of NIT Documents (Online) **20-01-2023.** 2 .Starting Date of Downloading of Documents (Online) **20-01-2023 10.00 AM.** 3. Last Date of Downloading of Documents (Online) **31/01/2023 upto 4.00 PM.** 4. Starting Date of Submission of Bid (Online) **20-01-2023 11.00 AM.** 5 Last Date of Submission of Bid (Online) **31/01/2023 upto 4.00 PM.** 6 Opening Date of Technical Bid (Online) **03/02/2023 after 11.00 AM.**

Sd/- Pradhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

চোখের তলা কালো হওয়ার অসংখ্য কারণ রয়েছে

দুরন্ত বার্তা ঃ অনেক মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে চোখের নিচে কালো দাগ হয়। এটি একটি সাধারণ অবস্থা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। চোখের নিচে কালো কী কারণে হয় তাই আগে থেকেই একটু স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া দরকার।

চোখের নিচে কালো দাগ ঃ আপনার চোখের নিচের ত্বক স্বাভাবিকের চেয়ে কালো হয়ে গেলে চোখের নিচে কালো দাগ হয়। লোকেরা প্রায়শই বিশ্বাস করে যে তারা ক্লান্তির লক্ষণ। তবে কালো দাগ হওয়ার জন্য অনেক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। ডার্ক সার্কেল খুব কমই চিন্তিত হওয়ার মতো বিষয়। লোকেরা বিশ্বাস করে যে তাদের চোখের নিচে কালো বৃত্ত তাদের দুর্বল, অস্বাস্থ্যকর এবং বয়স্ক দেখায়। যদিও এই অবস্থার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, মানুষ সুস্থ দেখতে তাদের নিরাময় বা উপশম করতে চায়। ত্বকের ধরনের ওপর নির্ভর করে চোখের নিচে কালো বৃত্তগুলো বাদামী, নীল বা এমনকি বেগুনি দেখাতে পারে। তবুও, এগুলো সংক্রমণের কারণে চোখের চারপাশে যে কোনো আঘাত, লালভাব বা ক্ষত থেকে আলাদা।

চোখের নিচে কালো দাগের কারণ ঃ আপনি যখন ক্লান্ত, এটি আপনার মুখের ওপর, বিশেষ করে আপনার চোখের নিচে প্রদর্শিত হয়। আপনি যদি আপনার চোখের নিচে দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার বৃত্ত অনুভব করেন তবে আপনার উচিত এর কারণগুলো খুঁজে বের করা এবং এখনই তাদের চিকিৎসা করা উচিত।

এখানে ডার্ক সার্কেলের আরও কিছু সাধারণ কারণ-

ক্লান্তি ঃ দীর্ঘ সময় ধরে জেগে থাকা, চরম ক্লান্তি, অবসাদ এবং অত্যধিক ঘুম এমন কয়েকটি জিনিস যা ডার্ক সার্কেল সৃষ্টি করে। ঘুমের অভাব ত্বককে ফ্যাকাশে এবং নিস্তেজ করে তোলে। এটি আরও অন্ধকার টিস্যু দেখানোর অনুমতি দেয়। ঘুমের অভাব চোখের নিচে তরল তৈরি করে যা ফোলা চোখ নিয়ে যায়। এটি ফোলা চোখের পাতার নিচে একটি গাঢ় ছায়ার ফলস্বরূপ।

অ্যালার্জি ঃ চোখের শুষ্কতা বা অ্যালার্জির কারণে ডার্ক সার্কেল হতে পারে। আপনার অ্যালার্জি আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে, আপনাকে অন্যান্য উপসর্গগুলোও পরীক্ষা করা উচিত। অ্যালার্জির কারণে আপনি লালভাব, চুলকানি এবং ফোলা চোখ দেখতে পারেন। অ্যালার্জি দ্বারা প্রকাশিত হিস্টামিনগুলো আপনার রক্তনালীগুলোকে প্রসারিত করতে এবং আপনার ত্বকের নিচে আরও দৃশ্যমান হতে পারে। আপনার চোখের চারপাশে ঘষা বা আঁচড় দেবেন না। ঘষার ফলে উপসর্গগুলো আরও খারাপ হতে পারে এবং ফলস্বরূপ ফোলা, ব্যথা এবং রক্তনালী ভেঙে যেতে পারে।

বার্ধক্য ঃ বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ডার্ক সার্কেল হওয়া স্বাভাবিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যক্তির ত্বক পাতলা হয়ে যায় এবং কোলাজেন এবং চর্বি হারায়। কোলাজেন এবং চর্বি ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষার জন্য দায়ী। এর প্রতিক্রিয়ায়, রক্তনালীগুলো দৃশ্যমান হয় এবং চোখের নিচের অংশটি অন্ধকার করে।

জলশূন্যতা ঃ পর্যাপ্ত জল পান করা কোনো নতুন পরামর্শ নয়। তবুও অনেকে এড়িয়ে যান। ডিহাইড্রেশন হলো যখন আপনার শরীর সঠিক পরিমাণে জল পায় না। এটি অন্তর্নিহিত হারের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে আপনার চোখের নিচের অংশটিকে আরও গাঢ় দেখায়।

চোখ টনটনানি ঃ চোখের স্ট্রেন আরেকটি সাধারণ কারণ যা অন্ধকার বৃত্তের জন্ম দিতে পারে। বেশি স্ক্রিন টাইমের ফলে আরও ডার্ক সার্কেল দেখা দেয়। চোখের স্ট্রেন রক্তনালীগুলোকে বড় করে এবং তাদের চারপাশের ত্বককে কালো করে। সূর্যের অতিরিক্ত এক্সপোজারের ফলে শরীরে মেলানিনের উৎপাদন বেশি হয়। একই সঙ্গে অতিরিক্ত এক্সপোজার আপনার চোখের চারপাশে পিগমেন্টেশন বাড়ে। ত্বকের পিগমেন্টের অনিয়মও চোখের নিচে কালো দাগের কারণ হতে পারে।

বংশগত ঃ জিনের কারণে অনেকেরই ডার্ক সার্কেল হয়। লোকেরা শৈশবে অন্ধকার বৃত্তগুলো লক্ষ্য করতে পারে এবং এটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও খারাপ হয়। তবুও, এটা সবসময় হয় না। অনেক সময় বংশগত কারণে ডার্ক সার্কেল কিছু সময়ের মধ্যে চলে যায়।

কখন ডাক্তার দেখাবেন ঃ চোখের নিচে কালো দাগ কোনো মেডিকেল ইমার্জেন্সি নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে, যদি অস্বাভাবিক উপসর্গের সংমিশ্রণ থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া উচিত। যদি আপনি মনে করেন যে একটি চোখের নিচে ফোলাভাব এবং বিবর্ণতা আছে, তাহলে আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। চোখের নিচে কালো দাগ সারাতে ডাক্তার সাপ্লিমেন্ট, ক্রিম বা চিকিৎসার সংমিশ্রণের পরামর্শ দেবেন।

ডার্ক সার্কেল প্রতিরোধ ঃ আপনার চোখের যত্ন নিতে পারেন এবং ডার্ক সার্কেল প্রতিরোধ করতে পারেন শুধু যদি আপনি এটি সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ হন। কখনো কখনো, কিছু লাইফস্টাইল পরিবর্তন ডার্ক সার্কেল চিকিৎসার কিছু কার্যকর উপায় থাকে। যেমন-

-স্বাস্থ্যকর খাওয়া
-পর্যাপ্ত জল পান করুন
-প্রায়ই ওয়ার্কআউট করুন
-যথেষ্ট ঘুম
-আপনার ত্বকের যত্ন নিন
-আপনার স্ক্রিন টাইম সীমিত করুন

ডার্ক সার্কেল নিরাময়যোগ্য ঃ অনেকেই ডার্ক সার্কেলের জন্য ডাক্তারের কাছে যান না। তারা হয় শর্ত মেনে নেয় অথবা ঘরোয়া উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমানোর চেষ্টা করে। এই থেরাপিগুলো অগত্যা ডার্ক সার্কেল দূর করে না। এমনকি যদি তারা করে, তারা কারণের ওপর নির্ভর করে একটি স্বল্পমেয়াদি সমাধান প্রদান করা যাবে। যাই হোক, যদি ক্লান্তির কারণে আপনার কালো দাগ থাকে, তাহলে আপনি আপনার চোখকে একটু বাড়তি লালন করার জন্য এই প্রতিকারগুলো চেষ্টা করতে পারেন-

কোল্ড থেরাপি ঃ একটি ঠাণ্ডা কম্প্রেস চোখের নিচের ফোলাভাব কমাতে পারে এবং প্রসারিত রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করতে পারে। প্রক্রিয়াটি অন্ধকার বৃত্ত উপশম করতে পারে এবং ফোলাভাব কমাতে পারে। এছাড়াও আপনি ঠাণ্ডা টি ব্যাগ, ঠাণ্ডা চা চামচ, হিমায়িত মোটর বা বরফ একটি ওয়াশক্লথে মোড়ানো ব্যবহার করতে পারেন।

অতিরিক্ত ঘুম ঃ ঘুমের অভাব ডার্ক সার্কেলের প্রধান কারণ। একইভাবে, আপনি যদি পর্যাপ্ত ঘুম পান তবে এটি আপনার ঘুমের অভাবজনিত ডার্ক সার্কেল দূর করবে।

বেশি বালিশ ব্যবহার ঃ অতিরিক্ত বালিশ ব্যবহার করে মাথা উঁচু করা চোখের নিচে ফোলাভাব প্রতিরোধ করে। এটি চোখের নিচের কালো দাগ কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

কার্যকরী চিকিৎসা ঃ ডার্ক সার্কেলের স্থায়ী সমাধান রয়েছে। আপনি যখন একজন ডাক্তারের কাছে যাবেন, তখন তিনি কারণ এবং আপনার উদ্বেগের সন্ধান করবেন এবং সঠিক চিকিৎসার পরামর্শ দেবেন। লেজার সার্জারি ত্বকের পুনঃসারফেস এবং ত্বকের টানটান বাড়াতে পিগমেন্টেশন কমাতে চিকিৎসা নিতে পারেন। অসংখ্য ঘরোয়া প্রতিকার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ডার্ক সার্কেল নিরাময়যোগ্য। ভিটামিন ই ডার্ক সার্কেলের জন্য ভালো। কারণ, এটি ভিটামিন হিসাবে সবচেয়ে বেশি ত্বকের উপকার করে। ভিটামিন ই ক্যাপসুল, তেল এবং ক্রিম আকারে পাওয়া যেতে পারে। আপনি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে আপনার ত্বকের ধরন এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার মাঝে মধ্যেই এক নাক বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে ঘুমে হালকা নাক ডাকি। আমার উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল ও ইউরিক এসিডের সমস্যা আছে। আমি ধূমপায়ী। সকালে ঘুম থেকে উঠে গলা খুসখুস করে ও কফ বের হয়।

উত্তর ঃ এই বয়সে আপনার প্রথম কাজ হল সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা। তা না হলে যে কোনো সময়ে আপনার হার্টের সমস্যা হয়ে যেতে পারে। নাক বন্ধ থাকারও চিকিৎসা করা জরুরি। উপসর্গ পড়ে মনে হচ্ছে আপনার নাকের হাড় বাঁকা আছে বা সাইনাসে সমস্যা আছে বা উভয়ই থাকতে পারে। এর সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্ছে হাঁপানির সমস্যা। নাক কান গলার ডাক্তার দেখিয়ে নাক বন্ধের চিকিৎসা নিন। গলা খুসখুস ও কাশির জন্য ধূলা-বালি, ধোঁয়া, ঠাণ্ডা পরিহার করে চলুন। কাশির জন্য ১০ মি.গ্রা. মন্টিলুকাস্ট ট্যাবলেট প্রতিদিন একটি করে খান।

প্রশ্ন ঃ ঠাণ্ডা পড়লেই আমার গলা-বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হয় ও সর্দি ঝরে। ঠাণ্ডা জল খাই না। প্রতিরোধের উপায় কি?

উত্তর ঃ আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আপনার হাঁপানির ভাব আছে বা হাঁপানি হয়ে গেছে। কোনো অবস্থাতেই সাঁই সাঁই শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে হাঁপানির সঙ্গে ক্রনিক কাশি যুক্ত হয়ে চিকিৎসা দুরূহ হয়ে যেতে পারে। বুকের এক্স-রে করতে হবে। নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নাক পলিপ বা হাড় বাঁকা আছে কিনা দেখতে হবে। মন্টিলুকাস্ট ট্যাবলেটের সঙ্গে সালবিউটামল ও স্টেরয়েড ইনহেলার ব্যবহার করতে হতে পারে। ইনহেলার সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে এ সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৪। আমার দৈহিক কাঠামো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে এ সৌন্দর্য ফিরে আনা সম্ভব।

উত্তর ঃ সম্ভবত আপনার ইন্টারনাল সমস্যা হয়েছে। দেহের হরমোন অ্যানালাইসিস করে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ওয়েবের মাধ্যমে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই সৌন্দর্য বর্ধন সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৫৫। আমার শারীরিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রীর এখনো যৌবন আছে। এতে আমি বিব্রত। এ বয়সে ওষধের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা কী সম্ভব?

উত্তর ঃ পুরুষের অক্ষমতা এখন কোনো সমস্যাই নয়। আপনার রক্তের সেক্স হরমোন অ্যানালাইসিস করে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার যৌন আকাঙ্খা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২১। আমার মাথার চুল দিন দিন পড়ে টাক সৃষ্টি হয়েছে। এতে আমার সৌন্দর্যহানি হয়েছে। মাথায় নতুন চুল গজাতে চাই।

উত্তর ঃ অত্যাধুনিক পিআরপি থেরাপি এখন হাতের মুঠোয়। কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই আপনার মাথায় চুল পড়া বন্ধ করে নতুন চুল গজানো সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন থেকে আমার দু'পায়ে অ্যাকজিমা। অনেক মলম লাগিয়েছি। কোনো কাজ হচ্ছে না। একটু কমে আবার বেড়ে যায়। এর সফল চিকিৎসা আছে কী?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই সফল চিকিৎসা আছে। আপনার চিকিৎসা একটু দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। অ্যালার্জিক ফুড খাওয়া পরিহার করবেন। আক্রান্ত জায়গা বেশি ঘষামাজা পরিস্কার করবেন না। ত্বক আর্দ্র রাখার চেষ্টা করবেন। চিকিৎসার মাধ্যমে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই অ্যাকজিমা ভালো করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার মাথায়, মুখে ও দেহে চুলকানি দেখা দিয়েছে। মাথায় ছোট ছোট ফুসকুড়ি হচ্ছে। মাথার চুলগুলো পড়েও যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।

উত্তর ঃ আপনার রোগটি সম্ভবত সেবোরিক ডারমাটাইটিস। এটি একটি কষ্টকর রোগ। চিকিৎসার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আপাতত একটি খুশকি নিরোধক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। অ্যালার্জিক খাবারগুলো এড়িয়ে চলুন। একটি অ্যান্টিহিস্টামিন রাতে শোয়ার আগে খেয়ে নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'পায়ের তলায় অনেক ফাটা হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছি। কমছে না। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম।

উত্তর ঃ আপনার পায়ের রোগটির নাম-ক্র্যাকসোল। এটি একটি প্রদাহজনিত রোগ। ত্বক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এটি নির্মূল করা সম্ভব।

শীতে পায়ের পেশিতে আচমকা টান

দুরন্ত বার্তা ঃ কনকনে শীত। এই শীতে পা ঠাণ্ডা হয়ে অবশ হয়ে যাওয়া কিংবা পেশিতে টান ধরার ঘটনা প্রায় সবার সঙ্গেই ঘটে। এমনকি ঘুমের মধ্যেও এই সমস্যা হতে পারে। আবার ঘুম থেকে উঠতে গেলে কিংবা সকালে হাঁটতেই পায়ের শিরায় টান ধরতে পারে। কখনও বা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই বেঁকে যায় পায়ের আঙুল। যে দিকেই সরাতে যাচ্ছেন, ব্যথা করছে। ঘুমের মধ্যে পায়ের রগ টান খেলে ব্যথায় ঘুম ভেঙে যায়। তখন অনুভব করলেন পা নাড়াতে পারছেন না। অথচ কী করলে ব্যথা কমবে বুঝতেও পারছেন না। তারই মধ্যে দেখছেন পায়ের আঙুল বেঁকে যাচ্ছে। পা টান করা যাচ্ছে না। একইভাবে টান ধরতে পারে কোমর, পিঠ, ঘাড় কিংবা হাতেও। মূলত ঠাণ্ডা আবাহাওয়ার কারণে পেশিতে টান ধরার ঘটনা বেড়ে যায়। শুধু যে ঘুমের মধ্যেই পেশিতে টান লাগবে, এমন নয়। কখনও কখনও হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময়ও পেশিতে প্রবল টান পড়তে পারে। অনেক সময় আমাদের অনিয়মিত ও অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এ ধরনের সমস্যার জন্য দায়ী হয়। এ ছাড়াও একাধিক কারণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে অনেকেই পর্যাপ্ত জল পান করেন না। এর থেকে শরীরে ডিহাইড্রেশনের সৃষ্টি হয়। শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে এই টান ধরার প্রবণতা বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে ধমনীগুলোর ভেতর চর্বির আস্তরণ তৈরি হয়। একে 'অ্যাথেরোস্ক্লেরসিস' বলে। এই আস্তরণ বা প্লাক তৈরির ফলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত চলাচল করতে পারে না, এই সমস্যাকে বলে 'পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ' বা 'পিএডি'। এই সমস্যার কারণে ব্যথা হয় বিভিন্ন অঙ্গে। শীতকালে রগে টান ধরে এমন সমস্যা হতেই থাকে। হঠাৎ রগে টান ধরলে সঙ্গে সঙ্গে কী করা প্রয়োজন জেনে নিন-

-পা সোজা করে পায়ের পেছনের মাংসপেশিতে হালকা মালিশ করতে পারেন।

-গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে হালকা সেঁক বা জলের বোতলে গরম জল দিয়ে সেঁক দিতে পারেন ১৫ থেকে ২০ মিনিট।

-ভয় পাবেন না। কারণ, সহজভাবে শরীর পেশিগুলো ছেড়ে রাখলে কিছু সময়ের মধ্যে ব্যথা চলে যায়।

-গর্ভকালীন যে রগে টান পড়ে, বেশির ভাগ সময় প্রসবের পর পায়ের টান চলে যায়।

কেন হয়-

-শরীরে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়ামের ঘাটতি।

-অতিরিক্ত ব্যায়াম, পরিশ্রম বা পায়ের পেশির বেশি ব্যবহার।

-জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন। খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া।

-গর্ভকালীন, বিশেষ করে শেষের দিকে প্রয়োজনীয় খনিজের অভাবে রগে টান পড়ে।

-বেশি সময় বসে থাকা, শক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, ঘুমের সময় ভুল দেহভঙ্গির কারণে এমন হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়-

-নিয়মিত কাফ মাসল স্ট্রেচিং করতে হবে।

-সোজা হয়ে পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়ালে কাফ মাসলে স্ট্রেচ হয়। ১০ সেকেন্ড ধরে রেখে পা নামিয়ে ফেলুন। তিন বা চারবার করুন। প্রতিদিন অন্তত একবার।

-বসে দুই পা সোজা করে, তোয়ালে দিয়ে পায়ের পাতা সামনের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করুন। ১০ সেকেন্ড ধরে রেখে ছেড়ে দিন। পাঁচ থেকে ছয়বার করুন।

-সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন ৩০ মিনিট করে হাঁটুন।

-শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাব হলে পায়ের মাংস পেশিতে টান লাগে। তাই প্রচুর জল বা তরল গ্রহণ করুন। যেমন স্যুপ, ফলের রস, ডাবের জল ইত্যাদি।

-ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেমন ডিম, দুধ, সবুজ শাক-সবজি, ফল ইত্যাদি।

শীতকালে শিশুদের বাড়তি যত্ন নিন

দুরন্ত বার্তা ঃ এখন প্রচণ্ড শীত! এই নিম্ন তাপমাত্রায় রোগাক্রান্ত হয় বৃদ্ধ ও শিশুরা। আবহাওয়ার দ্রুত তারতম্যের সঙ্গে শিশুরা নিজেকে মানিয়ে নিতে অনেক সময়ই পারে না। তারা খুব স্পর্শকাতর। তাই অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকাল শিশুদের জন্য বেশি কষ্টকর ও অসহনীয় হয়ে ওঠে। এই সময় জ্বর, পেট খারাপ বা ডায়রিয়া, সর্দি, কাশিসহ শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যাসহ নিউমোনিয়ায় পর্যন্ত ভুগতে দেখা দেয়। এ ছাড়া শীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নানা ভাইরাল জ্বরও বেশি হয়। তাই শীতকালে শিশুদের একটু বাড়তি যত্ন প্রয়োজন।

নবজাতক শিশুর যত্ন-

-শীতকালে নবজাতকের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কারণ নবজাতকের তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা খুবই কম, তাই অল্প শীতেই তারা কাবু হয়ে যায়। যে বাচ্চা পূর্ণ ৩৭ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে কাটিয়ে জন্ম নিয়েছে তার ক্ষেত্রে জটিলতা কম। কিন্তু সময়ের আগেই জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। জন্মের আগে নবজাতক শিশু মায়ের পেটে উষ্ণ তাপমাত্রায় অবস্থান করে। এছাড়া শিশুর শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি হতেও সময় লাগে। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে উষ্ণ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। যদি ঘরের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়, তবে সুতির কাপড় পরিয়ে কাঁথা দিয়ে মুড়ে রাখুন। এই মাত্রার নিচে হলে সোয়েটার ব্যবহার করতে পারেন।

-বাচ্চাকে দোলনায় বা আলাদা মশারির নিচে না রেখে মায়ের কোল ঘেঁষে শোয়াবেন। এতে বাচ্চা উষ্ণ থাকবে, মায়ের সঙ্গে আন্তরিকতা বাড়বে ও বুকের দুধ খাওয়াতে সুবিধা হবে। বাচ্চাকে ঘনঘন বুকের দুধ খাওয়ান। দুধ খেতে হালকা ব্যায়াম হয় বলে শরীর নিজ থেকেই উত্তাপ তৈরি করে। এ ছাড়া বুকের দুধে রোগ প্রতিরোধ শক্তি থাকে। ফলে শিশু সহজে ঠান্ডা, কাশি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় না।

-এই সময় বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রেখে উষ্ণতা নিশ্চিত করতে পারেন। তবে ঘরে কয়লা ও তুষের আগুন রাখবেন না। এতে শিশুর ক্ষতি হয়।

-শিশুকে শীতকালে ঘরের বাইরে আনা থেকে বিরত থাকুন। রোদে দিতে হলে জানালার পাশে বা ঘরের বারান্দা থেকে গায়ে রোদ লাগান।

-ঘরের মধ্যে কাপড় না শুকিয়ে ছাদে বা বারান্দায় শুকান।

-যদি পরিবারের কোনো সদস্যের বা কোনো আত্মীয়ের সর্দি, কাশি, ভাইরাল জ্বর ইত্যাদি থাকে, তবে শিশু ও মাকে তাদের থেকে দূরে রাখতে হবে।

-সপ্তাহে দু-তিন দিন ঈষদুষ্ণ জল (৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) দিয়ে স্নান করান। স্নানের আগে ঘরের দরজা-জানালা লাগিয়ে নিন। স্নানের পর শিশুর গায়ে বেবি অয়েল বা ভ্যাসলিন ব্যবহার করুন।

-মনে রাখবেন, নবজাতক শিশুর সামান্য কাশি বা হাঁচিও কিন্তু সন্দেহজনক। তাই কাশি, শব্দ করে শ্বাস টানা, দুধ টেনে খেতে না পারা, শ্বাস নিতে কষ্ট বা পাঁজর নিশ্বাসের সঙ্গে দেবে যেতে থাকলে অতি দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

-শিশুকে রাতের বেলা ডায়াপার পরিয়ে শোয়ান। ডায়াপার ছয় ঘণ্টার বেশি কোনোভাবেই রাখা যাবে না। ডায়াপার থেকে র‍্যাশ হতে পারে, তাই আগে থেকে ভেসলিন বা জিঙ্কসমৃদ্ধ ক্রিম লাগিয়ে দিন।

-শীতে নবজাতককে অবশ্যই হাতমোজা, পামোজা ও কানটুপি পরাতে হবে। উল বা পশমে অ্যালার্জি হলে এগুলো পরিহার করে ভারী সুতির জামা পরান। সন্ধ্যার পর বাইরে না বের হলেই ভালো।

দেড় মাস থেকে এক বছর বয়সি শিশুর যত্ন-

-শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ রাখুন। ঠাণ্ডা পরিবেশে রাখতে হবে। তাই বলে, স্যাঁতসেঁতে ঘরেও তাকে রাখা ঠিক হবে না।

-বাচ্চাকে বুকের দুধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

-ছয় মাসের বেশি হলে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দিন। খিচুড়িতে ডিমের সাদা অংশ, লালশাক, পালংশাক অল্প করে দিতে পারেন। লেবুর রস দেবেন, কমলার রস খাওয়াবেন। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়বে। ঠাণ্ডা খাবার পরিহার করুন।

-যেসব বাচ্চা হামাগুড়ি দেয়, দেখবেন তারা যেন ঠাণ্ডা মেঝেতে হামাগুড়ি না দেয়। তবে কার্পেট ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ কার্পেটের রোয়া থেকে বা ধুলো থেকে অ্যালার্জি হয়। তাই মাদুর বা ম্যাট ব্যবহার করা ভালো।

-একদিন পর পর ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে স্নান করান। স্নানের পর বেবি লোশন লাগাবেন। তেলজাতীয় কিছু লাগাবেন না।

-বাচ্চাকে নরম কাপড়ের জুতা পরানোর অভ্যাস করুন ও শোয়ানোর সময় মোজা পরিয়ে নিন।

-মনে রাখবেন, এই বয়সি বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। তাই সর্দি, কাশি সহজেই লেগে যায়। বাচ্চাকে খুব জনবহুল স্থানে (মেলা, পিকনিক) না নিয়ে যাওয়াই ভালো।

এক থেকে ছয় বছরের বয়সের শিশুর যত্ন-

-এ বয়সে শিশুরা অনেক খেলাধুলা ও দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। তাই খুব বেশি গরম ও ভারী কাপড় পরার প্রয়োজন হয় না। তবে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় ও বিকালে খেলতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত উষ্ণতা নিশ্চিত করুন।

-বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালে পরস্পরের মাধ্যমে শীতকালে কিছু সংক্রমণ রোগ ও ছোঁয়াচে চর্মরোগ বিস্তার লাভ করে। তাই শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখুন। নিয়মিত লোশন লাগান যেন ত্বক শুষ্ক হয়ে না যায়। বাসি, বাজারের খোলা খাবার ও ঠাণ্ডা খাবার পরিহার করে গরম ও ঘরে তৈরি করা খাবার দিন এবং তাজা শাকসবজি, ফলমূল খাওয়ান।

-শীতকালীন শাকসবজি ও ফল বেশি করে খেতে দিন। করোনার সবচেয়ে বড় শিক্ষা স্বাস্থ্যবিধি যেমন হাত ধোওয়া ও মাস্ক পরা নিশ্চিত করুন।

যেসব লক্ষণ দেখে বুঝবেন থাইরয়েড

দুরন্ত বার্তা ঃ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ থাইরয়েড গ্রন্থি ও থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা নিয়ে বসবাস করছে। এটি দুই ধরণের। হাইপোথাইরয়ডিজম ও হাইপারথাইরয়ডিজম। হাইপোথাইরয়ডিজম মূলত তিনটি কারণে দেখা যায়। এক. সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তৈরি না হলে কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়। দুই. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সক্রিয় হলে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড খারাপ হয়ে যায়। তখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কাজ করে না। এটা অটোইমিউন হাইপোথাইরয়ডিজম। তিন. অপারেশনের কারণে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বাদ দিতে হলে বা 'রে' দেওয়ার কারণে থাইরয়েড নষ্ট হয়ে গেলে হাইপোথাইরয়ডিজম হতে পারে। আর শরীরে অ্যান্টিবডি অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করলে হাইপারথাইরয়ডিজমের সমস্যা দেখা যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ের পর ওষুধের ডোজ বেশি হলে, তার থেকে হাইপারথাইরয়ডিজম হতে পারে। থাইরয়ডাইটিস বা রক্তে ইনফেকশন হলে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। যেসব অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব রয়েছে, সেখানে আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়।

হাইপোথাইরয়ডিজমে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় ঃ ভালো না লাগা ও সঙ্গে লেথার্জিক ভাব, ত্বক খসখসে হয়ে যায়, পা অল্প ফুলে যায়, খিদে ভাব কমে যায়, চুল পড়তে শুরু করে, ওজন অল্প বেড়ে যায় (৫-৬ কিলোগ্রাম), স্মৃতিশক্তি কমে যায়, খিটখিটে ভাব, কনস্টিপেশনের সমস্যা হয়, ব্লাড প্রেশার বাড়তে পারে, বন্ধ্যাত্বর সমস্যা হতে পারে, প্রেগনেন্সির সময় অ্যাবরশন হতে পারে, কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজমে শিশুর ব্রেনের বিকাশ হয় না, শীতশীত ভাব দেখা যায়, পিরিয়ডে সমস্যা হতে পারে।

হাইপারথাইরয়ডিজমে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় ঃ খিদে বেড়ে গেলেও ওজন কমতে থাকে, প্রচণ্ড গরম লাগে, বুক ধড়ফড় করে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে, পিরিয়ডের সমস্যা হয়, ত্বক কালো হয়ে যায়, হার্টের সমস্যা হতে পারে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়, বেশি বয়সে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ থাইরয়েডের সমস্যা নির্ধারণের জন্যে ব্লাড টেস্ট করা হয়। হাইপোথাইরয়ডিজমের চিকিৎসা ওষুধের মাধ্যমে করা হয়। হাইপারথাইরয়ডিজমের চিকিৎসায়ও ওষুধ দেওয়া হয়। তবে ওষুধে কাজ না করলে, তখন সার্জারি বা রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন থেরাপির কথা ভাবা হয়। গয়টারের সমস্যা হলে ফোলা অংশ ম্যালিগনেন্ট কি না তা নির্ণয় করা হয়। ম্যালিগনেন্ট নির্ধারিত হলে এবং শুরুর দিকে ধরা পড়লে রেডিওঅ্যাক্টিভআয়োডিন পদ্ধতির মাধ্যমে থাইরয়েড ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে থাইরয়েডের সমস্যা হলে আয়োডাইজড সল্ট খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

শরীরে ভিটামিন ডি পেতে জরুরি রৌদ্রস্নান

দুরন্ত বার্তা ঃ মূলত হাড়, দাঁত ও মাংসপেশির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভিটামিন 'ডি'। ক্যান্সার প্রতিরোধ, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মাল্টিপল স্কেলেরোসিসসহ আরও কিছু রোগ প্রতিরোধে এর বেশ ভূমিকা রয়েছে। ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক রেখে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে এটি সাহায্য করে। এ ছাড়া এই ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের সুস্থতার জন্য যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিটামিন 'ডি'র প্রধান উৎস সূর্যের আলো। রৌদ্রস্নান তাই খুব দরকারি। এ ছাড়া কলিজা, ডিমের কুসুম, দুধ ও দুধজাত খাদ্য, সামুদ্রিক মাছের তেল, সামুদ্রিক মাছ, কিছু মাশরুম, কমলার শরবত, সাপ্লিমেন্টারি ইত্যাদিতে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। সূর্যরশ্মির পরশ দেহে লাগলে ত্বকের নিচে তৈরি হয় ভিটামিন 'ডি'র প্রাথমিক যৌগ। সাধারণত ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ ভিটামিন ডি তৈরি হয় সূর্যালোক থেকে।

সূর্যস্নান করুন সরাসরি ঃ ভিটামিন 'ডি' কাচ ভেদ করে দেহে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে কাঁচের জানালা গলে নেমে আসা সূর্যরশ্মিতে স্নান করে লাভ নেই। আবার সূর্যস্নানের জন্য সমুদ্র সৈকতেও শুয়ে থাকার দরকার নেই। দরকার শুধু পর্যাপ্ত সূর্যালোক সরাসরি দেহে লাগানোর ব্যবস্থা করা। তবে পাহাড়ের চূড়ায় ভিটামিন 'ডি' বেশি থাকে বলে জানা গেছে।

গ্রীষ্মের রোদ বেশি ভালো ঃ গ্রীষ্মের রোদ যতটা ভিটামিন 'ডি' তৈরি করে, শীতের রোদ ততটা পারে না। সে জন্য গ্রীষ্মের রোদে ১৫ মিনিট থেকে ঘণ্টা দুয়েক হিসাবে সপ্তাহে দুই দিন দেহে রোদ লাগালে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' মিলবে। রোদে যেতে হবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে। তবে ঠিক কত সময় এই ত্বকের কারখানায় ভিটামিন তৈরি হবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থান, ঋতুভেদ, দিনের কোন অংশের আলো, আকাশের অবস্থা, বায়ুদূষণ, ত্বকের তারতম্যসহ অনেক কিছুর ওপর।

দরকার নির্মল পরিবেশ ঃ দূষিত বায়ু ভিটামিন 'ডি' তৈরি করতে পারে না। বায়ুদূষণের কারণে অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুতে শোষিত হয়। যেসব জায়গায় বায়ুদূষণের মাত্রা বেশি, সেখানকার মানুষের ত্বক ভিটামিন তৈরিতে বাধা পায়। তাই বসবাসের পরিবেশ যেন দূষিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

সবাই করুন রৌদ্রস্নান ঃ যাঁরা বিভিন্ন কারণে বাইরে বের হন কম কিংবা বেরোলেও পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখেন, তাঁদের শরীরে ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

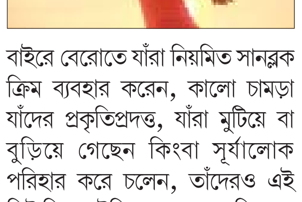

বাইরে বেরোতে যাঁরা নিয়মিত সানব্লক ক্রিম ব্যবহার করেন, কালো চামড়া যাঁদের প্রকৃতিপ্রদত্ত, যাঁরা মুটিয়ে বা বুড়িয়ে গেছেন কিংবা সূর্যালোক পরিহার করে চলেন, তাঁদেরও এই ভিটামিন ঘাটতির আশঙ্কা বেশি। সব বয়সের মানুষকে রোদে আসতে হবে ভিটামিন 'ডি' পেতে। তবে সত্তরোর্ধ্ব বয়সী ভাঁজ পড়া ত্বক অনেক সময় লাগায় ভিটামিন 'ডি' তৈরি করতে। সে জন্য বয়স্ক মানুষকে ভিটামিন 'ডি'র জন্য খানিকটা বেশিক্ষণ রাখতে হবে সূর্যস্নানে। আর তাঁদেরই বেশি দরকার এই ভিটামিন।

ফের সমবায় নির্বাচনে জয় পেল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২২ জানুয়ারি ঃ হাত ধরে এবং না ধরে কোনওভাবেই জিততে পারছে না সিপিএম-বিজেপি। একাধিক সমবায় সমিতির নির্বাচনে হারের ধারা অব্যাহত। নন্দকুমার মডেল একদিকে ফেল করছে। আবার পৃথক লড়াই করে সিপিএম যদিও দু'একটা সমবায় ধরে রাখতে পারছে, বিজেপি জোট করে এবং না করে কোনওভাবেই সমবায় নির্বাচনে দাগ কাটতে পারছে না। ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে বড় ধস নামবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এবার পরাজয় ধনঞ্জয়পুর-গোবিন্দনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে। এবার বিরোধী দলনেতার জেলাতেই ফের পরাজয়ের মুখ দেখতে হল। একটি আসনও জিততে পারল না সিপিএম-বিজেপি। বরং তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি আসন জিতে বিরোধীদের ওয়াশ-আউট করে দেয়। ধনঞ্জয়পুর-গোবিন্দনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে আসন সংখ্যা ছিল ১২টি। এখানে একটি আসনও বিরোধীরা জিততে পারেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের এই সমবায় সমিতিতে কার্যত গোহারা হল বিরোধীরা। সবুজ আবিরে রবিবাসরীয় দুপুরে ঢেকে গেল গোবিন্দপুর এলাকা। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল ১২টি আসনে। সিপিএম প্রার্থী দিয়েছিল ১২টি আসনে এবং বিজেপি প্রার্থী দিয়েছিল ১১টি আসনে। সকাল থেকে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্বিঘ্নে চলে ভোটদান প্রক্রিয়া। ১২টি আসনে নিরঙ্কুশভাবে জয়লাভ করে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলাফলের পর সবুজ আবিরে রাঙিয়ে ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। উল্লেখ্য, পাঁশকুড়ার সমবায় সমিতির নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। কোলাঘাটেও একই অবস্থা হয়েছিল। তমলুকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার। মহিষাদলের গেঁওখালি কৃষি সমবায় সমিতিতেও পরাজয় দেখতে হয়েছিল সিপিএম-বিজেপিকে। পূর্ব মেদিনীপুরে একাধিক সমবায় সমিতি নির্বাচনে সিপিএম-বিজেপির পরাজয় কার্যত মানুষের রাজনৈতিক প্রত্যাখ্যান বলেই মনে করা হচ্ছে। এবার আবারও সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ে উৎসাহিত হলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।

নেতাজি স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি সংরক্ষেণর দাবী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ সোমবার ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মদিন। ঠিক তার আগে মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ পুরসভা এলাকার ভট্টপাড়ায় নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি সংরক্ষণ করার দাবি তুললেন এলাকারই বাসিন্দারা। বাড়িটি স্থানীয়রা 'অধিকারীদের বাড়ি' হিসাবেই চেনেন। তাঁদের দাবি, ১৯২৯-১৯৩৯ সালের মধ্যে জিয়াগঞ্জ শহরের ভট্টপাড়ার সুকুমার অধিকারীর এই বাড়িতে চারবার এসেছিলেন নেতাজি। সেই বাড়িই এখন দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। তাই দ্রুত এই বাড়ি সংস্কার করা না হলে ও তা হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষিত না হলে দ্রুত ভাঙা পড়বে নয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। জিয়াগঞ্জবাসীর এই দাবি সম্পর্কে পূর্ণ ভাবে ওয়াকিবহাল জিয়াগঞ্জ পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাড়িটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পুরসভা এককভাবে কিছু করতে পারছে না বলে জানিয়েছে। আবার বাড়িটি যাদের সেই পরিবারও এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে বাড়িটি নিয়ে তাঁরা ঠিক কী করবে। স্থানীয়দের দাবি নেতাজি সুকুমার অধিকারীর এই বাড়িতে চারবার এসেছিলেন। প্রথমবার ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী তাজবাহাদুর দুগারের হয়ে প্রচার করতে জিয়াগঞ্জে এসেছিলেন। ভোটপ্রচারে এসে সুকুমার অধিকারীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে রাত্রিযাপন করেন তিনি। এরপরে ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সাল এই তিন বছরে তিনবার ভট্টপাড়ার অধিকারী বাড়িতে এসেছিলেন নেতাজি। অধিকারী পরিবারের বর্তমান সদস্যরা কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে জিয়াগঞ্জে থাকেন না। স্বাভাবিকভাবেই দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে এটি কার্যত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বাড়ির চত্বরে গজিয়ে ওঠা আগাছায় ঢাকা পড়েছে বাড়ির প্রবেশ গেট থেকে অন্দরমহলের প্রবেশ পথ। অথচ একসময় এই বাড়ি মানুষজনে গমগম করত। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নেতাজির সঙ্গে সুকুমার অধিকারীর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। নেতাজি জিয়াগঞ্জে এলেই ভট্টবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। জিয়াগঞ্জের অন্য কোথাও তাঁর খাওয়ার জন্য এলাহি আয়োজন করা হলেও এই বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া সারতেন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামী মুর্শিদাবাদ জেলার যে সব মহিলাদের নাম জানা যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৃণাল দেবী। তিনি একাধারে ছিলেন সুভাচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ও সুকুমার অধিকারীর স্ত্রী মণিমালা দেবীর সহদোরা। সেই সূত্রেই মণিমালা দেবীকে দিদি বলে ডাকতেন নেতাজি এবং তাঁর হাতের রান্না বিশেষ করে গলদা চিংড়ির মালাইকারী নেতাজি খেতে খুবই ভালবাসতেন। সেই নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি এখন পড়ে আছে চরম অবহেলা ও অযত্নে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সৈনিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও পুরসভা এগিয়ে আসুক। যদিও জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, বাড়িটি সংস্কার করে সংরক্ষণের জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে একটা চিন্তাভাবনা রয়েছে। তবে অধিকারী পরিবারের বর্তমান সদস্যরা এই বিষয়ে আমাদের কোনও প্রস্তাব দেননি। প্রস্তাব পেলে সংস্কার ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

রেলপথে নজরদারি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ মাও অধ্যুষিত এলাকায় থাকা রেলপথে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করলো প্রশাসন। ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারিকে সমনে রেখে চরম সতর্কতা পুলিশের। খড়গপুরের পর থেকে টাটা পর্যন্ত গোট এলাকাটাই মাওবাদী অধ্যুষিত। একাধিক নাশকতার ঘটনাও ঘটছে এই এলাকায়। সেই দিকে নজর রেখেই খড়গপুরের পর থেকে সমস্ত স্টেশনে রবিবার দুপুর থেকে স্পেশাল ড্রাইভ শুরু করছে পুলিশ। সাথে বোম স্কোয়াডের টিম ও স্নিফার ডগ। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। কোন রকমের যাতে কোথাও নাশকতা না ঘটতে পারে তার জন্য কড়া ব্যবস্থাপনা। স্টেশন চত্বর, রেল ট্রাক সমস্ত কিছুই কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করছেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি প্লাটফর্মে যে সমস্ত যাত্রীরা ট্রেন ধরতে আসছেন তাদের লাগেজ ও চেক করে দেখা হচ্ছে। অপর দিকে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও চলছে বিভিন্ন জায়গাতে লাগাতার নাকা চেকিং। বিভিন্ন কালভার্ট গুলিতে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), হাওড়া, ... হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ... [illegible]

HWH-376/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

মশারি বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জানুয়ারি ঃ একদিকে ডেঙ্গু, অন্যদিকে প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলে রয়েছে সাপের উপদ্রব। তা থেকে বাঁচতে অত্যন্ত জরুরি মশারি। এই কথা মাথায় রেখে শান্তিনিকেতনের একদল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষকরা মশারি বিতরণের উদ্যোগ নেন। এদিন ইলামবাজারের চৌপাহাড়ী জঙ্গলমহল এলাকায় খয়েরডাঙা, জাম্বুনি, আমখই প্রভৃতি গ্রামে শতাধিক মশারি ও মিষ্টি বিতরণ করেন তাঁরা মানুষজনের মধ্যে। শুধুমাত্র বিতরণ নয়, পাশাপাশি আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামগুলিতে মানুষজনকে সচেতন করা হয়। যাতে তারা মশারি ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গত, মশা থেকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু আক্রান্ত হতে হয়। তার জন্যই প্রয়োজন আগাম সতর্কতা। গ্রামাঞ্চলে সাপের কামড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয় প্রতিবছর। আবার অনেকের জীবন বেঁচে যায়। প্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে মশারি খাটিয়ে শোয়ার প্রবণতাও কম। তাই এই বিশেষ উদ্যোগ। অধ্যাপিকা পূজা কর্মকার বলেন, আমরা যে মশারি দান করছি তা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সচেতন করা। যাতে মশা ছাড়াও সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পায় গ্রামের মানুষজন। গ্রামবাসীদের মধ্যে সরেন মুর্মু বলেন, ইলামবাজারে চৌপাহাড়ী জঙ্গলে প্রায় ১৪টি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম রয়েছে। তার মধ্যে এদিন ৩টি গ্রামে মশারী দেওয়া হল। খুব ভালো উদ্যোগ। সামনে ধান পোতা হবে তখন প্রচণ্ড মশা হয়। এছাড়া সাপ, মাকড়সা তো আছে। তাই এটা একটা ভালো কাজ হল। ইলামবাজারের বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামগুলিতে মাঝে মধ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ ওই অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা নিলে ভালোই হয় বলে মনে করছেন সেখানকার মানুষজন।

মোদি ও মমতাকে কটাক্ষ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীরের কথায়, মমতা দিদি এমন কিছু করবেন না যাতে মোদি রেগে যান। শুধু তাই নয়, মমতা-মোদির বোঝাপড়াকে 'মো-মো' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। উত্তরবঙ্গ থেকে এদিন ঠিক এই সুরেই দুই নেতৃত্বকে একজোটে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আর সেখান থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগে সরব কংগ্রেস নেতা। অধীরের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চটাতে চান না বলেই কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় 'না' করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অধীরের নেতৃত্বে এদিন শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শুরু হয় ভারত জোড়ো যাত্রা। এরপর সেই পদযাত্রা সেখান থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে মাটিগাড়ার মায়াদেবী ক্লাব মাঠে এসে পৌঁছায়। বাংলায় ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তির ঠিক একদিন আগে ফের অধীরের নিশানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, নরেন্দ্র মোদিকে চটাতে চান না বলেও আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও তাতে যোগ দেননি মমতা। এদিন প্রকাশ্যে অধীর দাবি করেন, মোদির সঙ্গে মমতার বোঝাপড়া হয়েছে বলেই তিনি ভারত জোড়ো যাত্রা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। তাঁদের বোঝাপড়াকে 'মো-মো' বলে আখ্যা দিয়ে অধীর বলেন, মোদিজী যখন বলেন কংগ্রেসমুক্ত ভারত, তখন মমতাও বলেন বাংলা থেকে কংগ্রেসকে সরানো উচিৎ। উল্লেখ্য, ভারত জোড়ো যাত্রায় মোট ২২টি দলকে আমন্ত্রণ জানায় কংগ্রেস নেতৃত্ব। তৃণমূল ছাড়াও সেই তালিকায় রয়েছে জেডিইউ, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা, তেলেগু দেশম পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, ডিএমকে, সিপিএম, সিপিআই, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, পিডিপি, এনপিপি, এমডিএমকে-সহ মোট ২২টি দল।

বাইক চুরিতে ধৃত

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ জানুয়ারি ঃ বাইক সারানোর গ্যারাজ আছে মামার। সেই গ্যারেজে যাতায়াত ছিল বেসরকারি ইংরেজি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ভাগ্নের। ওই গ্যারেজে থাকা একটি চাবি নিয়ে অন্য একটি বাইকের লক খুলে ফেলে ভাগ্নে। ব্যাস, এতেই মাথায় খেলে যায় দুর্বুদ্ধি। সেই চাবি দিয়ে এরপর একটি বাইকে চুরি করে মামার গ্যারেজ এনে রাখে সে। মামা তখন সেই বাইকের কথা জানলেও, তা পুলিশকে জানায়নি। আসানসোলের রেল শহর চিত্তরঞ্জনের চিলড্রেনস পার্ক এলাকায় আবার একটা বাইক চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে ওই অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া। এবার তার সঙ্গী ছিল আরও এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া এক বন্ধু। এদিন চিত্তরঞ্জন থানার পুলিশ ওই দুই পড়ুয়াকে হাতেনাতে ধরে। তারপরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। এরপর খোঁজ করতে করতে অভিযুক্তর মামার গ্যারেজ থেকে একটি চোরাই বাইক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। মামাকেও পুলিশ রবিবার আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে জেরায় ওই দুই নাবালক পড়ুয়া পুলিশকে জানিয়েছে, যেহেতু তাদের বাবারা বাইক কিনে দিতে পারেননি। তাই তারা চুরির উদ্দেশ্যে নয়, ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই কাজ করছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন জনকেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নেতাজির মূর্তি বসাচ্ছে ব্লক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি ঃ ৯৫ বছর পূর্বে হিলিতে পা রেখেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই গৌরবগাথা সংরক্ষণ করতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণে দেশনায়কের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসাচ্ছে ব্লক প্রশাসন। পরাক্রম দিবসের পূর্ণ তিথিতে সাধারণ মানুষের জন্য নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে জেলা প্রশাসন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর স্মৃতি হাতড়াচ্ছে হিলিবাসী। প্রবীণ ইতিহাসবিদ অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার জানান, ১৯২৮ সালের ২৬ মে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে দার্জিলিং মেলে ভোরবেলায় হিলি রেলস্টেশনে পৌঁছান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। তারপরেই অসংখ্য সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে নেতাজিকে স্বাগত জানান। এরপরে তিনি সারদা ভবন পাঠাগার পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে নেতাজিকে হিলি বারোয়ারী তলায় নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তারপরে তিনি রায় সাহেব অর্থাৎ হিলির জমিদার কুমুদ নাথ দাসের বাসভবনে পদার্পণ করেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয় তাঁর। ওই জমিদার বাড়িতেই রাত্রিবাস করেন সুভাষ বসু। জমিদার বাড়িতে আজও নেতাজির ব্যবহৃত চেয়ার, খাঠ সহ বৈঠকখানা স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হিলি থেকে বালুরঘাটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যান প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার। সেখানে কংগ্রেস ভবনের উদ্বোধন করেন নেতাজি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যবহার করা আসবাবপত্র দেখভালের দায়িত্ব জমিদার বাড়ির কেয়ারটেকার মহাবীর প্রসাদ রজকের ওপর। তাঁর কথায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আবেগ। তাঁর ব্যবহৃত জিনিস নিয়ে কাজ করা গর্ববোধের। ছোটবেলা থেকেই জমিদার বাড়িতে নেতাজি পদার্পণের ইতিহাস শুনেছি। খাঠ, চেয়ার ও বৈঠকখানা যতটা সম্ভব যত্নে রাখা হয়েছে। হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুভঙ্কর মাহাত বলেন, হিলিতে নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর পদার্পণের ইতিহাস সংরক্ষণ করতেই পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিডিও অফিস বা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসানো হচ্ছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মানুষের জন্য মূর্তিটি উন্মোচিত করা হবে। এমন কাজ করা সকলের কাছেই আবেগঘন অনুভূতি।

দিদির দূত মৌসম

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সারা রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি। রবিবার তারই অঙ্গ হিসেবে মালদার রতুয়া-২ ব্লকের আড়াইডাঙ্গায় এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর এবং রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি। এছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে পা মেলান ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রকিবুল হক, সহ-সভাপতি সুব্রত কর্মকার সহ অঞ্চলের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। এদিন আড়াইডাঙ্গা গোবরজনা কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এরপর আড়াইডাঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ মানুষ ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিকদের সাথে। রোগীদের সাথে কথা বলে দিদির দূতেরা জানতে পারেন হাসপাতালে পানীয় জলের সমস্যা, ওষুধের অভাব, শৌচাগারের সমস্যা, ডাক্তারদের হাসপাতালের বাইরে টাকা নিয়ে রোগী দেখা একটি বড় সমস্যা। অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, বর্তমান রাজ্য সরকারের যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চলছে সেগুলির সুবিধা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কি না, এলাকায় এখনও কি কি সমস্যা হচ্ছে জনসাধারণের সমস্ত বিষয় নিয়ে, এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূলের নেতা- কর্মীরা। রাজ্য সরকারের সমস্ত রকম সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ পেতে পারেন সেই বিষয়টি তারা সুনিশ্চিত করেন। আগামী দিনে দিদির এই সুরক্ষা কর্মসূচি তৃণমূল সরকারকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে আসবেই বলে তারা মনে করেন।

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি ঃ রাস্তার কাজে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। রবিবার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূল পরিচালিত। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিলগাঁও থেকে রাজবংশী পাড়া পর্যন্ত প্রায় ২৫০ মিটার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। বরাত পেয়েছেন স্থানীয় এক ঠিকাদার। ইতিমধ্যেই ১০০ মিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, নির্মাণের ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। এই অভিযোগে রবিবার সকালে বিক্ষোভ দেখান ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলগাঁও ও রাজবংশী পাড়ার একাংশ বাসিন্দা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দায়সারাভাবে কাজ করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার। স্থানীয় বাসিন্দা ঝরু রাজবংশী বলেন, এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ যাতায়াত করে। অথচ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে রাস্তার কাজ করছেন ঠিকাদার। এবিষয়ে প্রধান কৃষ্ণ বর্মন বলেন, রাস্তার কাজ চলছে। তবে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ওঠায় বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

মাছের উৎসব

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গাপুরবাসীকে হরেক মাছের স্বাদ দিতে মৎস্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল। রবিবার দুর্গাপুরের স্টিল টাউনশিপের কনিষ্ক রোডে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' শীর্ষক মৎস্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে, ১১ কুইন্টাল বিভিন্ন মাছের নানান পদ রান্না করা হয়। প্রায় দু'হাজার মানুষ এদিনের উৎসবে হাজির হয়ে মাছ ভাত খান। উদ্যোক্তারা বলেন, এই মৎস্য উৎসব আয়োজনের পিছনে আসল কারণ হল, বাঙালির কাছে মাছ-ভাত আরও বেশি বেশি করে জনপ্রিয় করা।

NAME CHANGE

I, am MANJAR AQUIL ANSARI, S/o Abdul Rauf Ansari R/o, 3/9, G.C.R.C Ghat Road, Shibpur, Howrah-711102, also known as MANZAR AQEEL ANSARI. Therefore, MANJAR AQUIL ANSARI and MANZAR AQEEL ANSARI are same and one identical person, vide affidavit sworn before 1st class Judicial Magistrate at Howrah on 19.01.23.

Name Change

I, MD AURANGZEB (Old Name) S/o MD MUAJJIM KHAN residing at BARAJALA MAKALHATI PO BIDHANGARH PS RABINDRANAGAR, DIAMOND HARBOUR 700066 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) MD AURANGAJEB KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023. MD AURANGZEB and MD AURANGAJEB KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, HASIBUR RAHAMAN (Wrong Name) S/o SK AZIUR RAHAMAN residing at Tamijuddin Mistri Lane, Makalhati Borojalal Masjid, Maheshtala (M), PO-Bidhangarh, PS-Rabindra Nagar, Kolkata-700066 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)SK HASIBUR RAHAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas on 20/01/2023. HASIBUR RAHAMAN and SK HASIBUR RAHAMAN both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Aunchar Gazi (Old Name) S/o Mahammad Gazi residing at Beraliya, Balarampur, Madarat, Baruipur, S 24 Pgs Pin- 743610 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Md Anchhar Gazi (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023.Md Aunchar Gazi and Md Anchhar Gazi both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHTAB ALAM (Old Name) S/o MANZARUL ALAM residing at Z-3/214, DR A.K ROAD, BADARTALA, KOLKATA 700044 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) MD MAHTAB ALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 21/01/2023. MAHTAB ALAM and MD MAHTAB ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH JIYAUR RAHAMAN (Wrong Name) S/o SK SHAHAJAN residing at Tamijuddin Mistri Lane, Makalhati Borojalal Masjid, Maheshtala (M), PO-Bidhangarh, PS-Rabindra Nagar, Kolkata-700066 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)SK JIYAUR RAHAMAN(DOP-05.05.1974), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas on 20/01/2023. SEKH JIYAUR RAHAMAN and SK JIYAUR RAHAMAN both are same and one identical person.

খেলার মাঠে মৃত্যু প্রবীণ ফুটবলারের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ এপার বাংলায় খেলতে এসে প্রয়াত বাংলাদেশের ফুটবলার হানিফ রসিদ ডাব্লু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে খেলতে এসে মৃত্যু তাঁর। খেলা চলাকালীন আচমকাই মাঠে পড়ে যান হানিফ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে গ্রীনল্যান্ড ডুয়ার্স ভেটেরান্স ক্লাবের উদ্যোগে গয়েরকাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে দু'দিন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রবিবার সেই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। রবিবার শেষ খেলায় মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ও মালদা। সেখানেই খেলা চলাকালীন হঠাৎ মাঠে পড়ে যান ওই বাংলাদেশি খেলোয়াড়। সঙ্গে সঙ্গে মাঠেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ, সেই মুহূর্তে খেলার মাঠে কোনও অ্যাম্বুলেন্স ছিল না। তবে এত বড় খেলার আয়োজনের পরেও মাঠে অ্যাম্বুলেন্স না থাকায় পরিষেবা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অপরদিকে, মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসার পরও ওই ফুটবলারের জ্ঞান না ফেরায় তাঁকে খুব দ্রুততার সহিত মাঠ থেকে উদ্ধার করে গাড়িতে করেই বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রেলগেটের কাছে আটকে পড়ে সেই গাড়ি। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে কী কারণে মৃত্যু তা এখনো খোলসা করেননি চিকিৎসকরা। ঘটনায় জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন, ভেটারেন্স প্লেয়ারদের নিয়ে বানারহাটের একটি ক্লাব ফুটবল খেলার আয়োজন করেছিল। খেলা শুরু হলে মাঠেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বাংলাদেশের এক খেলোয়াড়। এরপর তাঁকে বীরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরদিকে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত বলেন, এই কমিটি আমাদের কোনও অনুমতি নেয়নি। তবে এটি একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মাঠে অ্যাম্বুলেন্স রাখা বাধ্যতামূলক। কেন রাখেনি তা খতিয়ে দেখা হবে।

অচৈতন্য মহিলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ মালদা শহরের জাতীয় সড়কের কাছ থেকে অচৈতন্য অবস্থায় এক মহিলাকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের রথবাড়ি সংলগ্ন চাটাই পট্টি এলাকার জাতীয় সড়কের ধারে। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এরপরই অচৈতন্য ওই মহিলাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ওই মহিলার কাছে থাকা একটি পরিচয় পত্র থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে , অসুস্থ এই মহিলার নাম সপ্তমী মন্ডল (২৫)। তার বাড়ি মোথাবাড়ি থানার গঙ্গানারামপুর এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এই এলাকায় এসে ওই মহিলা বিষ জাতীয় কিছু পান করেন। তারপরে রাস্তার ধারে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যান। তড়িঘড়ি স্থানীয় কিছু মানুষ ছুটে এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি ব্যবস্থা করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এইচডব্লুএইচ-I-১৯-২২-২৩ (ওপেন টেন্ডার) (একক প্যাকেট সিস্টেম)-এর জন্য ই-টেন্ডারিং। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)-I, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, ডেকলপাটি, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিল করা টেন্ডার নোটিশ আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: পূর্ব রেলের কনস্ট্রাকশন [illegible] ... আনুমানিক মূল্য : ₹ ৬,৮১,০০,০০০.০০। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। বায়না অর্থ : ₹ ৪,৯০,৫০০.০০। কাজ শেষ করার সময়সীমা: ৩ (তিন) মাস। টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৬.০২.২০২৩ দুপুর ১২টা। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। ... [illegible] CON-107/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
(1) Notice Inviting Tender No. 72/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_453108, Date: 19.01.2023
(2) Notice Inviting Tender No. 73/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_453104, Date: 19.01.2023

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for total 2(Two) Nos. similar nature of works. Fund: 15 th FC Untied. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from **21.01.2023 at 5.30PM upto 01.02.2023 at 1.00 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **01.02.2023 at 3.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid(Online) on **03.02.2023 at 3.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

OFFICE OF THE PRADHAN
BARAURMA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O,-Sagma ,P.S.- Balarampur, Dist.- Purulia, Pin.-723153 (W.B.)

E- TENDER are hereby invited by the Pradhan, Baraurma Gram Pnachayat from the bonafide and eligible contractor for the various scheme of 15 th FC/14thFC/3 rd SFC Fund under the terms and condition of Baraurma Gram Panchayat under Balarampur Panchayat Samity .For all information and all details please visit website – **https://www.wbtenders.gov.in**

Summary of E tender

e-TENDER No:-NIeT 01 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023 --15 th FC
e-TENDER No:- NIeT 02 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023--15 th FC
e-TENDER No:- NIeT 03 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023--15 th FC
e-TENDER No:- NIeT 04 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023--15 th FC
e-TENDER No:- NIeT 05 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023--14 th FC
e-TENDER No:- NIeT 06 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023--14 th FC/3 rd SFC
e-TENDER No:- NIeT 07 /2022-23 /BUGP dated 20/01/2023 --14 th FC

Date and Time Schedule for all the NIT is as follows:

Sl. No.	Particulars	Date & Time
1.	Starting Date of Downloading of Documents (Online)	**20/01/2023**
2.	Last Date of Downloading of Documents (Online)	**31/01/2023 upto 4.00 PM**
3.	Starting Date of Submission of Bid (Online)	**20/01/2023**
4.	Last Date of Submission of Bid (Online)	**31/01/2023 upto 4.00 PM**
5.	Opening Date of Technical Bid (Online)	**03/02/2023 after 11.00 AM**

DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD.

Sd/-Pradhan
Baraurma GP

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল ভারত

ভুবনেশ্বর, ২২ জানুয়ারি ঃ হকি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল ভারত। কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হতে গেলে ভারতকে আজ রবিবার ক্রসওভারের ম্যাচে হারাতেই হতো নিউজিল্যান্ডকে। ভারতের চেয়ে ক্রমতালিকায় এবং পারস্পরিক দ্বৈরথের নিরিখে পিছিয়ে থাকা কিউয়িরা অবশ্য দারুণ প্রত্যাবর্তনের পর শেষ অবধি জয় ছিনিয়ে নিল পেনাল্টি শ্যুটআউটে। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আজ ভুবনেশ্বরে ক্রসওভার পর্যায়ের ম্যাচে ভারতের সামনে ছিল নিউজিল্যান্ড। প্রথম কোয়ার্টারে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারত ২টি গোল করে, নিউজিল্যান্ড পায় ১টি গোল। ১৭ মিনিটে ললিত কুমার উপাধ্যায়ের ফিল্ড গোল এগিয়ে দিয়েছিল ভারতকে। ২৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল পান সুখজিৎ সিং। যদিও ২-০ লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ভারত। ২৮ মিনিটে লেন স্যাম গোল করে ব্যবধান কমান। বিরতিতে ভারত এগিয়ে ছিল ২-১ গোলে। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারত ও নিউজিল্যান্ড দুই দলই একটি করে গোল করে। ম্যাচের ৪০ মিনিটের মাথায় বরুণ কুমার ভারতকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। পেনাল্টি কর্নার থেকেই এই গোলটি করতে সক্ষম হয় ভারত। যদিও মাত্র ৬ মিনিটের ব্যবধানে পেনাল্টি কর্নার থেকেই জোড়া গোল করে ৩-৩ করে ফেলে নিউজিল্যান্ড। ৪৩ মিনিটে রাসেল কেন এবং ৪৯ মিনিটে ফাইন্ডলে সিন গোল করেন। পেনাল্টি শ্যুটআউটে শ্রীজেশ টানা তিনটি শট বাঁচিয়ে ভারতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছিলেন। কিন্তু সাডেন ডেথে বাজিমাত করে নিউজিল্যান্ড। পেনাল্টি শ্যুটআউটে দুবার গোল করতে ব্যর্থ হন শামসের সিং। ভারতের হয়ে দুটি গোল রাজ কুমার পালের। হরমনপ্রীত সিং একবার মিস করেন, তবে পরে তিনি একটি গোল করেন। পেনাল্টি শ্যুটআউটে ভারতের চারটির মধ্যে বাকি গোলটি করেন সুখজিৎ সিং। সুখজিৎ অবশ্য একবার মিস করেছেন, গোল করতে ব্যর্থ হন অভিষেকও। নিউজিল্যান্ডের উডস নিক, হিহা স্যাম ও লেন স্যামের টানা তিনটি প্রয়াস রুখে দিয়েছিলেন ভারতীয় গোলরক্ষক শ্রীজেশ। পেনাল্টি শ্যুটআউট চলাকালীন তিনি চোটও পান। টানটান লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে ভারতের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার আশা শেষ। নিয়মরক্ষার ক্ল্যাসিফিকেশন ম্যাচ খেলতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে। চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন দলের অন্যতম ভরসা হার্দিক সিং। তার উপর গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল দল ওয়েলসের বিরুদ্ধে দুই গোল হজম করা। সব মিলিয়ে ক্রসওভার ম্যাচে নামার আগে কপালে বেশ কয়েকটি চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল জাতীয় কোচ গ্রাহাম রিডের। তবে সমস্ত দুশ্চিন্তা মাঠের বাইরেই ঝেড়ে ফেলে খেলতে নেমেছিলেন মনদীপ সিংরা। আগাগোড়া বল পজিশনে এগিয়ে থেকে ম্যাচের দখল নিজেদের হাতেই রাখেন ভারতীয়রা। তবে শেষ কোয়ার্টারে ঝড় তুললেন কিউয়িরা। পেনাল্টি শুট আউটে আয়োজক দেশ ভারতকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিলেন। রবিবারের ম্যাচের প্রথম থেকেই কিউয়ি ডিফেন্ডারদের চাপে রেখেছিল ভারত। গোল লক্ষ্য করে শট মারার চেষ্টা করতেই ভারতীয় ফরোয়ার্ডদের ঘিরে ধরছিলেন বিপক্ষ খেলোয়াড়রা। প্রথম কোয়ার্টারে একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল করতে পারেনি ভারত। গোলশূন্যভাবে প্রথম কোয়ার্টার শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই স্বমেজাজে ফেরে ভারত। ১৮ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ললিত। চার মিনিটের মাথায় গোল লক্ষ্য করে শট নেন নীলকান্ত শর্মা। প্রথমে গোল দিলেও বিপক্ষের রিভিউয়ের ফলে বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ার। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। হরমনপ্রীতের শট বাঁচাতে গিয়ে পজিশন হারিয়ে ফেলেন গোলকিপার। ফিরতি বলে স্টিক ছুঁইয়ে গোললাইন পার করিয়ে দেন সুখজিৎ। কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই ব্যবধান কমিয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড। হাফটাইমের পরে মাঠে ভারতীয়দের খেলায় আরও বেশি দাপট লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ৪১ মিনিটের মাথায় আসে ভারতের তৃতীয় গোল। তবে পিছিয়ে পড়েও মনোবল হারায়নি নিউজিল্যান্ড। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে একটি গোল শোধ করে তারা। শেষ কোয়ার্টার জুড়ে শুধুই কালো জার্সিধারীদের দাপট। ৫০ মিনিটে আবারও পেনাল্টি কর্নার পায় নিউজিল্যান্ড। গোল করতে এতটুকু ভুল করেননি শন ফিন্ডলে। প্রায় জিতে যাওয়া ম্যাচ তখন ফসকে যেতে বসেছে ভারতের হাত থেকে। ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুট আউটে। প্রথম পাঁচটি শটের মধ্যে দুই দলই তিনটি করে গোল করে। ফলে শুরু হয় পেনাল্টি শুট আউটের দ্বিতীয় পর্ব। সাডেন ডেথে গিয়ে অবশেষে জয় পায় নিউজিল্যান্ড।

এখনও আসন পাকা নয় গিলের

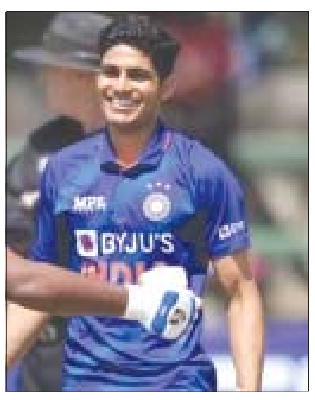

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় দল নিয়ে বড়সড় মন্তব্য করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গার। সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ এক অনুষ্ঠানে বলেন, শুভমন বিশ্বকাপের দলে ওপেনিংয়ের শুভমনের জায়গা পাকা কিনা, তা নিয়ে তিনি এখনও নিশ্চিন্ত নন। হায়দরাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে দ্বিশতরান করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শুভমন গিল। করেন ১৪৯ বলে ২০৮ রান। এই রান বিশ্বকাপে জাতীয় দলে ওপেনার হিসেবে তাঁর জায়গা পাকা করার পিছনে অনেক অবদান রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে আরও এক তরুণ তুর্কি ইশান কিষাণও সম্প্রতি দ্বিশতরানের গণ্ডি পেরিয়েছেন। তাঁদের এই ২০০ রান করার প্রতিযোগিতা বিশ্বকাপের জাতীয় দলে জায়গা পাওয়াতেও বজায় থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক সাক্ষাৎকারে বাঙ্গার বলেছিলেন, ইশান গিলের মতো একই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাই তিনি নিশ্চিত নন যে তাঁর স্থান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা। বাঙ্গার বলেন, আমি এখনও শুভমনের জায়গা নিয়ে নিশ্চিত নই । কারণ স্পষ্টতই ইশান কিষাণ আছে। ও একজন বাঁহাতি। খুব বেশি দিন হয়নি এই ২০০ রান করেছে ও। আবার বয়সের দিক থেকেও খুব মিল। ইশানের বয়স ২৪ এবং শুভমনের বয়স ২৩। ফলে বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে কে জায়গা করে নেবে তা বলাটা খুব কঠিন। তবে ভারতের হাতে এইরকম তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার থাকার প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, ক্রিকেটারদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ভারতের জন্য দুর্দান্ত জিনিস হয়ে উঠবে। যারা ভালো খেলবে তারাই দলে জায়গা পাবে। অন্যদিকে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের আগে আইপিএল অনুষ্ঠিত হবে, ফলে যা কিছু হতে পারে। তিনি বলেন, বিশ্বকাপের আগে আইপিএল হতে চলেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রায় ২০টি ওডিআই ম্যাচ রয়েছে, তাই অনেক কিছুই হতে পারে। এখনই কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। সময় যত গড়াবে ততই বোঝা সম্ভব হবে। সম্প্রতি ২০০ রানে পর ইশান শান বাদ পড়লে শুভমন বাদ পড়তে পারে। তবে শুভমনের জায়গা নিয়ে তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, ইশান কিষাণ ডবল সেঞ্চুরির পরে বাদ পড়েছিল। তাই শুভমনও প্রথম একাদশ থেকে বাদ যেতে পারে। তবে শুভমন গিল ওপেনার হওয়ার বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে।

শীর্ষস্থানের সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ নিউজিল্যান্ড এখন আর বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে টিম নয়। ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নামার আগে, পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে টম ল্যাথামরাই ছিলেন আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত এক ম্যাচ হাতে রেখেই ২-০ সিরিজ জিতে নিয়েছে। যার ফলে কালো জার্সিধারীরা মগডাল থেকে নেমে গিয়েছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের কাছে নিউজিল্যান্ড শীর্ষস্থান খুইয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ইন্দোরে ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ। ভারতের কাছে এই ম্যাচে শুধুই বিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করার সম্ভাবনাই থাকছে না। ভারত ইন্দোরে ফাইনাল ওয়ানডে জিততে পারলেই হয়ে যাবে বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে টিম। রায়পুরে ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে, নিউজিল্যান্ড ১১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ছিল একে। ইংল্যান্ড ছিল দুয়ে (১১৩ পয়েন্ট), তিনে ছিল অস্ট্রেলিয়া (১১২ পয়েন্ট), চারে ছিল ইন্ডিয়া (১১১ পয়েন্ট)। কিন্তু এই মুহূর্তে এক থেকে তিনে থাকা তিন দলেরই (ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ইন্ডিয়া) রেটিং পয়েন্ট এক। তা ১১৩। ম্যাচ সংখ্যার ভিত্তিতে পাওয়া পয়েন্টের বিচারেই শুধু এগিয়ে-পিছিয়ে এই তিন দল। চারে অস্ট্রেলিয়া ১১২ পয়েন্টে ও পাঁচে পাকিস্তান ১০৬ পয়েন্টে। ভারতের কাছে এখন সুযোগ রয়েছে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই এক নম্বর হওয়ার। ভারত এখন টেস্টে বিশ্বের দুই নম্বর দল, পঞ্চাশ ওভারে দুয়ে ও টি-২০ ফরম্যাটে একে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রোহিতদের। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে অস্ট্রেলিয়া একে (১২৬ রেটিং পয়েন্ট)। দুয়ে ভারত (১১৫ রেটিং পয়েন্ট)।

ফিটনেস ফিরে পেতে রঞ্জি খেলবেন রীবন্দ্র জাদেজা

চেন্নাই, ২২ জানুয়ারি ঃ গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এশিয়া কাপ চলাকালীনই চোটের কারণে মাঝপথে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। এর পর থেকে ভারতীয় দলের বাইরেই রয়েছেন জাদেজা। তাঁর ডান হাঁটুতে অস্ত্রোপ্রচারও হয়। দীর্ঘ দিন পরে এ বার অবশেষে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন জাদেজা। অবশ্য দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকায় জাদেজার ম্যাচ ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ম্যাচ ফিট হতে রঞ্জি ট্রফিকেই বেছে নিলেন জাড্ডু। ভারতের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা রঞ্জি ট্রফির শেষ লিগ ম্যাচের জন্য রবিবার চেন্নাইতে সৌরাষ্ট্র দলের সঙ্গে যোগ দেন। জয়দেব উনাদকাট এবং চেতেশ্বর পূজারা রয়েছেন এই টিমে। ২৪ জানুয়ারি থেকে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে খেলবে সৌরাষ্ট্র। সৌরাষ্ট্র কোচ নীরজ ওদেদ্রা বলেছেন, ওর প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কলোড জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) প্রোটোকল অনুসারে হবে। সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, আসলে আমি জাড্ডুকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট পাঠিয়েছিলাম যে, ছেলেরা ওকে ফিরে পেয়ে সত্যিই খুশি। ও অবিলম্বে পাল্টা উত্তর দিয়েছে, ও দলের সঙ্গে খেলার জন্য উন্মুখ। ও সৌরাষ্ট্রের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছে বেশ কিছু দিন। ওর মতো দক্ষ একজন খেলোয়াড় দলে যোগ দিলে, তাতে সকলের মনোবল বাড়বে। ২০২২ সালের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানানো হয়, তিনি ফিট নন। অর্থাৎ এনসিএ-র থেকে ক্লিনচিট না নিয়েই তাঁর নাম ঘোষণা করে দিয়েছিল বিসিসিআই। এর পর তিনি এনসিএ-তে যান। সেখানে গিয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দেন। জানা যায়, ফিটনেস পরীক্ষায় পাস করলেও এনসিএ-র ফিজিও খুশি ছিলেন না তাঁকে নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে নামানোর ঝুঁকি নিতে চায়নি। তাই তাঁকে রঞ্জি খেলতে পাঠানো হচ্ছে। গাড়ি দুর্ঘটনা থেকে সেরে ওঠা ঋষভ পন্তের অনুপস্থিতিতে আসন্ন বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির জন্য বাঁ-হাতি জাদেজার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। গত তিন বছরে জাদেজার ২৫.১৬ গড়ে ৩১টি টেস্ট উইকেট রয়েছে, যার মধ্যে একটি পাঁচ উইকেট রয়েছে। তিনি ব্যাট হাতে সমান ভাবে চিত্তাকর্ষক। ৪০-এর নীচে রানরেটে ৬৭৯ রান করেছেন, যার মধ্যে দু'টি সেঞ্চুরি এবং তিনটি হাফসেঞ্চুরি রয়েছে।

বড় জয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন শেফালিরা

পচেস্ট্রুম, ২২ জানুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হার থেকে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় দল। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বড় জয় তুলে নিল শেফালি ভার্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। টুর্নামেন্টে অপরাজিত ছিল ভারতীয় দল। একের পর এক অনবদ্য জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। বেশিরভাগ ম্যাচেই ভারতের জয়ের মূল কারিগর ছিল ব্যাটিং আক্রমণ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিন আগেই হেরেছিল ভারত। ব্যাটিং বিপর্যয়ই এর কারণ। টুর্নামেন্টে অনবদ্য ছন্দে থাকা ভারতীয় দল ঘুরে দাঁড়াতে ২৪ ঘণ্টাও সময় নিল না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে জায়গা মজবুত করলেন শেফালি, রিচারা। মেয়েদের উদ্বোধনী অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে জিততেই হত ভারতকে। চ্যালেঞ্জটা খুব ভালো ভাবেই নিয়েছিলেন ভারতের নতুন প্রজন্ম। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শেফালি ভার্মা। একাদশে চার স্পিনার। একমাত্র পেসার বাংলার তিতাস সাধু। আর তিনিই শুরুটা করলেন। ম্যাচের প্রথম বলেই উইকেট নেন তিতাস। এই ধাক্কা সামলে ওঠার সুযোগ পায়নি শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে উইকেট নেন বাঁ হাতি স্পিনার মন্নত কাশ্যপ। শ্রীলঙ্কা ইনিংসে বাকি সময় ভারতীয় স্পিনের দাপট। লেগ স্পিনার পার্শ্ববী চোপড়া মাত্র ৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। একটি রান আউটেও অবদান রয়েছে তাঁর। অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের বিশ্বকাপের মঞ্চে এটিই সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। এ ছাড়াও বাঁ হাতি স্পিনার মন্নত কাশ্যপ ২ উইকেট নেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ৫৯ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। মাত্র ৬০ রানের লক্ষ্য। ইনিংস বিরতিতে ভারতীয় দলের পেসার তিতাস সাধু জানান, পিচে টার্ন রয়েছে, তবে দল এই লক্ষ্যকেও হালকা নিচ্ছে না। ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভালো হয়নি। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হতাশ করলেন অধিনায়ক শেফালি ভার্মা। মাত্র ১৫ রানেই ফেরেন। শেষ অবধি মাত্র ৭.২ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় ভারত। সৌম্যা তিওয়ারি ২৮ রানে অপরাজিত থাকেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশাল জয়ের সুবাদে লিগ টেবিলের এক নম্বরে উঠে এল ভারত। তাদের সংগ্রহে রয়েছে ৬ পয়েন্ট। যদিও এখনই ভারতের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত বলা যাবে না। বরং এমন দাপুটে জয়ের পরেও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে পারেন শেফালিরা। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কোনও এক দল নিজেদের শেষ ম্যাচে না হারলে ভারতের পক্ষে শেষ চারে যাওয়া সম্ভব হবে না। কেননা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা যদি তাদের শেষ ম্যাচ জেতে, তবে ভারতের মতো তারাও ৬ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে। সেক্ষেত্রে সুপার সিক্স রাউন্ডে ভারতের থেকে বেশি ম্যাচ জয়ের সুবাদে সেমিফাইনালে উঠবে তারাই। সুপার সিক্সে সোমবার অস্ট্রেলিয়ার লড়াই আমিরশাহির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকা খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। বুধবার বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আমিরশাহি।

শনিবার মাঝরাতে ফেডারেশনের সহ সচিবকে সরাল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি ঃ শেষপর্যন্ত কি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিং। ঘটনাক্রম অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। শনিবার মধ্যরাতে সরিয়ে দেওয়া হল রেসলিং ফেডারেশনের সহ-সচিব বিনোদ তোমরকেও। ব্রিজভূষণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এই বিনোদ। তাঁর মাধ্যমেই কাজকর্ম পরিচালনা করতেন কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংকেও ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে আরও একদফা রেসলারদের সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তারপরই বিনোদ তোমরকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই সঙ্গে রেসলিং ফেডারেশনের যাবতীয় কাজকর্ম আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকী, রবিবার রেসলিং ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা হওয়ার কথা ছিল, সেটাও বাতিল করা হয়েছে। যা খবর তাতে ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের উপর এবার চাপ সৃষ্টি করবে ক্রীড়ামন্ত্রক। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিই ব্রিজভূষণ এবং কুস্তি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় এবার সরাসরি ঢুকে পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও। ওই কমিটির সদস্য যোগেশ্বর দত্ত জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের রিপোর্ট সরাসরি জমা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রীড়া মন্ত্রককেও রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। তবে এতকিছু সত্ত্বেও ব্রিজভূষণ শরণ সিং নিজের দাবিতে অনড়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক একপ্রকার স্পষ্টতই ব্রিজভূষণকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। উলটে কুস্তি ফেডারেশনের তরফে পালটা বিবৃতি দিয়ে দাবি করলেন, গোপন কোনও উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, এই বিক্ষোভ ভারতে কুস্তির জন্য ভাল বিজ্ঞাপন নয়। এতে ভারতীয় কুস্তির কোনওরকম উন্নতিও হবে না। এটা শুধু ম্যানেজমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে কোনও গোপন উদ্দেশ্যে।

রোহিতের জায়গা নিতে পারেন হার্দিক

বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ভাবনা

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি ঃ রোহিত শর্মা যখন বিরাট কোহলির স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর মাথায় দুটি লক্ষ্য ছিল- ২০২২ অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৩ ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ। কিন্তু এক বছর পরে দেখা যাচ্ছে, রোহিতের নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে সাফল্য এলেও, আইসিসি ট্রফি অধরা থেকে গিয়েছে। ২০২২ সালে ভারতের আইসিসি টুর্নামেন্টে সাফল্যের স্বপ্ন তিক্ততার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে একতরফা হেরে বিশ্বকাপ থেকে যেমন ছিটকে গিয়েছে, তেমনই আবার এশিয়া কাপেও ব্যর্থ হয়েছে ভারত। তারা ফাইনালেই উঠতে পারেনি। ২০১৩ সালের পর থেকে ভারতের ট্রফি ক্যাবিনেটে আইসিসি-র কোনও ট্রফি ঢোকেনি। কিন্তু নতুন বছরে সেই অতীত করে, নতুন লড়াই শুরু করতে বদ্ধপরিকর। রোহিত ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ জিতে সব সমালোচনার জবাব দিতে মরিয়া। তবে এ সবের মাঝে প্রশ্ন উঠেছে, রোহিত আর কত দিন খেলতে পারবেন! কারণ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার সময়ে রোহিতের বয়স হবে ৩৬। এবং সম্ভবত তিনি সীমিত ওভার থেকে অবসর নিতে পারেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ব্যাটন পৌঁছে যায়। আর তিনি একবার সরে দাঁড়ালে, পরবর্তী ভারত অধিনায়ক নির্বাচন করা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অনেকেরই মত, রোহিতের পরবর্তী অধিনায়ক তৈরি রয়েছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া ইতিমধ্যেই টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি ভারতের সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের জায়গা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ। এবং যদি বিসিসিআইয়ের একটি নির্দিষ্ট সূত্র সে রকমই ইঙ্গিত করেছেন। বোর্ডের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই বছর রোহিত বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবে ঠিকই, তবে পরবর্তীতে কী হবে, তা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। শুধু কিছু ঘটবে বলে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। রোহিত যদি ওডিআই ফরম্যাট ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, বা ২০২৩ বিশ্বকাপের পরে অধিনায়কত্বের জন্য আমাদের একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার। হার্দিক তাঁর অধিনায়কত্ব কেরিয়ারে শুরুটা বেশ ভালো করেছেন। গত বছর অভিষেকেই গুজরাট টাইটান্সকে আইপিএল জিতিয়েছেন। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম পদক্ষেপেই সফল হন তিনি। হার্দিকের নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং এখন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেছে ভারত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধিনায়কত্বের ভারত মাত্র দু'বার হেরেছে। এবং তিনি যে দল নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন, তা মূলত তরুঁদের নিয়ে তৈরি। ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডারই টিমকে পরবর্তীতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেরা পছন্দ বলে মনে হচ্ছে। বিসিসিআই-এর ওই কর্তার দাবি, হার্দিক অধিনায়ক হিসেবে ভালো করছেন। তিনি তরুণ এবং তাঁর সামনে লম্বা সুযোগ আছে। আপাতত রোহিতের পরবর্তীতে তাঁর চেয়ে ভালো বিকল্প আর নেই। তাঁকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে এবং টানা সময় দিতে হবে। যদিও বিষয়টি এখনও পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ডাবলসে হারলেন সানিয়া মির্জা

বোপান্নার সাথে জিতলেন মিক্সড ডাবলস

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারি ঃ ২০০৯ সালে মহেশ ভূপতির সঙ্গে জুটি বেঁধে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মিক্সড ডাবলসে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন। প্রথমবার সবসময়ই স্পেশাল। এরপর আর মেলবোর্নে মিক্সড ডাবলসে সাফল্য ধরা দেয়নি সানিয়ার হাতে। কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে একই বিভাগে সানিয়ার জুটি রোহন বোপান্না। ইতিমধ্যেই এই জুটি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রেখেছে। মেলবোর্নে ১৪ বছর আগের স্মৃতি ফেরানোর আশা ভারতীয় টেনিসের পোস্টার গার্লের। যদিও রবিবার সকাল সকাল সানিয়া অনুরাগীদের কাছে খারাপ খবর। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ডাবলসে আশা শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর। মেয়েদের ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় সানিয়া মির্জা-অ্যানা দানিলিনা জুটির। ২০১৬ সালে কেরিয়ারের সেরা সময়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হন সানিয়া। পার্টনার ছিলেন মার্টিনা হিঙ্গিস। ডাবলসে দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জেতা হল না তাঁর। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে সানিয়া-বোপান্নার প্রতিপক্ষ ছিলেন স্থানীয় ওয়াইল্ড কার্ড জুটি জেমি ফোরলিস এবং লিউক স্যাভিয়েল। ৭-৫, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রবেশ করেন সানিয়া-বোপান্না জুটি। ৩৬ বছরের সানিয়া ও বোপান্না এখন ৪২ বছরের। ম্যাচ চলেছে ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ধরে। সানিয়াদের দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রতিপক্ষ এখনও ঠিক হয়নি। ষষ্ঠ বাছাই অস্ট্রেলিয়ার এলেন পেরেজ ও ফিনল্যান্ডের হ্যারি হেলিওভারা জুটি অথবা অবাছাই মার্কিন-ডাচ জুটি নিকোল মেলিচার মার্টিনেজ এবং মাতওয়ে মিডলকুপের মধ্যে কোনও এক জুটির বিরুদ্ধে খেলতে পারেন সানিয়ারা। মিক্সড ডাবলসে এগোনোর দিনে ডাবলসে হারের হতাশা সানিয়ার। কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের ডাবলসে সানিয়া জুটি বেঁধেছিলেন কাজাখস্তানের অ্যানা দানিলিনার সঙ্গে। প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই ৪-৬, ৬-৪, ২-৬ সেটে হেরে গিয়েছে ভ্যান উটভ্যাঙ্ক ও অ্যানহেলিনা কালিনিনা জুটির কাছে। প্রথম সেটে হারের পর দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ায় সানিয়া-অ্যানা জুটি। ০-৩ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় পরপর তিনটে গেম জিতে নেন। তবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি সানিয়ারা। ৬-৪ ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জয়ের পর তৃতীয় তথা নির্ণায়ক সেটে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে ইন্দো-কাজাখ জুটি। ফেব্রুয়ারিতে দুবাইয়ে ডব্লুটিএ ১০০০ টুর্নামেন্ট খেলেই পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানাবেন সানিয়া। এখন তাঁর সপ্তম মেজর খেতাব জেতার আশা বেঁচে শুধু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মিক্সড ডাবলসে। যেখানে তিনি খেলছেন রোহন বোপান্নার সঙ্গে জুটি বেঁধে। তবে মিক্সড ডাবলসেও তাঁদের জন্য শক্ত চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে। এদিনের খেলা চলাকালীন প্রথম সেট হারার পর দ্বিতীয় সেটে ০-৩ ব্যবধানে পিছিনে পড়েন সানিয়া ও দানিলিনা। যদিও তারপর টানা চারটি গেম জিতে ঘুরে দাঁড়ান। সানিয়ার ফোরহ্যান্ড ফ্লিক মুগ্ধ করে দর্শকদের। কিন্তু নির্ণায়ক সেটে শেষরক্ষা হয়নি। সেই সেটেও ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন। সেখান থেকে ২-৩ করতে সক্ষম হন। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একগুচ্ছ আনফোর্সড এরর। ম্যাচে সানিয়ারা যেখানে ৩৮টি আনফোর্সড এরর করেছেন, সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষরা ২২টি আনফোর্সড এরর করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615